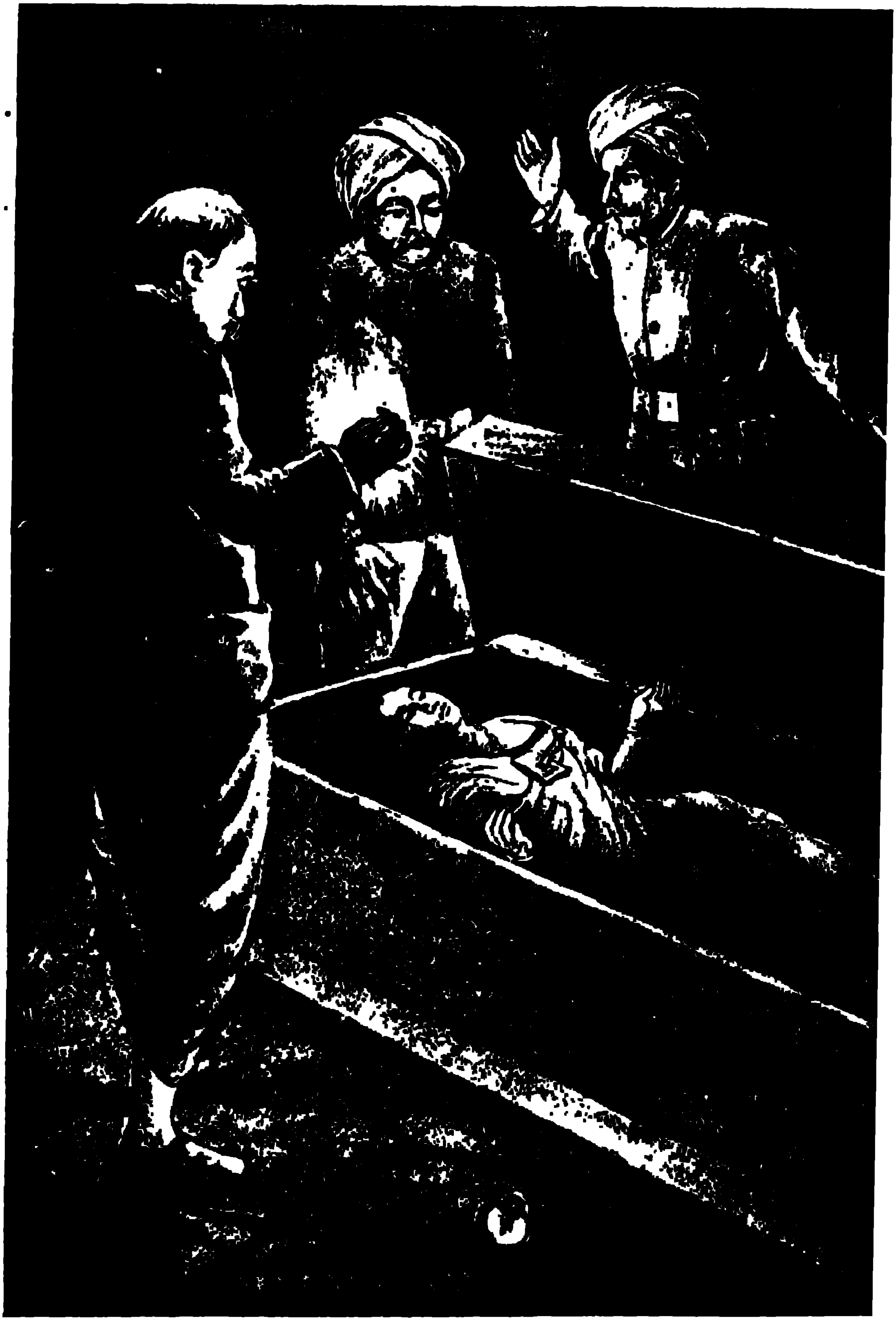

[illegible] [illegible] একটি বিলম্বিতগোরস্থ [illegible] মৃতদেহ।

প্রতিজ্ঞা-পালন

ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস

সচিত্র উপন্যাস-সন্দর্ভ

শ্রীপাঁচকড়ি দে-সম্পাদিত

গোবিন্দরাম

কন্সাণ্টেবল ডিটেক্‌টিভ গোবিন্দরাম যেন মন্ত্রবলে কার্য্যোদ্ধার করিতেছেন, তাঁহার কার্য্যকলাপে বিস্মিত হইবেন; মনুষ্য-চরিত্রের উপর অখণ্ড প্রভাব, মুখ দেখিয়া তিনি পুস্তক-পাঠের ন্যায় সমুদয় কথাই বলিতে পারেন, কারণও দেখাইয়া দেন। মূল্য ১৷৵৹ মাত্র।

ভীষণ প্রতিশোধ ১৷৵৹

ভীষণ প্রতিহিংসা ১।৹

রঘু ডাকাত ১৲

শোণিত-তর্পণ ১॥৹

রহস্য-বিপ্লব ১॥৹

হত্যা-রহস্য ১৵৹

বিষম বৈসূচন ১।৹

জয়-পরাজয় ১৲

প্রতিজ্ঞা-পালন

অদ্বিতীয় ডিটেক্‌টিভ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি দে মহাশয়ের লিখিত উপন্যাসগুলি বঙ্গসাহিত্যে কি বিপুল প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। লেখক ক্ষমতাশালী, প্রতিভাবান্; সুতরাং বিজ্ঞাপনের আড়ম্বর নিষ্প্রয়োজন। মূল্য ১।৹।

পাল ব্রাদার্স, ৭ নং শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন, জোড়াসাঁকো, পোঃ বড়বাজার, কলিকাতা অথবা ২০১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, গুরুদাস লাইব্রেরী।

প্রতিজ্ঞা-পালন

উপন্যাস

Julie O, mercy ! mercy !
Save him, restore him, father ! * * * *
Art thou not Richelieu ?
Rich Yesterday I was !
To day, a very weak old man !—To-morrow,
I know not what !
Julie Do you conceive his meaning ?
Alas ! I cannot. But methinks, my senses
Are duller than they were !
E. Bulwer Lytton—Richelieu, Act IV Scene II.

[দ্বিতীয় সংস্করণ]

শ্রীপাঁচকড়ি দে

Bengal Medical Library, 201, Cornwallis Street, Calcutta.

Published by H. P. Dey for PAUL BROTHERS & Co.
7, Shibkrishna Daw's Lane, Jorasanko, Calcutta.

Printed by F. C. Dass. Indian Patriot Press.
70, Baranashi Ghose's Street, Calcutta.

Rights Strictly Reserved.

1914.

উৎসর্গ।

পরম পূজনীয় পিতৃদেব

৺কেদারনাথ দে মহাশয়ের

শ্রীচরণকমলোদ্দেশে ;—

বাবা!

আপনি জন্মের মত এই হতভাগ্য সন্তানকে ছাড়িয়া গিয়াছেন। এই বৎসর আমার পক্ষে বড়ই দুর্ব্বৎসর— ২৪শে ভাদ্রে মা ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন, তাহার পর ২৯শে আশ্বিন আপনিও সেই পথ অবলম্বন করিলেন, এই আঘাতের উপরে আঘাত পাইয়া হৃদয় শতধা হইয়াছে। এ জ্বালাযন্ত্রণাময়, শোকতাপপূর্ণ সংসার ত্যাগ করিয়া আপনারা এখন স্বর্গাসীন। সেখান হইতেও যে এই দুর্ব্বল হৃদয়, শোককাতর সন্তানের প্রতি আপনাদের আশীর্ব্বাদ করুণা ও স্নেহধারা অবিশ্রান্তভাবে বর্ষিত হইবে, তাহা নিশ্চিত। আজ বর্ষশেষে আপনাদের শ্রীচরণোদ্দেশে আমার এই "প্রতিজ্ঞা পালন" নামক অকিঞ্চিৎকর উপন্যাস গ্রন্থ ভক্তিসহকারে উৎসর্গ করিয়া ধন্য হইলাম।

সন ১৩১৩ সাল
২৮শে চৈত্র।

সেবক
শ্রীপাঁচকড়ি দে।

প্রতিজ্ঞা-পালন।

১

আজ কলিকাতার যে অবস্থা, ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে সে অবস্থা ছিল না। তখন কলিকাতার রাজপথের দুই পার্শ্বে দুর্গন্ধ, পঙ্কিল, গভীর নর্দ্দমা ছিল; সেই নর্দ্দমায় কোটী কোটী মশক প্রতিপালিত হইত। এখনকার মত তখন সকল রাস্তায় সমুজ্জ্বল গ্যাসের আলোক ছিল না, যে সময়ের কথা বলা হইতেছে, সে সময়ে গ্যাস কেবল কলিকাতায় নূতন আসিয়াছে; অধিকাংশ রাস্তায় কেরোসিন তৈলের আলোক, তাহাতে পথিকের বড় সুবিধা হইত না।

এখন যেখানে প্রকাণ্ড অট্টালিকা শোভা পাইতেছে, তখন সেখানটা হয় উদ্যান, কি একটী জঙ্গল অধিকার করিয়াছিল। হাতী-বাগান, জোড়াবাগান, বাদুড়বাগান, সিংহের বাগান, বিবির বাগান সত্য-সত্যই বাগান ছিল। সেই সময়ে একদিন আষাঢ় মাসের গভীর রাত্রে হাতীবাগানের পথিমধ্যে দুইজন পাহারাওয়ালা কথোপকথন করিতেছিল। রাত্রি নিস্তব্ধ, তাহাতে একটু পূর্ব্বেই খুব এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। পথিমধ্যে স্থানে স্থানে জল জমিয়াছে—পার্শ্বস্থ নর্দ্দমা দিয়া কল্‌কল্‌ রবে জলস্রোতঃ ছুটিয়াছে।

এত অন্ধকার যে; কোন দিকে কিছুই দেখা যায় না। পথিপার্শ্বস্থ আলোক-স্তম্ভের আলোগুলির অধিকাংশই প্রবল ঝটিকাবেগে নিভিয়া

গিয়াছে। কেবল দূরে দূরে দুই-একটী আলো স্তিমিতভাবে জ্বলিতেছিল—তাহাতে আলো না হইয়া চারিদিকে অন্ধকার আরও ঘনীভূত হইয়াছে। তবে মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ চমকিত হইতেছে—তাহাতে পথ কথঞ্চিৎ দেখা যাইতেছে—সে চকিত বিদ্যুতের আলোকে রাস্তার জল চক্‌মক্ করিয়া উঠিতেছে। পথে জনমানব নাই—কুকুর শৃগাল পর্য্যন্ত এই দুর্য্যোগে যে যেখানে পাইয়াছে, আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে; এ দুর্য্যোগে এত রাত্রে কে এ সময়ে বাহির হইবে? কেবল দুইজন পাহারাওয়ালা একটী আলোক-স্তম্ভের নিকট দাঁড়াইয়াছিল।

ইহারা দুইজনে দুইদিক্ হইতে পাহারা দিতে দিতে আসিয়া এই স্থানে মিলিত হইয়াছিল। একাকী নির্জ্জন পথে ঘোর অন্ধকারে, বিশেষতঃ এই দুর্য্যোগে ঘুরিয়া বেড়াইতে ক্লেশ অনুভব করিয়াই ইহারা পরস্পর সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইয়া কথোপকথন করিতেছিল।

উভয়েরই মস্তকে বৃহৎ তালপাতার ছাতা ছিল, হাতে পুলিসের লণ্ঠন ছিল—তখনও টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল, সুতরাং ছাতা মাথায় দিয়া উভয়ে দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু এত প্রবলবেগে বায়ু বহিতে ছিল যে, তাহারা অতি সবলে ছাতি ধরিয়াছিল, তবুও ছাতি হাত হইতে মধ্যে মধ্যে উল্টাইয়া পড়িয়া যাইতেছিল।

একজন বলিল, "দেশে অন্নের সংস্থান থাকিলে, কে এ চাকরী করিতে আসে? এমন দুর্য্যোগ—এমন রাত্রি ভাই, আর কখনও দেখিয়াছ?"

অপরে বলিল, "অন্নের সংস্থান থাকিলে স্ত্রী-পরিবার ছাড়িয়া কে এই সহরে বিঘোরে মরিতে আসে—পেটের দায়ে সব করিতে হয়।"

"এই ত প্রায় একটা বাজে—একটা কাক-পক্ষী দেখিলাম না—মানুষের কথা ত দূরে থাক্।"

"এই দুর্য্যোগে—এই রাত্রে কাহার মরণ হইয়াছে যে, বাহির হইবে? আমরা আছি পেটের দায়ে।"

এই সময়ে অপরে তাহার হাত টিপিল। কিছু একটা হইয়াছে ভাবিয়া, সে কথাবন্ধ করিল। তখন উভয়ে উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিল। তাহারা উভয়েই সুস্পষ্ট কাহার পদশব্দ শুনিতে পাইল। তাহারা বুঝিল, একব্যক্তি দ্রুতপদে সেইদিকে আসিতেছে। এত রাত্রে, এই দুর্য্যোগে কে আসে দেখিবার জন্য তাহারা কৌতূহলাক্রান্ত হইল; যেদিক্ হইতে পদশব্দ আসিতেছিল, সেইদিকে উভয়ে নিজ নিজ লণ্ঠনের আলো নিক্ষেপ করিল।

ক্রমে পদশব্দ নিকটবর্ত্তী হইল। ক্রমে পদশব্দকারী তাহাদের প্রায় সম্মুখীন হইল। সেই সময়ে তাহারা দেখিল, একটী ভদ্রলোক সত্বরপদে চলিয়াছেন; তাঁহার মাথায় ছাতা, গায়ে রেশমী চাদর, বেশ-পরিপাটী—দেখিলেই ভদ্রলোক বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। বৃষ্টির ঝাপ্‌টা হইতে কোন রকমে মাথাটা বাঁচাইবার জন্য তিনি ছাতা এত নীচু করিয়া চলিতেছেন যে, পাহারাওয়ালাদ্বয় তাঁহার মুখ দেখিতে পাইল না। তাঁহার চলনে, পরিচ্ছদে, ভাবে কোন সন্দেহের কারণ নাই দেখিয়া পাহারাওয়ালাদ্বয় তাঁহাকে কিছু বলিল না—তাঁহাকে চলিয়া যাইতে দিল। অনর্থক ভদ্রলোককে তাঁহারা কি বলিয়া ধরিবে?

একজন বলিল, "বাবু আমোদ করিতেছিলেন—এখানেই কাছে কোনখানে বোধ হয়, বাবুর বিবি সাহেবের আস্তানা।"

অপরে প্রতিবন্ধক দিয়া বলিল, "চুপ্, আর একজন কে এইদিকে আসিতেছে।"

যথার্থই সেই নির্জ্জন নিশীথে আর একব্যক্তির পদশব্দ তাহারা সুস্পষ্ট শুনিতে পাইল।

যে ভদ্রলোকটী পূর্ব্বে আসিয়াছিলেন, তিনি সত্বরপদে দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেলেন; তৎপরেই অন্য ব্যক্তি পাহারাওয়ালাদিগের নিকটবর্ত্তী হইল। তাহারা দেখিল, তাহার বেশ সাধারণ মুটে-মজুরের ন্যায়। গায়ে কোন বস্ত্র নাই—পায়ে জুতাও নাই। সে একটা বড় টীনের বাক্স মাথায় করিয়া চলিয়াছে। বাক্সটী যে খুব ভারী, তাহা তাহার ভাব দেখিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

এত রাত্রে এই লোককে এইরূপ একটা প্রকাণ্ড বাক্স একাকী লইয়া যাইতে দেখিয়া, পাহারাওয়ালাদ্বয়ের সন্দেহ হইল। একজন অপরকে বলিল, "এ বেটা দেখিতেছি, বাক্সটা কাহারও বাড়ী হইতে 'না বলিয়া' সংগ্রহ করিয়াছে। ভাবিয়াছে, এত রাত্রে—এই দুর্য্যোগে আমরা নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছি।"

অপরে বলিল, "দেখা যাক্, কি বলে।"

উভয়ে রাস্তার মধ্যস্থলে গিয়া সেই লোকটার সম্মুখে দাঁড়াইল। একজন তাহার মুখের উপর লণ্ঠনের আলো ফেলিয়া বলিল, "কি হে বাপু, তোমার বাক্সটী কোথায় লইয়া যাইতেছ?"

লোকটী দাঁড়াইল। বিস্মিতভাবে পাহারাওয়ালাদ্বয়ের দিকে চাহিল; কিন্তু কোন কথা কহিল না।

একজন পাহারাওয়ালা তাহাকে ধাক্কা দিয়া বলিল, "বাপু, তোমার এ বাক্সে কি আছে?"

অপর পাহারাওয়ালা বলিল, "কাপড়—গিন্নীর পোষাক—তাহা হইলে বাপু তোমার গিন্নীর পোষাকগুলি লোহার তয়েরী। এ বাক্সটা যদি দেড় মন ভারি না হয়, তাহা হইলে আমার নাম সদানন্দ পাঁড়ে নয়।"

মুটেটা ইহাতেও কোন কথা কহিল না; উভয়ের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল।

যে ব্যক্তি অগ্রে গিয়াছিল, সে নিশ্চয়ই পাহারাওয়ালাদিগের কথা-বার্ত্তা শুনিতে পাইয়াছিল। যাহাই হউক, তাহাকে আর দেখিতে পাওয়া গেল না। পাহারাওয়ালা দুইটীও এই ব্যক্তিকে লইয়া মহা ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তখন তাহাদের তাহার বিষয় ভাবিবার সময় ছিল না।

মুটে কোন কথা কহে না দেখিয়া পাহারাওয়ালা বলিল, "বটে, বদ্‌জাতি—কথা কহিবে না? আচ্ছা থাক্—থানায় গেলে তুমি না কথা কও, তোমার বাবা কথা কহিবে।"

এই বলিয়া তাহারা দুইজনে তাহার দুই হাত ধরিয়া, তাহাকে টানিয়া থানার দিকে লইয়া চলিল। মুখে তখনও কোন কথা কহিল না, নীরবে তাহাদের সঙ্গে চলিল।

এই সময়ে একটু দূরে একখানা গাড়ীর শব্দ হইল। বোধ হইল, যেন একখানা গাড়ী প্রবলবেগে অপরদিকে চলিয়া গেল।

থানা বহুদূরে নহে। থানায় আসিয়া পাহারাওয়ালাদ্বয় তাহাদের আসামীকে একটা ঘরের ভিতর লইয়া আসিল; তথায় একজন দীর্ঘকায় ব্যক্তি অর্দ্ধশায়িত ছিলেন। তিনি উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, "কি ব্যাপার, সঙ্গে এ আবার কে রে?"

একজন পাহারাওয়ালা বলিল, "এই লোকটা হাতীবাগানের রাস্তায় এই রাত্রে এই বাক্সটা লইয়া যাইতেছিল; নিশ্চয়ই কোনখান থেকে বাক্সটা চুরি করিয়াছে।"

স্থূলকায় ব্যক্তি সেই থানার দারোগা। দারোগা বলিলেন, "ও কি বলে?"

"কিছুই বলে না—জিজ্ঞাসা করিলেও কথা কহে না।"

"বটে, দেখি কথা কহে কি না!"

এই বলিয়া দারোগা সাহেব উঠিয়া দাঁড়াইলেন। রোষকষায়িত-লোচনে বলিলেন, "বাপু হে, এটা শ্বশুর বাড়ী নয়, এখানে চালাকী চলিবে না। বল দেখি বাপু, বাক্সটী কোথায় পাইয়াছ?"

লোকটা কোন কথা না কহিয়া কেবল কপালে দুই হাত দিল। ইতিপূর্ব্বে সেই বাক্সটা পাহারাওয়ালাদ্বয় ধরাধরি করিয়া তাহার মস্তক হইতে গৃহতলে নামাইয়া রাখিয়াছিল।

দারোগা বলিলেন, "বাপু, তুমি বলিতে চাও—তুমি কালা ও হাবা। বিশ বৎসর পুলিসে আছি—অনেক দেখিয়াছি, অনেক শুনিয়াছি। যাও বেটাকে গারদে রাখ; কাল সকালে দেখা যাইবে।"

মুটে ইহাতেও কোন কথা কহিল না। পাহারাওয়ালাদ্বয় বিরক্ত হইয়া সবলে তাহাকে ধাক্কা মারিতে মারিতে গারদ ঘরে লইয়া চলিল।

তখন দারোগা, আর যাহারা গৃহমধ্যে ছিল, তাহাদের বলিলেন, "বাক্সটা খুলিয়া ফেল দেখি—শালা কি চুরি করিয়াছে, দেখা যাক্।"

বাটালী ও হাতুড়ী দিয়া শীঘ্রই বাক্সটা খুলিয়া ফেলা হইল।

তৎপরে স্বয়ং দারোগা সাহেব ডালাটা তুলিয়া ধরিলেন। এবং প্রজ্জ্বলিত বাতিটা সম্মুখে লইয়া বাক্সের ভিতরটা দেখিলেন। দেখিয়াই ভয় ও বিস্ময়ে একরকম হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "কি ভয়ানক!"

বাক্সের ভিতরে একটী বিলসিতযৌবনা নবীনার মৃতদেহ!

২

দারোগা সাহেবের নিজের মুখেই প্রকাশ যে, তিনি বিশ বৎসর পুলিসে চাকরী করিতেছেন; সুতরাং এমন ভয়ানক দৃশ্য তিনি অনেকবারই দেখিয়াছেন, তবুও তাঁহার মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল। বাক্সের ভিতর কি আছে, দেখিবার জন্য সকলে ব্যগ্রভাবে বাক্সের নিকট আসিল।

দারোগা বলিলেন, "আমি আগে ভাবিয়াছিলাম, বেটা চোর—তাহা নয়, খুনী।"

কেহই মৃতদেহ স্পর্শ করিতে সাহস করিল না, হাঁ করিয়া বিস্মিত-ভাবে মৃতদেহের দিকে চাহিয়া রহিল।

মৃতদেহটী একটী পরমরূপবতী যুবতীর। বয়স অষ্টাদশ বৎসরের অধিক হইবে না। একখানি সুন্দর ফিরোজা রঙের রেশমী কাপড়ে তাহার ক্ষীণ কটিদেশ বেষ্টিত। হাতে দুইগাছা সোণার বালা, গলায় এক ছড়া নেক্‌লেস। যুবতী অর্দ্ধনিমীলিত নয়নে চাহিয়া আছে—যেন সে সেই বাক্সের চতুস্পার্শ্বস্থ লোকদিগকে দেখিতেছে। মুখখানি এত সুন্দর, তখনও যেন তাহার নধর অধরে মৃদুমন্দ হাসিটী ফুটিয়া রহিয়াছে।

একজন বলিল, "কে বলিবে মরিয়াছে— যেন ঘুমাইতেছে।"

আর একজন বলিল, "হাঁ চিরজীবনের মত।"

এমন কোমলাঙ্গী পরমরূপলাবণ্যসম্পন্না স্ত্রীলোককে কে নৃশংস খুন করিল, ভাবিয়া সেই পুলিস-প্রহরিগণও হৃদয়ে অত্যন্ত বেদনা অনুভব করিল।

দারোগা ধীরে ধীরে বলিলেন, "ছোরাখানা এখনও বুকে রহিয়াছে।"

যথার্থই সুন্দরীর পরিহিত রেশমী বস্ত্রাভ্যন্তরে বুকের উপর একখানি

ছোরার বাঁট দেখা যাইতেছে—ছোরার বাঁটটী হস্তিদন্তনির্ম্মিত। ছোরাখানিও ছোট, ঠিক বুকের মাঝখানে বিদ্ধ হইয়াছে—তাহাই রমণীর মৃত্যু মুহূর্ত্তের মধ্যে হইয়াছে। বোধ হয়, সে কষ্ট অনুভব করিবার সময়ও পায় নাই—এখনও মুখখানিতে হাসিটী লাগিয়া রহিয়াছে।

ছোরাখানি এখনও বিদ্ধ থাকায় শরীরস্থ রক্তও অধিক নিঃসৃত হইতে পারে নাই— বস্ত্রে নামমাত্র রক্ত লাগিয়াছে।

দারোগা সাহেব গম্ভীরভাবে বলিলেন, "এখন বুঝিতেছি, বেটা কেন কোন কথা কহে নাই; কাল কথা কহিতে হইবে। মৃতদেহ দেখিলে কি বলে দেখা যাক্—দেরী করা কর্ত্তব্য নয়।"

এই সময়ে একজনকে মৃতদেহ স্পর্শ করিতে উদ্যত দেখিয়া, দারোগা বলিয়া উঠিলেন, "উ—হুঁ—না—হাত দিয়ো না হে—গুরুতর ব্যাপার। ইন্‌স্পেক্টর সাহেবকে না বলিয়া আমি কিছুই করিতে পারি না—বাক্স যেমন আছে, তেমনই থাক্—কেহ হাত দিও না। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে খুনীকে আমরা লাসশুদ্ধ ধরিতে পারিয়াছি।"

ইন্‌স্পেক্টর সাহেবকে সংবাদ পাঠাইয়া দারোগা বলিলেন, "আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, গারদ ঘরে আর কেহ নাই; না হইলে কে জানিত যে, লোকটা কাহাকে দিয়া কাল বাহিরে সংবাদ পাঠাইত। তবুও একজন যাও, দেখিয়া এস, সে কি করিতেছে—পাহারায় যে আছে, তাহাকেও ইহার উপর বিশেষ নজর রাখিতে বলিবে।"

কিয়ৎক্ষণ পরে সেই লোক ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "দারোগা সাহেব, লোকটা কি করিতেছে, আপনি মনে করেন?"

"কেন, কি হইয়াছে?"

"নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছে।"

"সব বদ্‌মাইসী।"

"না, তাহা নয়—যথার্থই ঘুমাইতেছে। আমি ধাক্কা মারিয়া দেখিয়াছি।"

"তাই ত—হয় ত—না—নিশ্চয়ই অনেকদূর হইতে বাক্সটা আনিয়াছে, তাই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে।"

"এ রকম প্রায় দেখা যায় না—খুন করিয়া থানায় আসিয়া এ রকম ঘুম——"

"যা হোক, তুমি মধ্যে মধ্যে গারদে গিয়া দেখিবে, এ কি করে।"

হুকুম মত দশ মিনিট অন্তর এক-একজন গিয়া তাহাকে দেখিতে লাগিল; কিন্তু দেখিল, সে যথার্থই নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাইতেছে।

কিয়ৎক্ষণ পরে ইন্‌স্পেক্টর সাহেব আসিলেন। দারোগার নিকটে সকল শুনিয়া বলিলেন, "যেমন বাক্সটা আছে, তেমনই থাক্—এ সব গুরুতর বিষয়। ডিপুটি কমিশনার সাহেবকে এখনই সংবাদ দিতেছি।"

অতি প্রত্যূষেই কমিশনার সাহেব সরকারী ডাক্তারকে সঙ্গে লইয়া থানায় উপস্থিত হইলেন। তিনি সমস্ত শুনিয়া বলিলেন, "লোকটা লাস দেখিয়াছে?"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "না, আপনার অপেক্ষায় কিছুই করি নাই।"

"ভালই করিয়াছেন। এ সব গুরুতর বিষয়ে বিশেষ সাবধানতা আবশ্যক। দেখি, বাক্সটা।"

দুইজন বাক্সটা টানিয়া আনিয়া সাহেবের সম্মুখে রাখিল।

তিনি বলিলেন, "এখান হইতে কথা কহিলে আসামী গারদে কিছু শুনিতে পাইবে বলিয়া, বোধ হয়?"

"না, কিছুই শুনিতে পাইবে না।"

"ভাল, তাহার কালা হইবার বিষয় আমি বিশ্বাস করি না।" বলিয়া তিনি টীনের বাক্সটি বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিলেন।

বাক্সটি বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, "এ বাক্সটি কেবল যে সুন্দর তাহা নহে—ইহা মূল্যবান্, অনেক টাকা দাম, বিলাতী; পরে দেখা যাইবে, কাহারা এরূপ বাক্স বিক্রয় করে।" তৎপরে ডাক্তারের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "এবার মৃতদেহটা আপনি দেখুন—এখন বিশেষ কিছু দেখিবার আবশ্যক নাই—ব্যবচ্ছেদের সময় ভাল করিয়া দেখিবেন। আমি ইহা যেমন আছে, বাক্সশুদ্ধ তেমনি পাঠাইয়া দিতেছি।"

ডাক্তার মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে, কেহ ইহাকে হঠাৎ ছোরা মারিয়াছিল; এত জোরে মারিয়াছিল যে, প্রায় বাঁট পর্য্যন্ত বসিয়া গিয়াছে। এ কি! ছোরাটা একখানা তাস ভেদ করিয়া গিয়াছে যে! তাসখানা ইহার বুকে এখনও সংলগ্ন রহিয়াছে, সেইজন্য বেশী রক্ত পড়ে নাই।"

সাহেব বলিলেন, "কি তাস?"

ডাক্তার বলিলেন, "ইস্কাবনের টেক্কা।"

৩

এই অত্যাশ্চর্য্য কথা শুনিয়া সকলে বিস্মিত হইয়া বাক্সের নিকটস্থ ও কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া মৃতদেহের দিকে চাহিতে লাগিল।

খুনী খুন করিবার সময় প্রায়ই কোন নিদর্শন রাখিয়া যায় না। ইহা সত্য হইলেও প্রকৃতই মৃতদেহের বুকে একখানি ইস্কাবনের টেক্কা রহিয়াছে। ছোরা সেই তাসখানা ভেদ করিয়া রমণীর বুকে আমূল বিদ্ধ হইয়াছে।

তাসখানি পুরু চকচকে—পশ্চাদ্ভাগ ও চতুষ্প্রান্ত স্বর্ণরঞ্জিত; দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, ইহা দামী তাসের একখানা—সাধারণতঃ বড় লোক ব্যতীত কেহ এরূপ তাস ব্যবহার করে না।

সকলেই বিস্মিত হইয়া ভাবিলেন, "এ তাসের অর্থ কি?"

ডেপুটি-কমিসনার সাহেব তাসখানি দেখিয়া বলিলেন, "যথার্থই একখানা তাস রহিয়াছে বটে। দিন দিন কতই দেখিতে হয়—একদিন আগে এ কথা কেহ আমাকে বলিলে, আমি হাসিয়া উড়াইয়া দিতাম। ডাক্তার বাবু, আপনি এ সম্বন্ধে কি মনে করেন?"

ডাক্তার বলিলেন, "ডাক্তারী হিসাবে বলিতে হয় যে, স্ত্রীলোকটি নিদ্রিত অবস্থায় খুন হইয়াছে। এ নিশ্চয়ই ঘুমাইয়াছিল, সেই সময়ে খুনী ইহার বুকে তাসখানি রাখিয়া তাহার উপরে ছোরা মারিয়াছিল।"

সাহেব বলিলেন, "ইহাও হইতে পারে যে, খুনী প্রথমে ছোরা তাসখানা বিদ্ধ করিয়া লইয়াছিল, রক্ত চারিদিকে ফিন্‌কী দিয়া না পড়ে, তাহার জন্যই হয় ত এরূপ করিয়াছিল।"

"হাঁ, ইহাও সম্ভব।"

"সম্ভবের আলোচনা ক্রমে করা যাইবে। এটা সাধারণ খুন নহে, সুতরাং বিশেষ সতর্কতার সহিত ইহার সন্ধান করিতে হইবে; এই তাসকে প্রথমে সূত্র হিসাবে ধরিয়া অনেক সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে।"

"হয় ত ভুলপথ ধরাইবার জন্য খুনী ইচ্ছা করিয়া ইহার বুকে তাসখানা রাখিয়াছিল।"

"ইহাও হইতে পারে। যাহা হউক, আমি প্রথমে সেই মুটেটাকে জিজ্ঞাসা করিব; আমার বিশ্বাস সে মুটেই হইবে। যাও, এখন সেই লোকটাকে এইখানে লইয়া এস।" তাহার পর তিনি ডাক্তারের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "একটু পরেই মৃতদেহ পরীক্ষার জন্য পাঠাইব।"

ডাক্তার বলিলেন, "পরীক্ষায় নূতন কিছু যে প্রকাশ পাইবে বলিয়া বোধ হয় না; এখন আপনার অনুসন্ধানের উপরেই সকল নির্ভর করিতেছে।"

কিয়ৎক্ষণ পরে সেই লাস-বাহককে সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত করা হইল। সে এত গাঢ় নিদ্রায় নিমগ্ন হইয়াছিল যে, তাহাকে জাগ্রত করা সহজ হয় নাই। সে চক্ষু মুছিতে মুছিতে আসিয়া সাহেবের সম্মুখে দাঁড়াইল। সাহেব প্রথমে তাহার আপাদমস্তক তীক্ষ্ণদৃষ্টিপাতে বিশেষরূপে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন; কিন্তু সে অবিচলিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল—কেবল মুখে ঈষৎ বিরক্তভাব প্রকাশ করিল।

তাহাকে বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়া সাহেব বলিলেন, "এ লোকটা খুন করে নাই—ইহার হাত মুটের মত, মাথায় যে সর্ব্বদা মোট বহে, তাহাও স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। সে যে এরূপ সুন্দরী স্ত্রীলোককে খুন করিবে, তাহা সম্ভবপর নহে। বিশেষতঃ এই তাস—ইহার মাথায় এ সকল ফন্দী আসিতে পারে না। তবে এটা স্থির, যে খুন করিয়াছে, তাহাকে এ জানে, নিশ্চয়ই তাহাকে ধরাইয়া দিবে।"

তিনি আবার কিয়ৎক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "এই বাক্সের ভিতর কি আছে, তুমি জান?"

তিনি ভাবিয়াছিলেন, হঠাৎ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে-ও একটা কিছু বলিয়া ফেলিবে; কিন্তু সে কোন কথা কহিল না, তাঁহার মুখের দিকে কেবল চাহিয়া রহিল।

সাহেব বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তোমার মৎলব চুপ করিয়া থাকা। হাঁ, মৎলব বড় মন্দ নহে—তবে তোমাকে এ চালাকী ছাড়িতে হইবে। কিছুদিন জেলে থাকিলে তোমার দিব্য জ্ঞানলাভ হইবে। সত্যকথা খুলিয়া বলাই তোমার পক্ষে এখন সৎপরামর্শ। আমার বিশ্বাস, তুমি

নির্দ্দোষ—কেবল ঘটনাচক্রে এই বিপদে পড়িয়াছ। কে তোমাকে এই বাক্সটা লইয়া যাইতে দিয়াছিল, বলিলেই আমি তোমাকে এখনই ছাড়িয়া দিব।"

লোকটা কোন উত্তর দিল না। বিষণ্ণভাবে নিজের মুখে ও কাণে হাত দিল।

সাহেব বলিলেন, "তুমি বলিতে চাও, তুমি হাবা আর কালা। আচ্ছা, দেখা যাক্।"

তখন তিনি হাত মুখ নাড়িয়া বাক্স দেখাইয়া নানারূপ সঙ্কেতে তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা পাইলেন; কিন্তু তাহাতেও সে কোন ভাব প্রকাশ করিল না।

সাহেব বলিলেন, "তুমি যতদূর হাবা ও কালা, তাহা বুঝিয়াছি।"

এই বলিয়া তিনি নিম্নলিখিত দুইটি লাইন অপরের দ্বারা বাঙ্গালায় লিখাইয়া তাহার সম্মুখে ধরিলেন ;—

"তুমি কথা না কহিলে নিজেকে দোষী স্বীকার করিতেছ—ইহাতে তোমার ফাঁসী অবধারিত হইবে।"

মুটে কাগজের দিকে চাহিল, তৎপরে আবার বিষণ্ণভাবে ঘাড় নাড়িল। সাহেব হতাশ হইলেন। একব্যক্তিকে ডাকিয়া কাণে কাণে কি বলিলেন। তৎপরে মুটের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "না, এ লোকটা নির্দ্দোষ—ইহাকে ছাড়িয়া দাও।"

দুইজন কনেষ্টবল ইহার দুই পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিল, তাহারা ইঙ্গিত পাইবামাত্র সরিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু মুটে তথাপি নড়িল না।

সাহেব বলিলেন, "তোমায় ছাড়িয়া দিলাম, তুমি এখন যাইতে পার।"

তবুও সে নড়িল না।

তখন সাহেব দূরস্থ এক ব্যক্তিকে কি ইঙ্গিত করিলেন। সে তৎক্ষণাৎ মুটের পশ্চাতে গিয়া পিস্তলে একটা ফাঁকা আওয়াজ করিল।

এরূপ নিকটে সহসা বন্দুকের শব্দ হইলে এমন লোক কেহ নাই যে, চমকিয়া না উঠে; কিন্তু সে লোকটা ইহাতেও চমকিত হইল না, কেবল বারুদের ধূম নাসিকায় প্রবেশ করায়, কোথা হইতে ধূম আসিল দেখিবার জন্য সে একবার সেইদিকে মুখ ফিরাইল মাত্র।

সাহেব বলিলেন, "এ যথার্থ ই হাবা ও কালা। দেখিতেছি, লোকটা অনেক ভোগাইবে।" তৎপরে তিনি হুকুম দিলেন, "ইহাকে সাবধানে গারদে রাখ। মৃতদেহটা পরীক্ষার জন্য পাঠাইয়া দাও। এ লোকটাকে ডিটেক্‌টিভদের হাতে দিতে হইল। তবে একবার আমি গোবিন্দরামের সহিত পরামর্শ করিব। যদি কেহ এ রহস্যভেদ করিতে পারেন ত তিনিই পারিবেন। তাঁহার উপর আমার খুব বিশ্বাস আছে।"

৪

গোবিন্দরামের এখন বয়স হইয়াছে। তিনি এখন বৃদ্ধ। ডিটেক্‌টিভ কার্য্যে বেশ দুই পয়সা উপার্জ্জন করিয়া এখন মাণিকতলার নিকটে সুন্দর বাগান-বাটীতে নির্জ্জনে বাস করেন। আর ডিটেক্‌টিভের কাজ করেন না; লোকজনের সঙ্গে মিশামিশি—দেখা-সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত ছাড়িয়া দিয়াছেন।

তাঁহার স্ত্রী বহুকাল স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তাঁহার কেবলমাত্র এক পুত্র ছিল; এইটিই তাঁহার সংসারের একমাত্র বন্ধন। পুত্র উকীল হইয়াছেন, দেখিতে সুপুরুষ, অল্প বয়স—আটাশ বৎসরের বেশী হইবে

না; এখনও বিবাহ করেন নাই বটে, কিন্তু বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে—দুই মাস পরে শুভদিনে শুভলগ্নে তাঁহার বিবাহ হইবে। গোবিন্দরামের পুত্রের নাম সুরেন্দ্রনাথ।

তাঁহার ওকালতীর সুবিধা হইবে বলিয়া গোবিন্দরাম পুত্রকে নিজের কাছে রাখেন নাই। এখন পুত্রের সমস্ত ব্যয়ভার তিনি নিজে বহন করিতেছেন। সুরেন্দ্রনাথ বহুবাজারে একটি ক্ষুদ্র বাটী সুসজ্জিত করিয়া তথায় বাস করিতেছেন। দিন দিন তাঁহার পসারও বৃদ্ধি পাইতেছে।

প্রত্যহই তিনি অন্ততঃ একবার পিতার সহিত দেখা করিতেন। রবিবার রাত্রে পিতার সহিত একত্রে আহার করিতেন।

যেদিন রাত্রে বাক্সের মধ্যে মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছিল, সেইদিন সুরেন্দ্রনাথ পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন।

আজ তাঁহাকে বিমর্ষ ও মুখ বিশুষ্ক দেখিয়া গোবিন্দরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুরেন, আজ তোমার মুখ শুক্‌ন কেন?"

এ প্রশ্নে সুরেন্দ্রনাথ যেন একটু কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। বলিলেন, "কই না, কিছু হয় নাই —তবে সর্দ্দি লাগিয়াছে।"

"তাহা হইলে আজ এইখানেই থাক—ডাক্তার বাবুকে ডাকাইয়া পাঠাই। একটা ফ্ল্যানেলের জামা গায়ে দাও।"

"না বাবা, আমার সামান্য সর্দ্দি লাগিয়াছে মাত্র।"

এই সময়ে ভৃত্য আসিয়া গোবিন্দরামের হাতে এক টুক্‌রা কাগজ দিল। তিনি সেটা দেখিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন। উঠিয়া পুত্রকে বলিলেন, "একটি ভদ্রলোক দেখা করিতে আসিয়াছেন; তুমি এইখানেই খবরের কাগজ পড়, আমি এখনই আসিতেছি।"

এই বলিয়া গোবিন্দরাম অন্য গৃহে প্রস্থান করিলেন।

Uttarpara Jaykrishna Public Library

পুলিস-সাহেব স্বয়ং তাঁহার নিকট আসিয়াছেন, বহুদিন পুলিসের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ ছিল না; সাহেবকে সমাদরে বসাইয়া গোবিন্দরাম বলিলেন, "কি জন্য এ অনুগ্রহ করিয়াছেন। কিছু নূতন ব্যাপার ঘটিয়াছে ?"

সাহেব বলিলেন, "হাঁ, একেবারেই নূতন। তাহাই আপনার সঙ্গে পরামর্শ করিতে আসিলাম।"

"আপনারা আমাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করেন ?"

সাহেব খুন সম্বন্ধে সমস্ত কথা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে গোবিন্দরামকে বলিলেম, কিছুই গোপন করিলেন না।

গোবিন্দরাম শুনিয়া বলিলেন, "আর কিছু নাই ?"

"না, লোকটা এখন হাজতে আছে; কোন কথাই কহে না। মৃত-দেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়াও কিছু জানিতে পারা যায় নাই; কেবল এই মাত্র—আহারের পর দুই ঘণ্টার মধ্যে তাহার মৃত্যু হইয়াছে।"

"বিশেষ রহস্যপূর্ণ ব্যাপার সন্দেহ নাই।"

"আপনিই কেবল এ রহস্যভেদ করিতে পারিবেন।"

"কিরূপে বলিব—যেরূপ শুনিলাম, তাহাতে একটীমাত্র সূত্র কেবল দেখিতেছি।"

"এই ইস্কাবনের টেক্কা ?"

"হাঁ, ইহা কতকটা হইলেও হইতে পারে, আবার না হইলেও হইতে পারে। হয় ত খুনী ইহার দ্বারা কেবল আমাদের চোখে ধাঁধাঁ দিতে চায়; যখন স্ত্রীলোকটী কে জানিতে পারা যাইবে, তখন এ তাসখানা কাজে আসিতে পারে।"

"হাঁ, স্ত্রীলোকটী যে কে, এইটী জানাই প্রথম প্রয়োজন। এখনও কিছুই জানিতে পারা যায় নাই; তবে ফটোগ্রাফ তোলা হইয়াছে—

থানায় থানায় দরজায় ঐ ফটোগ্রাফ টাঙাইয়া দেওয়া হইবে। তাহা হইলে কেহ-না-কেহ ইহাকে চিনিতে পারিবে।"

"আমি হইলে ঠিক এরূপ করিতাম না।"

"কেন?"

"এত তাড়াতাড়ি ফটো বাহির করিতাম না; আবশ্যক হইলে পরে করিতাম।"

"তাহা হইলে আপনি কিরূপে অনুসন্ধান আরম্ভ করিতেন?"

"আমার বিশ্বাস, লোকটা যথার্থই হাবা ও কালা; সে কেবল বাক্সটা বহিয়া লইয়া যাইতেছিল। খুব সম্ভব, এ জানে না, বাক্সে কি ছিল।"

"আমারও কতকটা ঐ রকম মত; তবে এ যে খুনের বিষয় একেবারেই জানিত না, তাহা আমি বিশ্বাস করি না।"

"সে খুনীর লোক হইতে পারে—তবে খুন সম্বন্ধে কিছু না জানিতেও পারে; দেখা যাক্—আলোচনা করিয়া। রাত্রি একটার সময়ে একজন লোক দ্রুতপদে হাতী-বাগানের রাস্তা দিয়া যায়; তাহার একটু পরেই এই লোকটা বাক্স মাথায় করিয়া সেইখানে আসে; পাহারাওয়ালারা তাহাকে ধরে, অপর ব্যক্তি সত্বর পদে চলিয়া যায়; ইহাতে বেশ বুঝিতে পারা যায়, নিকটে তাহার জন্য একখানা গাড়ী অপেক্ষা করিতেছিল। সে সেই গাড়ীতে চলিয়া যায়। পাহারাওয়ালাদের উচিত ছিল, সেই লোকটাকে আগে ধরা।"

"হাঁ, তাহা ঠিক—তবে এখন গতানুশোচনা বৃথা।"

"না, পাহারাওয়ালাদের অপরাধ নাই, তাহারা কেমন করিয়া জানিবে যে, বাক্সের ভিতর এমন একটা মৃতদেহ আছে। এই ভাল যে, তাহারা এ লোকটাকেও চলিয়া যাইতে দেয় নাই; তাহা হইলে দুজনেই লাসটা লইয়া সরিয়া পড়িত।"

"এই তাসের অর্থ কি ?"

"আপনাদের চক্ষে ধূলি দিবার চেষ্টা।"

"নিশ্চয়ই খুনটা নিকটস্থ কোন বাড়ীতে হইয়াছে ; গাড়াখানা বাড়ীর দরজায় না আনিয়া, একটা মুটের মাথায় মৃতদেহ চাপাইয়া লইয়া যাওয়া কি খুনী নিরাপদ মনে করিয়াছিল ?"

"নিশ্চয়, মুটেটা কালা ও হাবা। সে ধরা পড়িলে, সে এই খুন সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারিবে না ; প্রকৃতপক্ষে ঘটনাটা তাহাই হইয়াছে।"

"হাঁ, ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে।"

"খুনটা যে কারণেই হউক, আমরা তাহার উদ্দেশ্যের বিষয় এখন কিছুই জানি না। আমার অনুমান, খুনী রাত্রে এই স্ত্রীলোকের বাড়ীতে আসে, হাবাকে বাহিরের দরজায় রাখিয়া যায় ; স্ত্রীলোকটী ঘুমাইতেছিল, তাহাকে খুন করিয়া তাহারই বাক্সের মধ্যে তাহাকে বন্ধ করে। তাহার পর বাক্সটা আনিয়া দরজায় হাবাকে দেয়। হাবা বাক্সটা লইয়া চলিতে থাকে—আগে আগে খুনী যায়। নিকটেই গাড়ী ছিল, হাবা ধরা না পড়িলে সেই বাক্সটা গাড়ীতে তুলিত ; তাহার পর সহরের বাহিরে কোনখানে গিয়া লাসটা ফেলিয়া আসিত।"

"কতক এই রকমই বোধ হইতেছে। কিন্তু এখন কোন্ সূত্র ধরিয়া কাজ করিলে খুনী ধরা পড়িবে, তাহাই কথা হইতেছে।"

"সূত্র ত আপনাদের হাতেই আছে।"

"কিসে—কি সূত্র আমরা পাইয়াছি ?"

"কেন ? হাবা।"

"সে কথা কহিতে পারে না, তাহার নিকট কিছুই জানিবার সম্ভাবনা নাই।"

"আছে, এই হাবা আকাশ হইতে একেবারে কলিকাতায় পড়ে নাই—সে কোনস্থানে নিশ্চয়ই বাস করিত। সে কোথায় থাকিত, সন্ধান পাইলেই জানা যাইবে, সে কে—কাহার নিকট থাকিত; সুতরাং এই হাবা যে কে, ইহাই প্রথমে জানা আবশ্যক।"

"ইহা সহজ নয়।"

"কঠিনও নয়—এই হাবার নিকট কি পাওয়া গিয়াছে?"

"ইহার ট্যাঁকে তিনটা সিকী, একটা দুয়ানী আর একখানা বড় কয়লা পাওয়া গিয়াছে।"

গোবিন্দরাম ধীরে ধীরে বলিলেন, "কয়লা! হাঁ, কয়লাটা পরে আমাদের অনেক কাজে লাগিবে। এখন আমার পরামর্শ যে, যত শীঘ্র পারেন, ইহাকে ছাড়িয়া দিন্।"

সাহেব বিস্মিতভাবে বলিলেন, "ছাড়িয়া দিব! বলেন কি?"

গোবিন্দরাম মৃদুহাস্য করিয়া বলিলেন, "ইহাতে বিস্ময়ের কথা কি দেখিতেছেন?"

"ইহাকে ছাড়িয়া দিব কি বলিয়া?"

"ছাড়িয়া দিতে বলিতেছি—সঙ্গে সঙ্গে ইহার উপর নজর রাখিতেও বলিতেছি।"

"হাঁ, এখন আপনার মতলব বুঝিয়াছি, তাহা হইলে তাহার অনুসরণ করিলে সে কোথায় থাকে, জানিতে পারিব।"

"নিশ্চয়ই।"

"তবে এ না জানিতে পারে যে, ইহার সঙ্গে লোক আছে।"

"তাহা ত নিশ্চয়—এ রকম লোক আপনার নিকট অনেক আছে। ছদ্মবেশ ধরা আবশ্যক, এক সময়ে আমি এমন ছদ্মবেশ ধরিয়াছি যে, আমার স্ত্রীও আমাকে চিনিতে পারে নাই।"

"তাহা আমরা সকলেই জানি।"

"আচ্ছা, তবে দেখা যাক্, এখন আমাদের কি করা আবশ্যক; একমাত্র ভয় যে, লোকটা আপনার লোকের চোখে ধূলি দিয়া না সরিয়া যায়। তবে পুলিসের যে লোক এরূপ গাধা হইবে, তাহাকে তখনই কর্ম্মচ্যুত করা আবশ্যক। আরও দেখুন, এই হাবা যদি চালাক হয়, তাহা হইলে ভাবিবে যে, পুলিস তাহার সঙ্গ লইয়াছে; এরূপ হইলে এ কথনই বরাবর বাড়ী যাইবে না, অনেক স্থানে ঘুরিবে; ধৈর্য্য থাকিলে অবশেষে ইহার ঠিকানা নিশ্চয়ই জানিতে পারা যাইবে। যাহা হউক, এ লোকটা সম্বন্ধে বোধ হয়, এত গোলযোগ ভোগ করিতে হইবে না—এ হাবা ও কালা, খুব সম্ভব এ বাক্সে কি আছে জানে না, সুতরাং ইহাকে ছাড়িয়া দিলে এ বরাবর নিজের বাড়ীতেই যাইবে। একবার ছাড়া পাইলে এ কোন-না-কোন স্থানে যাইবে—কোথায় যায় দেখুন। তবে আমার বিশ্বাস, এ কলিকাতায় থাকে না।"

"তাহা যদি হয়, এ রেলে কোনখানে যাইতে পারে না—ইহার নিকট টাকা নাই।"

"হাঁ, তবে হাঁটিয়া যাইতে পারে—যেখানেই যাক্, আপনার লোক যেন ইহার সঙ্গ না ছাড়ে। এখন এই পর্য্যন্ত পরামর্শ দিতে পারি; পরে কি ঘটে দেখিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিতে হইবে।"

গোবিন্দরাম উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সাহেবও উঠিলেন।

গোবিন্দরাম বলিলেন, "আমার ছেলে আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। অনুমতি দিন্, তাহার নিকটে যাই।"

সাহেব বলিলেন, "হাঁ, আর আপনার সময় নষ্ট করিব না; তবে আর একটা কথা বলিতে চাই।"

"বলুন।"

"এ বিষয়টার ভার আপনি লইলে ভাল হয়; গভর্ণমেণ্ট এজন্য আপনার উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিবেন।"

"না, অনুগ্রহ করিয়া মাপ করুন। এ কাজ ছাড়িয়া দিয়াছি, আর করিবার ইচ্ছা নাই। তবে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যেটুকু আসে, আমি সর্ব্বদাই সেটুকু সরকারী কার্য্যে দিতে প্রস্তুত আছি। এ বয়সে শারীরিক পরিশ্রম আর চলে না; সুতরাং আর আমাকে এ কার্য্যে নিযুক্ত হইতে বলিবেন না। আপনার পুলিসে অনেক সুদক্ষ লোক আছেন।"

"আপনার মত কেহ নাই।"

"অনুগ্রহ করিয়া প্রশংসা করেন মাত্র। আমি একজনের নাম করিতে পারি, তিনিও সুদক্ষ লোক।"

"কাহার কথা বলিতেছেন?"

"কৃতান্তকুমার।"

"হাঁ, তিনি সুদক্ষ বটে—অনেক বড় বড় মোকদ্দমার কিনারা করিয়াছেন। তবে——"

"তবে কি বলুন? শুনিয়াছি, ডিটেক্‌টিভ কাজে তিনি খুব সুদক্ষ।"

"হাঁ, এ কথা সত্য; তবে তাঁহার উপর আমাদের তত বিশ্বাস বা আস্থা নাই; কারণ তাঁহার প্রকৃত পরিচয় আমরা জানি না; তিনি ঠিক বাঙ্গালী কি না, সন্দেহ আছে। তিনি বলেন, তাঁহার পিতা মাতা পঞ্জাবে ছিলেন।"

"তাঁহার জন্মের সহিত আমাদের সম্পর্ক কি? তিনি কাজের লোক—আমরা ইহাই চাই।"

"কাজের লোক স্বীকার করি।"

"তাহা হইলে তাঁহার উপরেই ভার দিন্।"

"হাঁ, বিবেচনা করিয়া দেখিব; উপস্থিত আপনার পরামর্শ মত কাজ করা যাক্।"

"হাঁ, এখনই হাবাকে ছাড়িয়া দিন্।"

"তাহাই হইবে।"

সাহেব প্রস্থান করিলেন। গোবিন্দরাম সত্বর আসিয়া পুত্রের সহিত মিলিত হইলেন।

এদিকে সাহেব থানায় ফিরিয়া আসিয়াই রামকান্ত শ্যামকান্ত নামক দুইজন পুলিস-কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া তাহাদের কি করিতে হইবে, বিশেষ-রূপে বুঝাইয়া দিলেন। বলিলেন, "যদি কোন গতিকে এ পলাইয়া যায়, তাহা হইলে তোমাদের চাকরী থাকিবে না।"

উভয়েই বলিল, "হুজুর, আমাদের বিশেষ কিছু বলিতে হইবে না।"

সাহেব ইহাদের দুইজনকে বিশেষ বিশ্বাস করিতেন, এইজন্যই এই গুরুতর ভার ইহাদের উপর ন্যস্ত করিলেন। ইহারাও দুইজনে এরূপ কার্য্যভার পাইয়া মনে মনে বড়ই সন্তুষ্ট হইল। মনে মনে একটু গর্ব্বও হইল। এই রামকান্ত ও শ্যামকান্তের কাজ—বড় বড় ডিটেক্‌টিভ দিগকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করা; এবং তাঁহাদের উপদেশ অনুসারে কাজ করা; ছোট্‌খাট কাজ ইহাদের দ্বারা সবই হইয়া থাকে। যাহা হউক, সাহেব এই দুই ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া হাজতে আসিলেন। হাবাকে বাহির করিয়া আনা হইল। সাহেব বলিলেন, "তোমাকে ভুলক্রমে গ্রেপ্তার করা গিয়াছিল; তোমাকে ছাড়িয়া দিলাম, যাও।"

তাহার পর তাহাকে তাহার সেই তিনিটা সিকী, দুয়ানী ও কয়লাখণ্ড দেওয়া হইল। সে কোন কথা কহিল না, হতভম্বের ন্যায় চারিদিকে

চাহিতে লাগিল। একজন পুলিস-কর্ম্মচারী তাহাকে ধাক্কা দিয়া জেল হইতে রাজপথে ঠেলিয়া বাহির করিয়া দিল।

সে পথে দাঁড়াইয়া এদিকে ওদিকে চাহিতে লাগিল। সে কোথায় আসিয়াছে, বোধ হয়, তাহা বুঝিতে পারিল না। কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে ধীরে ধীরে পূর্ব্বমুখে চলিল। কিয়দ্দূর গিয়া আবার দাঁড়াইল; তৎপরে পথিপার্শ্বস্থ একটা বাড়ীর দ্বারদেশে হতাশভাবে বসিয়া পড়িল।

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা সেইখানে বসিয়া রহিল। তৎপরে উঠিয়া পশ্চিমদিকে চলিল। কিছুদূর গিয়া আবার দাঁড়াইল, ব্যাকুলভাবে চারিদিকে চাহিতে লাগিল, আবার ফিরিল। সে ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিয়া জেলের দ্বারে দাঁড়াইল। সে তথা হইতে আর নড়ে না।

রামকান্ত ছুটিয়া গিয়া সাহেবকে সংবাদ দিল, "হারা আবার এখানে ফিরিয়া আসিয়াছে।"

সাহেব বিস্মিত হইলেন। মনে মনে ভাবিলেন, গোবিন্দরামের মতলব আজ খাটিল না। তিনি প্রকাশ্যে বলিলেন, "যাও, আমি এখনই যাইতেছি।"

সাহেব গাড়ীতে উঠিতেছিলেন, এমন সময়ে দেখিলেন, গোবিন্দরাম একটি যুবকের সহিত যাইতেছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। গোবিন্দরাম পুত্রকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া সাহেবের নিকট আসিলেন। সাহেব বলিলেন, "আপনার মতলব খাটিল না?"

"কেন, কি হইয়াছে?"

"হাবাকে ছাড়িয়া দিলে সে এদিক্-ওদিক্ ঘুরিয়া আবার জেলের দরজায় আসিয়াছে।"

"হাঁ, আমিও তাহাই ভাবিতেছিলাম।"

"কি ভাবিতেছিলেন।"

"এ লোকটা কলিকাতার রাস্তা চিনে না। কোথায় কোন পথে যাইবে স্থির করিতে না পারিয়া, আবার যথাস্থানে ফিরিয়া আসিয়াছে।"

"এখন উপায়?"

"উপায় আছে। নিশ্চয়ই লোকটাকে গাড়ী করিয়া এখানে আনা হইয়াছিল।"

"হাঁ, গাড়ীতে।"

"কাজেই সে পথ কিছুই দেখিতে পায় নাই। ইহার অনুসরণ করিতে কাহাকে নিযুক্ত করিয়াছেন?"

"রামকান্ত ও শ্যামকান্ত।"

"ভাল, দুইজনেই সুদক্ষ লোক। এই লোকটাকে হাতী-বাগানের পথে যেখানে গ্রেপ্তার করিয়াছিল, সেইখানে ইহাকে ছাড়িয়া দিন্—সেখানে খুব সম্ভব, লোকটা পথ চিনিতে পারিবে।"

"ইহাতে সন্দেহ করিয়া আরও বদ্‌মাইসী করিতে পারে।"

"যদি এ যথার্থ দোষী হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই এ অবস্থায় ইহার নিকট কিছু অবগত হওয়া অসম্ভব; তবে আমার বিশ্বাস, এ খুনের বিষয় কিছু জানে না, সুতরাং আপনার লোকদের কোন স্থানে না কোন স্থানে লইয়া যাইবে; অন্ততঃ চেষ্টা করিয়া দেখা উচিত। আমি যাইতে পারি? আমার ছেলে অপেক্ষা করিতেছে।"

"আচ্ছা আসুন, আমরা ইহাও একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিব।"

গোবিন্দরাম চলিয়া গেলেন। সাহেবও এই পরামর্শ কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তৎপর হইলেন।

হাবাকে হাতী-বাগানের থানায় লইয়া গিয়া যে দুইজন পাহারাওয়ালা তাহাকে ধরিয়াছিল, তাহাদের দিয়া তাহাকে হাতী-বাগানের রাস্তায় পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

রামকান্ত ও শ্যামকান্ত ছদ্মবেশে—একজন মুটে আর একজন ফিরিওয়ালা সাজিয়া পূর্ব্ব হইতে তথায় উপস্থিত ছিল।

পাহারাওয়ালাদ্বয় হাবাকে ছাড়িয়া দিয়া বলিল, "বাপু, আর যেন আমাদের হাতে পড়িয়ো না—এখন বিদায় হও।"

এই বলিয়া তাহারা তাহাকে যেখানে গ্রেপ্তার করিয়াছিল, ঠিক সেইখানে ছাড়িয়া দিয়া থানার দিকে চলিয়া গেল।

হাবা কিয়ৎক্ষণ পাহারাওয়ালাদ্বয়ের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহারা দৃষ্টির বহির্ভূত হইলে, হাবা এদিক্-ওদিক্ চাহিতে লাগিল, কিন্তু নড়িল না। সে বহুক্ষণ তথায় দাঁড়াইয়া রহিল। রামকান্ত ও শ্যামকান্ত ভাবিল যে, হাবা বোধ হয়, সেখান হইতে আর ইহ জীবনে নড়িবে না।

অবশেষে হাবা উত্তর দিকে চলিল, একটা বাড়ীর প্রাচীরে কি দেখিল, তৎপরে সেই পথ ধরিয়া দ্রুতপদে চলিল।

রামকান্ত ও শ্যামকান্ত দ্রুতপদে তাহার অনুসরণ করিল।

রামকান্ত প্রাচীরটা দেখিয়া মনে মনে বলিলেন, "ও হরি! এই জন্যে ব্যাটা ট্যাঁকে একখানা কয়লা রাখিয়াছিল—পথ চিনিবার জন্য বাড়ীর গায়ে দাগ দিয়াছিল—এখন সে চিনিয়া ঠিক স্বস্থানে যাইতে পারিবে।"

হাবা নানা পথ অতিক্রম করিয়া চলিল। অনেক ঘুরিয়া-ফিরিয়া অবশেষে বাগবাজারে আসিয়া উপস্থিত হইল।

এইস্থানে সে কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া নিকটস্থ একখানা বাড়ীর প্রাচীর বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিতে লাগিল; তাহার পর আবার অগ্রসর হইয়া চলিল।

অবশেষে কলিকাতার প্রান্তভাগে আসিয়া সে একটী প্রাচীর বেষ্টিত বাড়ীর দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। রামকান্ত আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "এতক্ষণে ভায়া আমার যথাস্থানে আসিয়াছে।"

পূর্ব্ব বন্দোবস্ত মত রামকান্ত অগ্রবর্ত্তী হইয়া কিয়দ্দূরে গিয়া দাঁড়াইল, শ্যামকান্ত অপরদিকে রহিল।

পুলিসের সাহেবও ইহাদের দুইজনকে হাবার সঙ্গে দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন নাই। সুবিখ্যাত ডিটেক্‌টিভ-ইন্‌স্পেক্টর অক্ষয়-কুমারকেও ইহার অনুসরণে পাঠাইয়াছিলেন। অক্ষয়কুমার গাড়ী করিয়া হাবার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছিলেন।

হাবা যে বাড়ীর দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল, তাহার দ্বার ভিতর হইতে রুদ্ধ ছিল; সে কড়া নাড়িল। কিন্তু কেহ দরজা খুলিতে আসিল না। তখন সে আরও জোরে ঘন ঘন কড়া নাড়িতে লাগিল; তবুও কেহ উত্তর দিল না।

পার্শ্বে একটা ছোট মুদীর দোকান ছিল। দোকানী মুখ বাড়াইয়া মৃদুস্বরে বলিল, "পাখী উড়ে গেছে—কড়া নেড়ে আর হবে কি, বাপু?"

অক্ষয়কুমার গাড়ী হইতে নামিয়া মুদীর নিকটস্থ হইয়া বলিলেন, "এ বাড়ীটায় কি কেহ নাই?"

মুদী বলিল, "বোধ হয়, কালরাত্রে এ বাড়ীতে যারা ছিল, উঠে গেছে—কই, ঝি-মাগীটাকেও আজ সকাল হইতে দেখিতেছি না।"

"তাহা হইলে লোকটাকে এ কথা বলা ভাল। বেচারা মিছামিছি কড়া নাড়িতেছে।"

"ও নিজেই জানিতে পারিবে। আর আমিও ঠিক জানি না, তাহারা গিয়াছে কি না; ঝি-মাগী বলেছিল বটে যে, তাহার মনিব দেশে যাইবে।"

"যে কড়া নাড়িতেছে, ও লোকটাকে তুমি কি চেন না?"

"না, কই কখনই দেখি নাই।" তাহার পর বিরক্তভাবে বলিল, "বাপু, এত কথায় তোমার দরকারটা কি?"

"বোধ হয়, লোকটা বাড়ী ভুল করিয়াছে।" বলিয়া অক্ষয়কুমার হাবার নিকট আসিলেন। তখনও হাবা কড়া নাড়িতেছিল। অক্ষয়-কুমার পশ্চাৎ হইতে তাহার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিলেন। তখন হাবা চমকিত হইয়া ফিরিল।

অক্ষয়কুমার তৎক্ষণাৎ তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া তাহাকে গাড়ীর নিকটে আনিলেন—একরূপ ঠেলিয়া দিয়া তাহাকে গাড়ীতে তুলিলেন। তাহার পর রামকান্ত ও শ্যামকান্তকে নিকটে আসিতে ইঙ্গিত করিলেন। শ্যামকান্তকে বলিলেন, "গাড়ীতে ইহার পাশে ব'স—দেখিয়ো যেন পলায় না।" তাহার পর রামকান্তকে বলিলেন, "তুমি এই বাড়ীর দরজায় পাহারা থাক। আমি একাকী এই বাড়ীর ভিতরে যাইব; যদি দরজা বন্ধ থাকে, ভাঙ্গিতে হইবে। যতক্ষণ তুমি আমার বাঁশীর শব্দ না শুনিতে পাও, ততক্ষণ ভিতরে যাইয়ো না—এক পা এখান হইতে নড়িয়ো না।" তৎপরে তিনি মুদীর দিকে রুষ্টনেত্রে চাহিয়া শাসাইয়া কহিলেন, "একটী কথা যদি কাহাকে বল, মজা টের পাইবে—আমরা পুলিসের লোক।"

পুলিসের নাম শুনিয়া মুদীর মুখ একেবারে এতটুকু হইয়া গেল। সে ব্যাপার কি দেখিবার জন্য দোকান ছাড়িয়া রাস্তায় আসিয়াছিল, সত্বর

অক্ষয়কুমার বাড়ীটা বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়া দেখিতে লাগিলেন। এটি একটি ছোট একতল বাড়ী—চারিদিকে একটু বাগান আছে। বাড়ীর জানালা সব খোলা রহিয়াছে—কেহ যে এ বাড়ীতে নাই, এমন বোধ হয় না।

তিনি সহজেই প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া বাড়ীর ভিতরের উদ্যানে আসিলেন। খুনের রাত্রে বৃষ্টি হইয়াছিল, এখন কর্দ্দম শুকাইয়া গিয়াছে; কিন্তু কতকগুলি পায়ের দাগ স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন।

তন্মধ্যে কতকগুলি বড় বড় খালি পায়ের দাগ, ও কতকগুলি ভাল জুতার দাগ। এই বড় পা ও ছোট জুতার দাগ পাশাপাশি রহিয়াছে; সব দাগেরই মুখ বাড়ীর দিকে—বাহিরের দরজা হইতে বাড়ীর দরজা পর্য্যন্ত গিয়াছে; তাহাতেই বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, দুইবার এই দুইজন লোক বাহিরের দরজা হইতে বাড়ীর ভিতরে গিয়াছে; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় একবারও ইহাদের বাড়ী হইতে ফিরিয়া দরজায় যাইবার দাগ নাই।

অক্ষয়কুমার ইহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "এটা আশ্চর্য্যজনক সন্দেহ নাই। ইহাতে বোধ হইতেছে, এই বাড়ীর পশ্চাতে একটা অতিরিক্ত দরজা আছে, তাহা দিয়া বাহির হইয়া লোক দুইটা আবার সদর দরজা দিয়া প্রবেশ করিয়াছিল। বড় পায়ের দাগ যে হাবার, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, আর একজন—জুতাওয়ালা—সেই নিশ্চয় খুনী। এই সকল পায়ের দাগের ছাঁচ লওয়া আবশ্যক হইবে। দেখা যাইতেছে, যখন খুনী হাবার সহিত এই বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছিল, তখন দরজা খোলা ছিল; কেহ তাহাদের দরজা খুলিয়া দিতে আসে নাই। আসিলে তাহারও পায়ের দাগ থাকিত। এখন দেখা যাউক, বাড়ীর দরজা বন্ধ না খোলা।"

যাহাতে পায়ের দাগগুলি নষ্ট না হয়, এরূপ সতর্কতার সহিত তিনি বাড়ীর দরজায় আসিলেন। দেখিলেন, দরজা বন্ধ নহে—একটা দরজা অর্দ্ধোন্মুক্ত রহিয়াছে। তিনি গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন, প্রথমে একটি বারান্দা; তাহার পর একটী বড় ঘর—বেশ সু-সজ্জিত; বোধ হয়, রমণীর এটা বসিবার ঘর ছিল। পার্শ্বে একটী অপেক্ষাকৃত ছোট ঘর, এ ঘরটীও বেশ সুসজ্জিত; একপার্শ্বে একখানি সুন্দর পালঙ্ক রহিয়াছে—দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, এটী রমণীর শয়নগৃহ ছিল। এই ঘরে কয়েকটা বাক্স রহিয়াছে। অক্ষয়কুমার দেখিলেন, যেরূপ বাক্সে রমণীর দেহ পাওয়া গিয়াছে, ঠিক সেইরূপ আরও একটী বাক্স এখানে রহিয়াছে। তিনি মনে মনে বুঝিলেন, এই বাক্স দেখিয়াই জানা যাইতেছে, মৃত রমণী এই বাড়ীতেই খুন হইয়াছে।

যে ঘরে তিনি প্রবেশ করিয়াছিলেন, সে ঘরটী মধ্যবর্ত্তী বড় ঘরের দক্ষিণ দিকে স্থাপিত। এখন তিনি বামদিক্‌কার ঘরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, সে ঘরটীও বেশ সাজান। নীচে একখানি সুন্দর কার্পেট পাতা; সেই কার্পেটের উপরে কতকগুলি তাস পড়িয়া আছে। অক্ষয়কুমার বলিলেন, "দেখি, এই তাসের ভিতর ইস্কাবনের টেক্কা আছে কি না।"

তিনি তাসগুলি কুড়াইয়া লইয়া এই কক্ষের পরবর্ত্তী কক্ষে প্রবেশ করিলেন; তথায় যাহা দেখিলেন, তাহাতে চমকিত হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। দেখিলেন, ভাঙা গেলাস, ডিকেণ্টার গৃহতলে চারিদিকে বিক্ষিপ্ত; একপার্শ্বে একখানা কৌচ ছিল, তাহা উল্টাইয়া পড়িয়াছে; দেখিলেই বোধ হয়, দুই বা তদধিক ব্যক্তির এইখানে একটা ঘোরতর যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। অক্ষয়কুমার আপন মনে বলিলেন, "আমি ভাবিতেছিলাম, রমণী নিজ শয়ন-গৃহে খুন হইয়াছে। না, তাহা নহে, যেরূপ

থিতেছি, তাঁহাতে বেশ বুঝিতে পারা যায়, এখানে হত হইয়াছে।
বে তাহার মৃতদেহ দেখিয়া বোধ হয় না যে, সে মৃত্যুকালে আত্মরক্ষা
রিবার জন্য এত চেষ্টা পাইয়াছিল ; অথচ এখানে যে একটা বেশী রকমের
রামারি ঠেলাঠেলি হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই ত রক্তের
গও রহিয়াছে—কিন্তু ছোরা তাহার বুকে বসাইলে এত রক্ত পড়িবার
ম্ভাবনা নাই—অথচ এখানে এইদিকে বরাবর রক্তের দাগ রহিয়াছে ;
াহা হইলে রমণী খুনীর হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য এইদিকে ছুটিয়া
লাইয়াছিল। দেখি, এই দরজা দিয়া কোথায় যাওয়া যায়, রক্ত দরজা
র্য্যন্ত রহিয়াছে।"

এই বলিয়া তিনি সেই দরজা খুলিলেন, তৎপরে বিস্মিতভাবে কয়েক
দ পশ্চাতে হটিলেন। বলিলেন, "একি ! এখানে যে আরও একটা !"

দ্বারের পর রন্ধনগৃহে যাইবার পথ, সেই পথের মধ্যে একটী মৃতদেহ
পুড় হইয়া পড়িয়া আছে—তাহার সর্ব্বাঙ্গ রক্তাপ্লুত।

টী একটী পুরুষের মৃতদেহ—বয়স বোধ হয় পঞ্চাশ বৎসর হইবে—
বল—দীর্ঘ—হৃষ্টপুষ্ট। পরিধানে শান্তিপুরের ভাল কালাপেড়ে ধুতি।
ায়ে একটী ভাল সার্ট, তাহার উপর একটী আলপাকার কোট ;
কাটের পকেট হইতে একটী মোটা সোণার চেন ঝুলিতেছে। চেনেও
ক্ত লাগিয়াছে। তাহার কোঁচা খুলিয়া গিয়াছে, কোটেরও দুই এক স্থান
িঁড়িয়া গিয়াছে। তাহার কপাল ও মস্তক ফাটিয়া গিয়াছে—ক্ষতমুখে
ক্ত জমিয়া কাল হইয়া রহিয়াছে।

অক্ষয়কুমার বলিলেন, "লোকটাকে দেখিতেছি, কেহ সম্মুখ হইতে খুব জোরে লাঠী মারিয়াছে, তাহাতেই মাথাটা ফাটিয়া গিয়াছে। ঘরের যেমন অবস্থা দেখিতেছি, তাহাতে দুইজনে যে খুব একটা মারামারি হইয়াছিল, বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে। লোকটা স্ত্রীলোকের মৃত দেহটা সরাইয়া পরে এই মৃত দেহটাও সরাইবে মনে করিয়াছিল—হাবা ধরা পড়াই সকল গোল হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু একটা বিষয়ে আমি বড় আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছি যে, স্ত্রীলোকটাকে যেমন তাহার অজ্ঞাত-সারে খুন করিয়াছিল, ইহাকে তাহা করে নাই কেন? ইহাকে খুন করিতে রীতিমত দাঙ্গা করিতে হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় এ লোকটা খুন না হইয়া সে নিজেই খুন হইতে পারিত।"

মৃতদেহটা ভাল করিয়া দেখিয়া অক্ষয়কুমার বলিলেন, "লোকটা যে পয়সাওয়ালা লোক, তাহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। বোধ হয়, কোন পল্লিগ্রামের জমীদার; সুতরাং এ লোকটাকে জানিতে অধিক কষ্ট পাইতে হইবে না। ইহাকে চিনিতে পারিলে স্ত্রীলোকটারও সন্ধান হইবে। একটা বিষয় নিশ্চিত যে, পয়সার লোভে এ খুন হয় নাই। ইহার পকেটে এখনও সোণার চেন ঝুলিতেছে—এই বাড়ী হইতেই যে, কোন দ্রব্য কেহ লইয়াছে, তাহাও বোধ হয় না। তাহা হইলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে, সাধারণ চোর-ডাকাতের কাজ নয়।"

তিনি চিন্তিতমনে ধীরে ধীরে বাহিরের দিকে আসিলেন। ভাবিলেন, "এ বাড়ীতে যে দুই-দুইটা খুন হইয়াছে, তাহা কেহই জানে না। আমরা যে এখানে আসিয়াছি, তাহা কেবল মুদী জানে। তাহার মুখ বন্ধ রাখা কঠিন হইবে না। যে খুন করিয়াছে, যে স্ত্রীলোকের লাস লইয়া চলিয়া গিয়াছিল, আর ফিরিয়া আসিতে পারে নাই। যদি গোলযোগ না করা যায়, সে ভাবিতে পারে, আমরা এ খুনের

এখনও সন্ধান পাই নাই; সুতরাং আজ রাত্রে এই লাসটা সরাইবার জন্য সে আসিতে পারে। অন্ততঃ একটু অপেক্ষা করিয়া দেখিতে ক্ষতি কি? এক রাত্রে আর কি অনিষ্ট হইবে? আমি আজ রাত্রে নিজেই এ বাড়ীতে পাহারায় থাকিব।"

মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া তিনি বাহিরে আসিলেন। শ্যামকান্তকে বলিলেন, "তুমি হাবাকে লইয়া থানায় চলিয়া যাও, তাহাকে সাবধানে রাখিতে বলিয়া যত শীঘ্র পার, আর দুইজন লোককে লইয়া এখানে আসিবে—কার্য্যক্ষম লোক আনিবে।"

শ্যামাকান্ত গাড়ীতে উঠিয়া গাড়ী হাঁকাইয়া দিল। রামকান্ত বলিল, "আমায় কি করিতে বলেন?"

অক্ষয়কুমার বলিলেন, "তুমি দূর হইতে প্রচ্ছন্নভাবে এই দরজায় পাহারা থাক।"

"আর উহারা আসিলে?"

"নিকটেই সকলকে পাহারা থাকিতে বলিবে।"

"আপনি?"

"আমি ভিতরে থাকিব। যদি কেহ বাড়ীতে প্রবেশ করে, ভাল—প্রতিবন্ধক দিয়ো না। তোমরা যে পাহারায় আছ, তাহা যেন কেহ জানিতে না পারে।"

"সে কথা বলিতে হইবে না।"

"বেশ, আমি না ডাকিলে বা বংশীধ্বনি না করিলে বাড়ীর ভিতরে যাইয়ো না।"

"বুঝিয়াছি, ইন্দুর ধরিবার কল পাতিতেছেন।"

"কতকটা—দেখি কতদূর কি হয়।"

"এখন সবে সন্ধ্যা—কতরাত্রে আসিবে কে জানে।"

"আসে ত' বেশী রাত্রেই আসিবে। যদি কিছু আহার করিতে চাও, তাহারা আসিলে একজনকে দিয়া খাবার আনিয়া লইয়ো।"

"আর আপনি কি খাইবেন?"

"আমার পক্ষে একরাত্রি আহার না করিলে কিছু আসে-যায় না," বলিয়া অক্ষয়কুমার আবার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতেছিলেন—কি ভাবিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন; বলিলেন, "দরজা থেকে নজর যেন এক মিনিটের জন্যও না যায়—খুব সাবধান! যে আসিবে, সে স্ত্রীলোক হইলেও হইতে পারে।"

রামকান্ত বিস্মিতভাবে বলিলেন, "স্ত্রীলোক!"

"হাঁ, একজন দাসী এ বাড়ীতে ছিল, সে-ও অন্তর্হিত হইয়াছে। সে-ও আসিতে পারে, তবে সম্ভব, সে আসিবে না। আসিলে এই হাবায় মনিব। যে-ই আসুক, যাহা বলিলাম, তাহা করিয়ো—খুব সাবধান।"

"বলিতে হইবে না—খুব সাবধানে থাকিব।"

অক্ষয়কুমার আর কোন কথা না বলিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তখন অন্ধকারটা বেশ ঘনাইয়া আসিয়াছে।

কোথায় লুকাইয়া থাকিবেন, তাহাই তিনি ভাবিতে লাগিলেন। তখন অন্ধকার হইয়াছিল, একটা আলো না হইলে নহে। তিনি দেখিলেন, শয়ন-গৃহে বাতীদানে একটা বাতী রহিয়াছে; তিনি পকেট হইতে দিয়াশলাই বাহির করিয়া সেই বাতীটা জ্বালিলেন।

বংশীধ্বনি করিলে বাহিরে যাহাতে শব্দ যায়, সেইজন্য তিনি একটা জানালা একটু খুলিয়া রাখিলেন। ঘরের দরজাগুলিও খুলিয়া দিলেন। ইহাতে কেহ বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেই তিনি দেখিতে পাইবেন।

এখন তিনি কোথায় লুকাইয়া থাকিবেন, তাহারই সন্ধান লইতে লাগিলেন। দেখিলেন, শয়ন-গৃহের পার্শ্বে কাঠের একটা ছোট ঘর

আছে। অক্ষয়কুমার ভাবিলেন, "এই ঘরটাই লুকাইবার বেশ স্থান—এখানে লুকাইয়া থাকিলে আমি সবই দেখিতে পাইব; অথচ এখানে আমি যে লুকাইয়া আছি, তাহা কেহ সন্দেহ করিবে না।"

এখন ধৈর্য্য ও সাহস বিশেষ আবশ্যক। কতক্ষণে কে আসিবে কি না, তাহার কোন স্থিরতা নাই। দ্বিতীয়তঃ—খুনীর সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করা কম সাহসের কাজ নহে। যে লোকটা দুই-দুইটা খুন করিয়াছে, সে যে আর একটা অনায়াসে করিবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? এই ক্ষুদ্র গৃহে অক্ষয়কুমার নীরবে বসিয়া রহিলেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া যাইতে লাগিল। ক্রমে কলিকাতা সহর নিস্তব্ধতার ক্রোড়ে আশ্রয় লইল—এখনও কেহ আসিল না।

বোধ হয়, রাত্রি বারটার সময়ে কাহার পদশব্দ অক্ষয়কুমারের কর্ণে প্রবেশ করিল। এতক্ষণে তাঁহার পরিশ্রম সার্থক হইল ভাবিয়া, তিনি সোৎসাহে উৎকর্ণ হইয়া রহিলেন।

যথার্থই একব্যক্তি অতি সাবধানে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতেছে। অতি সাবধানে বড়-ঘরে আসিতেছে—ঘর অন্ধকার দেখিয়া সে ধীরে ধীরে বলিল, "বিনোদ—বিনোদ—তুমি কোন্ ঘরে?"

অক্ষয়কুমার বুঝিলেন, এই 'বিনোদ' বিনোদবিহারী নয়—বিনোদিনী। তিনি কষ্টে নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়াছিলেন, পাছে কোন শব্দ হয়; কিন্তু আগন্তুক কোন সন্দেহ করে নাই। কেহ যে লুকাইয়া আছে, তাহা তাহার মনে হয় নাই।

লোকটা ধীরে ধীরে অতি সাবধানতার সহিত শয়ন-গৃহে আসিল। আবার বলিল, "বিনোদ, তুমি কি ঘুমাইয়াছ?"

শয়ন-গৃহের একপার্শ্বে বাতীটা জ্বলিতেছিল, তাহাতে সমস্ত গৃহটা তেমন আলোকিত হয় নাই। অক্ষয়কুমার আগন্তুককে দেখিতে পাইব

নাই—কেবল তাহার পদশব্দ ও কণ্ঠস্বর শুনিয়াছিলেন। এবার সে লোকটী পালঙ্কের দিকে গেল; মশারি সরাইয়া দেখিতে উদ্যত হইল।

অক্ষয়কুমার ভাবিলেন, "এখন কি করা উচিত—ইহাকে ধরা উচিত, না এ কি করে দেখা উচিত? এ যে খুনী, তাহাতে সন্দেহ নাই। দুঃখের বিষয়, এখান হইতে ইহার মুখ দেখিতে পাইতেছি না। এ লোকটা বিনা উদ্দেশ্যে এ বাড়ী আসে নাই। ভাবিয়াছে, আমরা এ বাড়ীর কোন সন্ধান পাই নাই, তাহাই এ লাসটাকে সরাইয়া ফেলিতে আসিয়াছে; আমি এখনই ইহাকে ধরিতে পারি—বাঁশী বাজাইলেই রামকান্ত প্রভৃতি আসিয়া পড়িবে—দেখা যাক্, লোকটা কি করে। এই সময়ে লোকটা শয্যা হইতে মশারি তুলিয়া ফেলিয়া দেখিল; বলিল, "কি মুস্কিল! এত রাত্রে আবার কোথায় গেল? বাড়ীতে কেহ নাই বলিয়াই বোধ হয়। আবার দরজাও খোলা—এ বাতীটাই বা এখানে কে রাখিল?"

এই সময়ে দুর্ভাগ্যবশতঃ অক্ষয়কুমারের নাকে কি একটা পোকা প্রবেশ করিল। তিনি বহু চেষ্টাসত্বেও হাঁচি বন্ধ করিতে পারিলেন না—মহাশব্দে হাঁচিয়া ফেলিলেন।

তিনি প্রকৃতিস্থ হইবার পুর্ব্বেই সেই লোকটা সেই কাঠের ঘরের দ্বারের কাছে আসিল; এবং নিমেষমধ্যে বাহির হইতে শিকল লাগাইয়া দিল, পরক্ষণে দ্রুতপদে গৃহ হইতে পলায়ন করিল।

অক্ষয়কুমার বন্দী হইলেন। তিনি দ্বার অনেক ঠেলাঠেলি করিলেন, কিন্তু কিছুতেই খুলিতে পারিলেন না; সুতরাং সেই লোকটার অনুসরণ করিতে পারিলেন না।

যে ঘরে অক্ষয়কুমার বন্দী হইলেন, সে ঘরটী অপরিসর, কোন জানালা ছিল না, তিনি বংশীধ্বনি করিলে সে শব্দ যে বাহিরে রামকান্ত প্রভৃতি শুনিতে পাইবে, সে সম্ভাবনা অল্পই ছিল। এক চীৎকার করা—

তাহা তিনি প্রথমে সাহস করিলেন না। ভাবিলেন, "নিশ্চয়ই লোকটার নিকট ছোরা বা পিস্তল আছে, সে আমাকে খুন করিতে দ্বিধা করিবে না। দেখা যাক্—অপেক্ষা করিয়া। সেই নিশ্চয়ই শীঘ্র বাড়ী হইতে বাহির হইবে, তখন রামকান্ত প্রভৃতি নিশ্চয়ই তাহাকে ছাড়িবে না।" এইরূপে মনকে প্রবোধ দিয়া অক্ষয়কুমার সেই দুর্গন্ধময় ক্ষুদ্র ঘরটীতে বন্দী রহিলেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া গেল, তবুও কেহ তাঁহার উদ্ধারের জন্য আসিল না।

তখন তিনি উচ্চৈঃস্বরে রামকান্তকে ডাকিতে লাগিলেন; বোধ হয়, এই ক্ষুদ্র গৃহ হইতে তাঁহার স্বর বাহিরে পৌঁছিল না; তাঁহার উদ্ধারের জন্য কেহ আসিল না।

অক্ষয়কুমারের কষ্টের বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন, শারীরিক কষ্ট অপেক্ষা তাঁহার মানসিক কষ্টটা শতগুণ হইয়াছে; তাঁহার এ অবস্থা হইয়াছে, শুনিলে লোকে কি বলিবে? তাঁহার মুখ দেখাইবার উপায় থাকিবে না; একটা বদ্‌মাইস খুনীতে তাঁহাকে এরূপ বোকা বানাইল! যাহা হউক, উপায় নাই। ক্রমে প্রাতঃকাল হইল। ক্ষুদ্র গৃহে আলো প্রবেশ করায় অক্ষয়কুমার বলিলেন, ভোর হইয়াছে। এই সময়ে তিনি শুনিলেন, বাহির হইতে কে ডাকিতেছে, "ইন্‌স্পেক্টর বাবু, আপনি কোথায়?"

অক্ষয়কুমার সেইখান হইতে চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

রামকান্ত লম্ফ দিয়া গৃহের দ্বারে আসিয়া বিস্মিত হইয়া বলিল, "আপনি ইহার ভিতরে!"

অক্ষয়কুমার মহাক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "হাঁ, শীঘ্র শিকল খুল।"

রামকান্ত তৎক্ষণাৎ শিকল খুলিয়া দিল। অক্ষয়কুমার বাহির হইয়া আসিলেন। তিনি প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহাকে ধরিয়াছ ত?"

রামকান্ত বিস্মিত হইয়া বলিল, "কাহাকে ?"

"কাহাকে ! যে এই বাড়ীতে রাত্রে আসিয়াছিল।"

"কেহ ত আসে নাই, বড় সাহেব কেবল একজনকে আপনার কাছে পাঠাইয়াছিলেন, সে আপনার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিল।"

"গাধা—পাগল—" অক্ষয়কুমার আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন।

(বাধা দিয়া) "দুইয়ের একটাও নয়। সত্যই বলিতেছি, আন্দাজ রাত্রি বারটার সময়ে কেবল একজন লোক বাড়ীর ভিতরে ঢুকিয়াছিল।"

"তুমি তাহাকে ধরিলে না কেন ?"

"আপনি বলিয়াছিলেন যে, কাহাকে বাড়ী ঢুকিতে দেখিলে তাহাকে যেন বাধা দেওয়া না হয় ; হুকুম শুনিব—না কি করিব ?"

"হাঁ, তাহা বলিয়াছিলাম বটে ; কিন্তু যখন সে বাহির হইল, তখন তাহাকে ধরিলে না কেন ?"

"বাহির হইলে কি করিতে হইবে, তাহা আপনি বলেন নাই ; কেবল বলিয়াছিলেন, বাঁশী বাজাইলে বাড়ীর ভিতর আসিয়ো—তবুও আমি লোকটাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, সে কে ? তাহাতে সে বলিল, ডিটেকটিভ ডিপার্টমেণ্টের লোক।"

এবার অক্ষয়কুমারের ক্রোধ সীমাতিক্রম করিয়া উঠিল। বলিলেন, "আর তুমি গাধার মত তাহাই বিশ্বাস করিলে ?"

"কেবল কথায় বিশ্বাস করি নাই—সে কার্ড দেখাইয়াছিল।"

"কার্ড দেখাইল ? কিসের কার্ড ?"

"ডিটেক্‌টিভ ডিপার্টমেণ্টের। সে বলিল, সাহেব তাহাকে বিশেষ একটা জরুরী কথা বলিবার জন্য পাঠাইয়াছেন।"

"তোমার মাথা—সে-ই আমাকে আট্‌কাইয়া রাখিয়া গিয়াছিল।" অক্ষয়কুমার আরও ক্রোধান্বিত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, "ইহাকে

গাধা বলে না ত আর কি বলে ? তুমি বিলক্ষণ জান যে, আমরা যে এখানে আসিয়াছি, সাহেব তাহার কিছুই জানেন না—এই বাড়ীতে যে খুন হইয়াছে, তাহাও তিনি অবগত নহেন।”

রামকান্ত বলিল, “আমি ভাবিয়াছিলাম যে, শ্যামকান্ত হাবাকে লইয়া যাওয়ায় সাহেব সকলই জানিতে পারিয়াছেন।”

“তোমার মত পণ্ডিত হইলেই এইরূপ মনে করে—তুমি খুনীকে হাতে পাইয়াও ছাড়িয়া দিলে।”

রামকান্ত বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিল, “বলেন কি—খুনী !”

৮

অক্ষয়কুমার রাগতভাবে বলিলেন, “হাঁ, খুনী। তোমার বুদ্ধির দোষে সে আজ হাতে পড়িয়াও পলাইল। তোমার চাকরীর দফারফা হইয়া গিয়াছে—এমন মূর্খের পুলিসে থাকা উচিত নয়। এই লোকটা কিনা অনায়াসে তোমার চোখে ধূলা দিয়া চলিয়া গেল—লজ্জার কথা—লজ্জার কথা।”

রামকান্ত লজ্জায় মুখ অবনত করিল। তৎপরে বলিল, “হাঁ, আমারই দোষ হইয়াছে—আমি সাত বৎসর পুলিসে কাজ করিতেছি, আর আমার চোখে ধূলা দিয়া গেল ? আমাকে দূর করিয়া দিন্—সত্যই আমি পুলিসে কাজ করিবার উপযুক্ত নই।”

অক্ষয়কুমার বলিলেন, “কার্ডখানার নম্বরটা দেখিলে না কেন ? এখন বল, অত মনে হয় নাই।”

“হাঁ, এ কথাও ঠিক—এ কথাও আমার তখন মনে হয় নাই।”

"চতুষ্পদ বলে আর কাহাকে?"

"যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে—তবে ইহাও আপনি জানিবেন, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যতক্ষণ তাঁহাকে ধরিতে না পারিব, ততক্ষণ আমি নিশ্চিন্ত হইব না। তাহাকে যদি ফাঁসী দিতে না পারি, তাহা হইলে আমার নাম রামকান্ত নয়।"

"তাহাকে তুমি পুনরায় দেখিলে চিনিতে পারিবে?"

"হাঁ, তাহার চোখ দেখিয়া চিনিতে পারিব। হাঁ, চোখ বেশ ভাল করিয়া দেখিয়াছিলাম, তাহার জোড়া ভ্রূ ছিল—তা' ছাড়া তার গলায় একটা লাল কম্ফর্টার জড়ান ছিল।"

"এ সহরে হাজার হাজার লোকে লাল কম্ফর্টার ব্যবহার করে।"

"সে কথা সত্য, তবে এ কথাও বলি, যদি আমি তাহাকে ধরিতে না পারি, তবে আমার নাম রামকান্তই নয়।"

"তোমার নাম রামকান্ত হ'ক্, আর নাই হ'ক্, তাহাতে সরকারের বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। যাক্, তোমার এই প্রথম ভুল হইয়াছে—আমি এবার আর তোমার নামে রিপোর্ট করিব না।"

রামকান্ত এ কথা শুনিয়া আনন্দিত হইয়া বলিল, "তাহা হইলে এবার আমায় মাপ করিলেন?"

"হাঁ, তবে দুটা কথা আছে?"

"বলুন, যাহা বলিবেন, তাহাই করিব।"

"প্রথমতঃ—এ কথা আর দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বলিবে না।"

"আমার মুখ দিয়া একটী কথাও বাহির হইবে না।"

"দ্বিতীয়তঃ—যেরূপে হয়, তুমি এই লোকটাকে খুঁজিয়া বাহির করিবে।"

"নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি ইহাকে খুঁজিয়া বাহির করিব।"

"বাজে কথা কহিয়ো না, আমি কাজ চাই। আর সকলে কোথায়?"

"যেখানে যেখানে তাহাদের পাহারায় রাখিয়াছি, সেইখানেই তাহারা আছে।"

"বেশ যাও, এখানকার থানার ইন্‌স্পেক্টরকে এইখানে নিয়ে এস—এখানে আর একটা লাস আছে।"

"লাস! কোথায়?"

"এই বাড়ীতে রান্নাঘরের পাশে। এবার স্ত্রীলোকের নয়—একটা পুরুষের মৃতদেহ পড়িয়া আছে।"

রামকান্ত বলিল, "তাহা হইলে দু'টা খুন; কি সর্ব্বনাশ! তাহা হইলে লোকটা দু'জনকে খুন করিয়াছে?"

অক্ষয়কুমার বলিলেন, "হাঁ করিয়া থাকিয়া সময় নষ্ট করিয়ো না। থানায় গিয়া ইন্‌স্পেক্টরকে পাঠাইয়া দিয়া কৃতান্ত বাবুর সন্ধানে যাইবে; তাঁহাকেও এখানে চাই।"

"তাহা হইলে কৃতান্ত বাবুও এই তদন্তে থাকিবেন?"

"তোমার এত কথায় কাজ কি? যা' বলিলাম, কর।"

"কাহার সঙ্গে কাজ করিতে হইবে জানা উচিত—সকলের অনুসন্ধানের ধারা এক রকম নয়।"

"তোমাকে কৃতান্ত বাবুর সহিত কাজ করিতে হইবে।"

রামকান্ত দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "সরকারের মাহিনা খাই—আপনি যাহার সঙ্গে বলিবেন, তাহার সঙ্গেই আমি কাজ করিব। তবে গোবিন্দরামের——"

"তিনি এ কাজ ছাড়িয়া দিয়াছেন।"

"জানি, তাঁহার সঙ্গে অনেক দিন কাজ করিয়াছিলাম—তাঁহার মত লোক আর হয় না।"

"তাহা আমরা সকলেই জানি, তোমাকে আর কষ্ট করিয়া বলিতে হইবে না; এখন বাজে বাক্যব্যয় না করিয়া যাহা বলিলাম, সেই কাজে শীঘ্র যাও।"

"এখনই চলিলাম," বলিয়া রামকান্ত সত্বর থানার দিকে চলিল।

রামকান্ত চলিয়া গেলে অক্ষয়কুমার বৈঠকখানার গৃহে আসিয়া বসিলেন। তিনি জানিতেন, যখন খুনী কিম্বা তাহার লোক সন্দেহ করিয়া তাঁহাকে আটকাইয়া গিয়াছে, তখন সে আর এ বাড়ীর দিকে আসিতেছে না। সম্ভবতঃ কাল রাত্রে সে কলিকাতা হইতে পলাইয়াছে। অক্ষয়কুমার আপন মনে বলিলেন, "হাতে পাইয়াও তাহাকে ধরিতে পারিলাম না, গাধা রামকান্তের দোষেই এইটা হইল—এখন গতানুশোচনা বৃথা—ভবিষ্যতে এরূপ আর না হয়, সেজন্য আমাকে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। রামকান্ত বলিল, তাহাকে চিনিতে পারিবে—আর চিনিয়াছে! কি মুস্কিল! আমি কাল তাহার মুখটা একবারও দেখিতে পাইলাম না।"

অক্ষয়কুমার বসিয়া বসিয়া খুনীর কথা ভাবিতেছিলেন। এই সময়ে একখানা গাড়ী আসিয়া দরজায় লাগিল। তিনি উঠিয়া জানালায় গিয়া দেখিলেন, শ্যামবাজার থানার ইন্‌স্পেক্টর আসিয়াছেন। তিনি সত্বর বাহিরে গিয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া আনিলেন। প্রথমেই তাঁহাকে মৃতদেহ যে স্থানে পড়িয়াছিল, সেইখানে লইয়া গেলেন। তিনি মৃতদেহ দেখিবামাত্র বলিয়া উঠিলেন, "এই যে তিনি! কি সর্ব্বনাশ, এমন অবস্থা!"

অক্ষয়কুমার বিস্মিতভাবে বলিলেন, "আপনি কি ইহাকে চিনেন ?"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "ভাল রকমে চিনি, ইনি শ্যামবাজারে থাকেন—গঙ্গারামপুরের জমিদার, দুই দিন হইল, বাড়ী ফিরেন নাই—ইঁহার ছেলে আমাকে ইঁহার নিরুদ্দেশের সংবাদ দেন। আমি ইঁহারই সন্ধান করিতেছিলাম।"

"এই মৃতদেহ যে তাঁহার, এ বিষয়ে আপনার কোন সন্দেহ নাই ?"

"যদিও ইহার সর্ব্বাঙ্গ ফুলিয়াছে, তবুও ইঁহার মুখের চেহারার ত বড় পরিবর্ত্তন হয় নাই। ইঁহার সহিত আমার বেশ আলাপ-পরিচয় ছিল; ইঁহাকে শ্যামবাজারের সকলেই চিনে।"

"খুব বড়লোক ?"

"হাঁ, শুনিয়াছি, লাখটাকার উপর জমিদারীর আয়।"

"নাম কি ?"

"সুধামাধব রায়।"

"ইঁহার কয়টি ছেলে ?"

"দুটী ছেলে—বড়টীর বয়স প্রায় বাইশ বৎসর। যাহা হ'ক্, আমি মনে করিতেছিলাম, ইঁহার সন্ধানের জন্য আমাকে অনেক কষ্ট পাইতে হইবে—একটা কাজ হইল।"

"আপনার কাজ হইল বটে, আমাদের এখনও কিছুই হয় নাই; তবে খুন যেখানে হইয়াছে, যখন সে বাড়ীটা জানা গিয়াছে, তখন খুনীকে ধরা বড় কঠিন হইবে না। দেখা যাক্, কৃতান্তবাবু কি বলেন, তাঁহাকে ডাকাইয়া পাঠাইয়াছি।"

"কৃতান্তবাবু—যিনি সম্প্রতি ডিটেক্‌টিভ-ইন্‌স্পেক্টর হইয়াছেন ?"

"হাঁ, লোকটা ক্ষমতাপন্ন। যতক্ষণ কৃতান্তবাবু না আসেন, ততক্ষণ আমরা কতকটা কাজ করি। আমরা জানিলাম, এই মৃতলোকটি গঙ্গারাম-পুরের জমিদার, নাম সুধামাধব রায়। ইঁহার চরিত্র কিরূপ ছিল ?"

"সাধারণতঃ বড়লোকের যেরূপ হয়।"

"বুঝিয়াছি, এই বাড়ীতে তাঁহার রক্ষিতাটি ছিল—তাহার নাম কি, আপনার জানা উচিত।"

"ঠিক নাম জানি না, তবে একটা যুবতী স্ত্রীলোক মাস-ছয়েক হইতে এই বাড়ীতে আছে জানিতাম।"

"কখনও ইহাকে দেখিয়াছিলেন ?"

"বোধ হয়, দেখিয়া থাকিব—হাঁ, মনে পড়িয়াছে, ঐ পাশে একজন মুদী আছে—সে আমার কাছে নালিশ করিয়াছিল যে, এই বাড়ীতে ইহারা আসা পর্য্যন্ত পাড়ায় বড় গোলমাল হইতেছে। তাহাই আমি অনুসন্ধানে আসিয়াছিলাম, এই স্ত্রীলোকের সঙ্গে দেখাও করিয়াছিলাম। অনুসন্ধানে জানিলাম, খালি-বাড়ী পাইয়া মুদী তাহার অনেক দ্রব্যাদি রাখিত, ইহারা আসিয়া ঐ সকল বাহির করিয়া দেওয়ায়, রাগে থানায় গিয়া নালিশ করিয়াছিল। আমি মুদীকে ধম্‌কাইয়া দিয়াছিলাম।"

"সেই স্ত্রীলোকটিকে দেখিলেই চিনিতে পারিবেন ?"

"বোধ হয় না—অনেক দিন আগে দেখিয়াছিলাম।"

"এই স্ত্রীলোকেরই মৃতদেহ বাক্সের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে।"

"বলেন কি !"

"হাঁ, আপনি তাহার ফটোগ্রাফ দেখিলে তাহাকে হয় ত চিনিতে পারিবেন।"

"আপনার কাছে আছে না কি ?"

"না, আপনাকে আফিসে ডাকাইয়া পাঠাইব। এই মুদীও ইহাকে চিনিতে পারে।"

"নিশ্চয় পারিবে—আমি কেবল তাহাকে একবার মাত্র দেখিয়াছিলাম—মুদীটা নিশ্চয়ই অনেকবার দেখিয়াছে।"

"এ বাড়ীটা কাহার?"

"তাহা ঠিক জানি না—অনুসন্ধান করিব।"

"বাড়ীওয়ালাও ইহাদের বিষয় নিশ্চয় অনেক সন্ধান দিতে পারিবে।"

"খুব সম্ভব।"

"এখন কথা হইতেছে যে, কে ইহাকে খুন করিল—যেই করুক্, অর্থলোভে করে নাই—দামী ঘড়ী, ঘড়ীর চেন এখনও ইহার পকেটে রহিয়াছে। আমি একটা সিদ্ধান্তে আসিয়াছি, তবুও দেখা যাক্, কৃতান্ত বাবু আসিয়া কি বলেন।"

"বোধ হয়, তিনিই এই গাড়ীতে আসিতেছেন।"

গাড়ীর শব্দ শুনিয়া উভয়ে জানালার নিকটে আসিলেন। দেখিলেন, রামকান্ত ও কৃতান্ত বাবু গাড়ী হইতে নামিতেছেন।

রামকান্ত নামিল, কিন্তু কৃতান্তকুমার নামিলেন না। বোধ হয়, রামকান্ত পুনঃ পুনঃ বলায় তিনি গাড়ী হইতে বাহির হইলেন। একখানা মোটা চাদর মুড়ী দিয়া তিনি নামিলেন; তাহার পর সত্বরপদে বাটীমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

অক্ষয়কুমার হাসিয়া বলিলেন, "দেখিলেন, কৃতান্ত বাবুর বেশ একটা নূতন ধাঁচা আছে—বড় সতর্ক।"

১০

রামকান্ত গাড়ী বিদায় দিয়া দাঁড়াইল। কৃতান্তকুমার বৈঠকখানার দিকে চলিলেন। তাঁহার চলিবার ভাব দেখিয়া অক্ষয়কুমার, ইন্‌স্পেক্টরকে বলিলেন, "দেখিতেছেন, পাছে লোক দুইটার পায়ের দাগ নষ্ট হয় বলিয়া কৃতান্ত বাবু কেমন সাবধানে আসিতেছেন—ইঁহার ডিটেক্‌টিভগিরির বেশ একটা স্বাভাবিক গুণ আছে।"

ইন্‌স্পেক্টর হাসিয়া বলিলেন, "বরং বেশী সাবধান—বোধ হইতেছে, যেন কাঁটার উপর দিয়া চলিয়াছেন—অন্ততঃ ইঁহার পায়ের দাগ কিছুতেই পড়িবে না।"

"কৃতান্ত বাবুর এত সাবধান হইবার কোন আবশ্যকতা ছিল না—এখন মাটি শুকাইয়া শক্ত হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, তিনি নিকটস্থ হইলে অক্ষয়কুমার বলিলেন, "আসুন এইদিকে—আগে সকল শুনুন।"

তিনি এতক্ষণ মুখ ঢাকিয়াছিলেন, এখন মাথা হইতে চাদরখানা নামাইলেন। তিনি খর্ব্বকায়—তত সুপুরুষ নহেন—গোঁপ দাড়ী নাই—চক্ষু দুইটি গোল—যেন জ্বলিতেছে। তাঁহাকে দেখিলেই সহজে বুঝিতে পারা যায়, যেন প্রকৃতি দেবী তাঁহাকে নানা বেশ ধারণ করিবার জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন।

কৃতান্তকুমার অক্ষয়কুমারের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ব্যাপার কি?"

অক্ষয়কুমার বলিলেন, "তাহা কি বলিতে হইবে?"

"কতক বুঝিয়াছি——"

"আপনি গাড়ী হইতে নামিতে এত ইতস্ততঃ করিতেছিলেন কেন?"

"আপনার রামকান্তটি প্রকাণ্ড গর্দ্দভ বলিয়া। সে একেবারে আমাকে এই বাড়ীর দরজায় আনিয়াছে; এখন অবধি কতবার এই বাড়ীতে আসিতে হইবে, তাহার ঠিকানা নাই—এখন আমাকে যদি সকলে দেখিতে পায়, চিনিয়া ফেলে, তাহা হইলে——"

হাঁ, বুঝিয়াছি—আপনি শুনিয়াছেন, সেই বাক্সের ভিতরকার মৃত-দেহের বিষয়?"

"হাঁ, শুনিয়াছি—কতক।"

"সাহেব এ তদন্তে আপনাকে সঙ্গে লইতে বলিয়াছেন।"

"এরূপ গুরুতর কাজ গোবিন্দরামকে দিলেই ভাল হইত।"

"তিনি অনেক দিন এ সমস্ত কাজ ত্যাগ করিয়াছেন; তিনিই আপনাকে এ মোকদ্দমায় নিযুক্ত করিতে সাহেবকে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছেন।"

"তাঁহাকে ধন্যবাদ। এখন জিজ্ঞাসা করিতে চাই, আপনারা এ সম্বন্ধে কতদূর কি করিয়াছেন?"

"সংক্ষেপে আপনাকে সকলই বলিতেছি। যে স্ত্রীলোকের মৃতদেহ বাক্সের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে, সে কে তাহা জানিতে পারা যায় নাই। কোথা হইতে হাবা তাহার মৃতদেহ লইয়া গিয়াছিল, তাহা জানিবার জন্য তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, সে এই বাড়ীতে আসিয়াছিল।"

"আমি স্বাধীনভাবে কাজ করিতে পাইব ত?"

"নিশ্চয়।"

"আমি স্বাধীনভাবে আমার মনের মত কাজ করিতে চাই।"

"ইহাতে আমার বাধা দিবার কোন কারণ নাই—আমাদের সকলেরই উদ্দেশ্য এক।"

"আপনি কতদিনে এই খুনীকে ধরিতে পারিবেন, মনে করেন?"

"সম্ভবতঃ একমাসে।"

অক্ষয়কুমার, আর কোন কথা কহিলেন না। কৃতান্তকুমারকে লাস ও বাড়ীটা দেখাইবার জন্য চলিলেন।

তাঁহার কথায় অক্ষয়কুমার যে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা বলিয়া বোধ হয় না। তিনি নিজে বিচক্ষণ সুদক্ষ ডিটেক্‌টিভ—তাঁহার বিশেষ সুখ্যাতি ছিল; আর এই কৃতান্তকুমার নূতন লোক—ইঁহার যে অনন্যসুলভ ক্ষমতা আছে, তাহা অক্ষয়কুমার স্বীকার করেন; তবে উভয়ের পরস্পর সদ্ভাব ছিল না।

সহসা মৃতদেহটা দেখিয়া কৃতান্তকুমার যেন শিহরিয়া উঠিলেন। অক্ষয়-কুমারের তীক্ষ্ণদৃষ্টি তাহা দেখিল। তিনি মৃদুহাস্য করিয়া বলিলেন, "কি কৃতান্ত বাবু, আপনার ন্যায় লোকেও যে লাস দেখিয়া শিহরিয়া উঠে?"

কৃতান্তকুমার হাসিয়া বলিলেন, "ওঃ! সেজন্য নহে—এ বিষয়টা পূর্ব্বে শুনি নাই—এখন দেখিতেছি, সন্ধান সহজেই হইবে। স্ত্রীলোকের মৃত দেহটা কাহার স্থির করা কঠিন বটে, কিন্তু এটি কে জানা কঠিন হইবে না।"

"হাঁ, এ কথা ঠিক—ইনি গঙ্গারামপুরের জমিদার—এই বাড়ীতে ইহার একটী রক্ষিতা স্ত্রীলোক ছিল।"

"ইহার নাম কি জানিতে পারিয়াছেন?"

"হাঁ, সুধামাধব রায়।"

"কিরূপে জানিলেন?"

"ইনি শ্যামবাজার থানার ইন্‌স্পেক্টর—ইনি ইহাকে চিনিতেন।"

কৃতান্তকুমার মৃতদেহটি বিশেষ লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "ঘড়ী আর চেনছড়াটা এখনও রহিয়াছে—সুতরাং অর্থলোভে খুন নয়। ইহার পকেট অনুসন্ধান করা হইয়াছে?"

"হাঁ, পকেটে এই মনিব্যাগটি ছিল—ইহাতে দু'খানা দশ টাকার নোট, আর সাতটা টাকা ছিল।"

"আর কিছু ছিল ?"

"হাঁ, এই চিঠীখানা।"

কৃতান্তকুমার পত্রখানি হাতে লইয়া পড়িলেন ;—

"আজ রাত্রি দশটার সময়ে আমার বাড়ীর দরজা খোলা থাকিবে—আসা চাই—বিনোদিনী।"

কৃতান্তকুমার বলিলেন, "তাহা হইলে জানা যাইতেছে, এই স্ত্রী-লোকের নাম বিনোদিনী।"

অক্ষয়কুমার বলিলেন, "তাহা আমি আগেই জানিয়াছিলাম—কেবল ইহাই নহে, আমি খুনীকেও দেখিয়াছি।"

কৃতান্তকুমার বিস্মিতভাবে বলিয়া উঠিলেন, "কোথায়—কখন ?"

অক্ষয়কুমার বলিলেন, "এইখানে—এই বাড়ীতে—কাল রাত্রে।"

তাহার পর যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তিনি সমস্তই কৃতান্তকুমারকে বলিলেন। কৃতান্তকুমার বিশেষ মনোযোগের সহিত সকল শুনিয়া বলি-লেন, "তাহা হইলে আপনি মনে করেন যে, এই লোকটাই এই দুইটা খুন করিয়াছে ?"

"হাঁ, আমার ইহাই বিশ্বাস।"

"কিন্তু এ লোকটা দুইটা খুন করিতে এক পথ অবলম্বন করে নাই ; একজনের বুকে ছোরা মারিয়াছে—অপরের মাথায় লাঠী মারিয়াছে।"

অক্ষয়কুমার বলিলেন, "আমার অনুমান, খুনী এই বিনোদিনীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া এই জমিদারকে খুন করিবার যড়্যন্ত্র করিয়াছিল—এই লোকটা যখন আহারাদি করিতেছিল, তখন খুনী হঠাৎ আসিয়া আক্রমণ করে, পরে দুইজনে খুব মারামারি হয়, শেষ ইহার মাথায় লাঠী মারায়

মৃত্যু হয়। পরে খুনী, পাছে বিনোদিনী সকল কথা প্রকাশ করিয়া ফেলে এই ভয়ে বিনোদিনীকেও খুন করে—যখন বিনোদিনী ঘুমাইতেছিল, তখন তাহার বুকে ছোরা মারিয়াছিল। তাহার পর খুনীর ইচ্ছা ছিল যে, লাস দুইটা সরাইবে, তাহাই হাবাটাকে আনিয়া তাহার মাথায় লাস-সহ বাক্সটা দিয়াছিল; ভাবিয়াছিল, স্ত্রীলোকের লাসটা সরাইয়া পরে এই লোকটার লাস সরাইবে।"

"তাহা হইলে পুলিস হাবাকে না ধরিলে সে এই লাসটা লইতে আসিত।"

"নিশ্চয়ই।"

"সম্ভব, কিন্তু কথা হইতেছে যে, খুনী নিশ্চয়ই জানিত যে, স্ত্রীলোকটী বাঁচিয়া নাই, তবে সে কাল রাত্রে এখানে আসিয়া তাহাকে ডাকিবে কেন?"

"হয় ত সে স্ত্রীলোকটির নাম বিনোদিনী, সে হয় ত দাসী।"

"সে এই ভদ্রলোকটিকে পত্র লিখিবে কেন?"

"হয় ত কোন কারণে কর্ত্রী নিজের হাতে পত্র লেখে নাই।"

কৃতান্তকুমার আর কোন কথা কহিলেন না। বাহিরের ঘরে আসিয়া তিনি বলিলেন, "এখানে আর কিছু দেখিবার নাই, চলুন।"

অক্ষয়কুমার বলিলেন, "তাহা হইলে আপনি এখন কি করিতে চাহেন?"

"এই পর্য্যন্ত, এখন আপনার লোকদের বলিয়া দিন্ যে, আমি আর এ বাড়ীতে আসিব না।"

"তাহাই হইবে, আপনি যাহাকে ইচ্ছা সঙ্গে লইতে পারেন।"

"ঐ রামকান্ত আর শ্যামকান্তই থাক।"

"তাহাই হইবে—আপনি হাবাকে দেখিতে চাহেন?"

"না, এখন নয়, সময়ে তাহার সহিত দেখা করিব। তাহার দ্বারা আমি যাহা করিতে চাই, আমাকে এখন যদি সে দেখে, তবে সে কাজ পণ্ড হইবে।"

তখন লাস পাঠাইয়া দিয়া সকলে সে বাড়ী পরিত্যাগ করিলেন।

চারিজন পাহারাওয়ালা সেই বাড়ীর পাহারায় নিযুক্ত রহিল।

১১

কৃতান্তকুমার এই খুন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু যে করিতেছেন, বলিয়া বোধ হইল না। তিনি এই ঘটনার পর অধিকাংশ সময়ই বাড়ীতে বসিয়া কাটাইতেন। তাঁহার বাক্স নানা কাগজে পূর্ণ। তিনি একদিন অপরাহ্নে তাঁহার বাক্স হইতে কতকগুলি কাগজ-পত্র বাহির করিয়া বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছিলেন।

এই কাগজ-পত্রগুলি দেখিয়া তিনি মনে মনে বলিলেন, "হাঁ, এতদিনে সমস্ত কাগজ-পত্র ঠিক হইয়াছে; নরেন্দ্রভূষণ রায়ের পুত্রকন্যা ছিল না, তাহার কেবল চারিটি ভগিনী ছিল। নরেন্দ্রভূষণ পঞ্জাবে গিয়া অনেক টাকা উপার্জ্জন করে—প্রায় সাত লক্ষ টাকা রাখিয়া গিয়াছে; এখন সুদে-আসলে অন্ততঃ দশ-এগার লক্ষ টাকা জমিয়াছে। এই সমস্ত টাকাই পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের হাতে রহিয়াছে। ওয়ারিসান না পাওয়ায় টাকা কেহই পায় নাই। নরেন্দ্রভূষণ যখন দেশ হইতে বিদেশে অর্থোপার্জ্জন করিতে যায়, তখন দেশে তাহার চারিটী ভগিনী ছিল। সে সময়ে নরেন্দ্রভূষণের অবস্থা দরিদ্র, প্রায় তাহার চলিত না। নরেন্দ্রভূষণের চারি ভগিনীর মধ্যে দুই জনের কলিকাতায় বিবাহ হয়, অপর দুই জনের সেই দেশেই বিবাহ হয়। অনুসন্ধানে জানিয়াছি যে,

এই চারি ভগিনীর চারিজন ওয়ারিসান আছে—তিনজন স্ত্রীলোক একজন পুরুষ। তাহাদের কেহই এই সম্পত্তির বিষয় অবগত নহে। কারণ এ পর্য্যন্ত কেহই এ সম্পত্তি পাইবার জন্য চেষ্টা পায় নাই। এ অবস্থায় এ চারিজনেই সমভাগে সম্পত্তি পাইবে, কিন্তু যদি ইহাদের মধ্যে তিনজন মরিয়া যায়, তাহা হইলে অবশিষ্ট শেষ যে, জীবিত থাকিবে, সে-ই সমস্ত বিষয় পাইবে। এখন এই কলিকাতায় প্রথমে যে দুই ভগিনীর বিবাহ হইয়াছিল, তাহারই বিষয় দেখা যাউক। নরেন্দ্রভূষণের প্রথমা ভগিনী নয়নতারার পুত্র হরেন্দ্রকুমার, তাহার কন্যা জাহ্নবী—এই জাহ্নবীর সুহাসিনী নামে এক কন্যা আছে। সন্ধানে জানা গিয়াছে, এই কন্যা জীবিতা আছে, তাহার সন্ধানও পাইয়াছি। তাহার পিতা এই সহরে অনেক টাকা উপার্জ্জন করিয়া কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে—সে তাহার মায়ের সহিত বরাহ-নগরে একটা বাগান-বাটীতে থাকে। ইহার সহিত একবার দেখা করিতে হইবে। নরেন্দ্রভূষণের দ্বিতীয়া ভগিনী জীবনতারা—তাহার কন্যা কাত্যায়নী; এই কাত্যায়নীর কন্যার সহিত গোপালের বিবাহ হয়—গোপালের এক নাবালিকা কন্যা আছে। শুনিয়াছি, গোপাল এখন চন্দন-নগরের ষ্টেশনে কাজ করে, তাহার সন্ধানেও যাইতে হইবে। রামকান্তের আসিবার কথা আছে, প্রথমে তাহার সহিত কাজ মিটাইয়া অন্য ব্যবস্থা দেখা যাইবে।"

এইরূপ স্থির করিয়া কৃতান্তকুমার কাগজ-পত্র গুটাইয়া রাখিয়া উঠিলেন। এই সময়ে রামকান্তের আসিবার কথা ছিল। তিনি পোষাক করিয়া তাহার অপেক্ষায় বাহিরে আসিলেন। দেখিলেন, রামকান্ত আসিতেছেন।

রামকান্ত নিকটস্থ হইলে কৃতান্তকুমার বলিলেন, "নূতন কিছু সংবাদ আছে না কি?"

রামকান্ত বলিল, "না, বাড়ীটা খানাতল্লাসী করিয়া আর নূতন কিছুই জানিতে পারা যায় নাই।"

"কোন কাগজ-পত্র পাওয়া যায় নাই?"

"না, তবে একখানা খাম পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে লেখা শ্রীমতী বিনোদিনী দাসী।"

"সেটা কোথায়?"

"অক্ষয় বাবুর কাছে—তিনি আপনাকে দেখাইবেন বলিয়া নিজে রাখিয়াছেন।"

"বাড়ীটা কাহার জানা গিয়াছে?"

"হাঁ, বহুবাজারের একটি ভদ্রলোকের।"

"মুদীর কাছে কিছু জানিতে পারিয়াছ?"

"সে বলে সুধামাধব বাবু স্ত্রীলোকটিকে রাখিয়াছিলেন; তাহা সে দাসীর নিকটে শুনিয়াছিল।"

"আর কাহাকেও এ বাড়ীতে আসিতে দেখিয়াছে?"

"হাঁ, আর একটি যুবককে মাঝে মাঝে আসিতে দেখিয়াছে।"

"কে সে?"

"তাহা বলিতে পারে না।"

"আর কেহ আসিত?"

"হাঁ, আর একজন, কয়দিন আগে আসিয়াছিল।"

কৃতান্তকুমার গম্ভীরমুখে বলিলেন, "এই লোকটাই খুনী।"

রামকান্তও সোৎসাহে বলিল, "এই লোকটাই পুলিসের লোক বলিয়া পরিচয় দিয়া আমার চোখে ধূলি দিয়াছিল।"

"হাঁ, এই লোকটাকেই খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। চারিদিকে নজর রাখ, কখনও চোখে পড়িতে পারে।"

"ধরিতে পারিলে হাজার টাকা পুরস্কার আছে—তাহার জন্য নহে; ইহার জন্য আমার চাকরী গিয়াছিল, সেইজন্যই ইহাকে ধরিব।"

"তুমি এই জমিদারের সন্ধান লইয়াছিলে?"

"হাঁ, সকলেই তাঁহাকে বড় ভাল লোক বলিয়া জানিত। তাঁহার আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব কেহই জানিত না যে, তাঁহার বাগবাজারে সেই বাড়ীতে এই রক্ষিতা স্ত্রীলোকটী ছিল।"

"ইহাতে বোঝা যাইতেছে যে, লোকটা অনেক রাত্রে এই স্ত্রীলোকের বাড়ীতে একাকী আসিত। যাক্, আজ এই পর্য্যন্ত, আমি এখন একটু ব্যস্ত আছি।"

"তাহা হইলে আমার উপর কি হুকুম?"

"না, আপাততঃ বেশী কিছু বলিবার নাই, সেই লোকটাকে ধরিবার চেষ্টা কর, আর আর যাহা করিতে হয়, আমি করিব। অক্ষয়কুমারকে বলিয়া, আমি একটা—একটা কেন, দুইটা সূত্র পাইয়াছি; শীঘ্রই তাঁহার সঙ্গে দেখা করিব।"

রামকান্ত বিদায় হইতেছিল, সহসা দাঁড়াইয়া বলিল, "আমি আপনাকে একটা কথা বলিতে ভুলিয়াছি, অক্ষয় বাবু হাবাকে কথা কহিতে শিখাইতেছেন।"

কৃতান্তকুমারও গমনে উদ্যত হইয়াছিলেন, "কি!" বলিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন।

রামকান্ত বলিল, "একটি লোককে দিয়া তিনি হাবাকে ইসারায় কথা কহিতে শিখাইতেছেন।"

কৃতান্তকুমার মৃদুহাস্য করিলেন; হাসিয়া বলিলেন, "কত বৎসরে এ কাজ হইবে?"

"বোধ হয়, অধিক দিন লাগিবে না—হাবা বেশ শিখিতেছে।"

"মন্দ নয়, কিন্তু তাহার কথা কহিবার ঢের পূর্ব্বেই আমরা কাজ উদ্ধার করিতে পারিব।"

এই বলিয়া তিনি অগ্রসর হইয়া গাড়ী ডাকিলেন। গাড়ী নিকটস্থ হইলে তন্মধ্যে উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, "বরাহ-নগর।"

গাড়োয়ান বলিল, "বাবু, ভাড়া ?"

কৃতান্তকুমার বলিলেন, "ভয় নাই, সন্তুষ্ট করিব।" কৃতান্তকুমার ব্যয়কুণ্ঠ ছিলেন না, গাড়োয়ানেরা প্রায় সকলেই তাঁহাকে চিনিত। গাড়োয়ান আর কিছু না বলিয়া গাড়ী হাঁকাইল।

যথাসময়ে গাড়ী বরাহ-নগরে আসিয়া একটা সুন্দর উদ্যানের সম্মুখে দাঁড়াইল। ঐ উদ্যানের মধ্যে একটি সুন্দর অট্টালিকা, ছবির মত বাগানটি ও বাড়ীটি—দুই-ই হাসিতেছে।

কৃতান্তকুমার গাড়ী হইতে নামিলেন; গাড়োয়ানকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া উদ্যান মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

বাগানের দ্বার অবধি সুন্দর রাস্তা বাড়ীর দরজা পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই পথের দুই পার্শ্বে নানা রকম ফুলের গাছ; অনেক গাছে ফুল ফুটিয়াছে। কৃতান্তকুমার ভাবিলেন, "ইহাদের অনেক টাকা, তবুও দেখা যাক্, নরেন্দ্রভূষণের সম্পত্তি সম্বন্ধে কি বলে ? টাকা এমনই জিনিষ—হাজার থাকিলেও লোকে আরও চায়।"

তিনি বাড়ীর দরজায় আসিলে একজন ভৃত্য তাঁহার নিকটস্থ হইল। তিনি তাহাকে বলিলেন, "আমি কর্ত্রী ঠাকুরাণীর সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছি; শীঘ্র সংবাদ দাও—বল যে, তাঁহার কন্যার সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথা আছে।"

"বসুন, সংবাদ দিতেছি," বলিয়া ভৃত্য তাঁহাকে একটি সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে লইয়া বসাইল।

কিয়ৎক্ষণ পরে পার্শ্ববর্ত্তী দ্বার খুলিয়া গেল। কৃতান্তকুমার বিস্মিত হইয়া দেখিলেন, এক সুপুরুষ, বলিষ্ঠ যুবক সেই দ্বার পথে তথায় আগমন করিলেন। তিনি নিকটস্থ হইয়া বলিলেন, "মহাশয় কি কর্ত্রী ঠাকুরাণীর সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন ?"

"হাঁ, একটু বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা আছে ?"

"তিনি আমাকে আপনার নিকট পাঠাইলেন—কি বলিবার আছে, বলুন।"

"আপনি কে, অনুগ্রহ করিয়া বলিবেন কি ?"

"আমার নামে বোধ হয়, আপনার কোন প্রয়োজন নাই—তবে এই পর্য্যন্ত জানুন যে, শীঘ্রই আমি তাঁহার জামাতা হইব।"

১২

কৃতান্তকুমার সসম্ভ্রমে মস্তক অবনত করিলেন; মনে মনে বলিলেন, কি আপদ্! ইহারই মধ্যে জামাই ঠিক হইয়া গিয়াছে—তৎপর না হইলে সমস্ত পণ্ড হইবে, দেখিতেছি।"

যুবক বলিলেন, "এখন শুনিলেন যে, আমার সহিত এই বাড়ীর কর্ত্রী ঠাকুরাণীর কি সম্বন্ধ; তাহাই বলিতেছি, আপনার কি কথা আছে, তাহা আপনি আমাকে অনুগ্রহ করিয়া বলিতে পারেন।"

কৃতান্তকুমার কোন কথা না কহিয়া যুবকের আপাদমস্তক পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। তিনি যে ভাবে চাহিতেছিলেন, তাহা যে নিতান্ত অসভ্যতা, বোধ হয়, তাহা তিনি নিজেই বুঝিতেছিলেন।

তাঁহার ভাবে বিরক্ত হইয়া যুবক আবার বলিলেন, "মহাশয়, আপনি যে অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, আপনি কি এখানে আমার চেহারা

দেখিতে আসিয়াছেন? তবে ইহাও জানিয়া রাখুন, আমি অসভ্যতা প্রায়ই মাপ করি না।"

কৃতান্তকুমার নিতান্ত বিনীতভাবে বলিলেন, "আমি যদি কিছু অন্যায় করিয়া থাকি, আমাকে মাপ করিবেন; আমি যে এরূপভাবে আপনার দিকে চাহিতেছিলাম, তাহার কারণ আছে; আমার বোধ হইতেছিল যে, আমি আপনাকে যেন পূর্ব্বে কোথায় দেখিয়াছি। আপনাকে কোথায় দেখিয়াছি, তাহাই ভাবিতে ভাবিতে অন্যমনা হইয়াছিলাম, বলিয়াই আপনার কথার উত্তর দিতে বিলম্ব হইয়াছে—ক্ষমা করিবেন।"

যুবক বলিলেন, "আমার মনে হয় না যে, আপনার সঙ্গে আমার আর দেখা হইয়াছিল। আমার নাম সুরেন্দ্রনাথ—আমি ওকালতি করি; গোবিন্দরাম বাবুর নাম শুনিয়া থাকিবেন—তিনি আমার পিতা।"

কৃতান্তকুমার বলিলেন, "এখন দেখিতেছি, আমার ভুল হইয়াছে, আপনার সহিত পূর্ব্বে আমার কখনও পরিচয় হয় নাই; হয় ত আপনার চেহারার মত আর কাহাকেও দেখিয়া থাকিব। কর্ত্রী ঠাকুরাণীর সহিতই আমার কথা ছিল, যখন তাঁহার নিকট বলিতে পারিতেছি না, তখন থাক্—অনর্থক আপনাকে কষ্ট দিলাম, কিছু মনে করিবেন না।"

এই বলিয়া কৃতান্তকুমার বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গাড়ীর দিকে চলিলেন। সুরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে প্রতিবন্ধক দিলেন না। তবে তাঁহার ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইলেন।

কৃতান্তকুমার গাড়ীতে উঠিয়া কোচ্‌ম্যানকে বলিলেন, "একদম্ হাবড়া ষ্টেশনে যাও।"

কোচ্‌ম্যান্ গাড়ী হাঁকাইয়া দিল।

গাড়ীতে বসিয়া কৃতান্তকুমার মনে মনে বলিলেন, "কি বিষম গোলযোগের ভিতরেই গিয়া পড়িতেছি। এ দেখিতেছি, আমাদের

গোবিন্দরামেরই ছেলে। আর এ বিবাহ করিতে যাইতেছে, নরেন্দ্রভূষণের একজন উত্তরাধিকারিণীকে? আর এই সুরেন্দ্রনাথকে আমি নিশ্চয়ই পূর্ব্বে কোথায় দেখিয়াছি, কোথায়—গোবিন্দরামের বাড়ী? সেখানে ত জীবনে আমি কখনও যাই নাই; তবে কোথায়? এখন মনে হইতেছে না, এ বিষয়টাও সন্ধান লইতে হইতেছে।"

তাহার পর তিনি আবার ভাবিলেন, "যাহাই হউক, নরেন্দ্রভূষণের এই ওয়ারিসানের সহিত কথাবার্ত্তা কহিবার উপায় কি? আজ ত দেখা করিল না, তখনও কি করিবে? যদি আমি এই দুইটি স্ত্রীলোক—মাতা ও কন্যার কাছে কোন প্রস্তাব করি, তাহা হইলে ইহারা এই সুরেন্দ্রকে বলিবে—সুরেন্দ্র গিয়া তাঁহার পিতা গোবিন্দরামকে বলিবে—তাহা হইলে সেই বুড়ো-ময়না সকলই বুঝিতে পারিবে। না, আমাকে অন্য উপায় দেখিতে হইবে। আজ থাক, আর একদিন আসিয়া ইহাদের বাড়ীটা ভাল করিয়া দেখিতে হইবে—এখন আর বিলম্ব করিলে চলিবে না। এখন আর এক ওয়ারিসানকে দেখা যাক্, তাহার মা নাই—বাপ আছে। সন্ধান পাইয়াছি, তাহার বয়স অধিক নয়। দেখা যাক্, ইহার বাপকে প্রথমে—সেই সম্পত্তির কথা সে কিছু জানে কি না?"

অক্ষয়কুমার কি পুলিসের সাহেব যদি কৃতান্তকুমারের এই সকল কথা শুনিতে পাইতেন, তাহা হইলে তাঁহারা নিশ্চয়ই বিস্মিত হইতেন; কারণ তাঁহারা তাঁহার উপর খুনের তদন্তের ভার দিয়াছিলেন, তিনিও স্বীকার করিয়া বলিয়াছিলেন যে, এক মাসের মধ্যে খুনীকে ধরিয়া দিবেন; অথচ দেখা যাইতেছে যে, কৃতান্তকুমার অন্য বিষয় লইয়াই মহাব্যস্ত আছেন—খুনের বিষয় একবারও ভাবিতেছেন না। খুন সম্বন্ধে রামকান্তের সহিত কথা কহা ব্যতীত আর কিছুই করিতেছেন না।

তবে কৃতান্তকুমারের উপর তাঁহাদের খুবই বিশ্বাস আছে। গোয়েন্দা-গিরিতে তাঁহার অত্যদ্ভুত ক্ষমতা যে আছে, তাহা তাঁহারা বেশ জানেন; অপরাধীকে ধৃত করা সম্বন্ধেও তাঁহার প্রথা নূতন, সুতরাং তাঁহারা নিশ্চিন্ত ছিলেন। বিশ্বাস ছিল, কৃতান্তকুমার যাহা বলিয়াছেন, তাহা করিবেন, এক মাসের মধ্যে খুনীকে অবশ্যই ধরিয়া আনিবেন।

গাড়ী হাবড়া ষ্টেশনে আসিলে কৃতান্তকুমার চন্দননগরের একখানা টিকিট কিনিয়া ট্রেণে উঠিলেন। যথা সময়ে ট্রেণ চন্দননগর ষ্টেশনে উপস্থিত হইল; কৃতান্তকুমার গাড়ী হইতে নামিয়া প্ল্যাটফর্ম্মে দাঁড়াইলেন।

গাড়ী ষ্টেশন ছাড়িয়া চলিয়া গেলে এবং অন্যান্য যাত্রিগণ ষ্টেশন হইতে বাহির হইয়া গেলে, তিনি একজন রেলের জমাদারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে গোপাল বলিয়া কোন লোক কাজ করে?"

সে বলিল, "গোপাল! কোন্ গোপাল?"

"এই রেলে—এই ষ্টেশনে সে কাজ করে।"

"এক গোপাল পয়েণ্টম্যান্ আছে।"

"হাঁ, হাঁ—সেই-ই।"

"ঐ ডিষ্ট্যাণ্ট সিগ্‌নাল গুম্‌টীতে সে থাকে।"

"বটে, এই লাইনের উপর দিয়া যাইব?"

"পাশ দিয়া যান্। গোপালকে আপনার কি দরকার?"

"সে আমাদের দেশের লোক।"

জমাদার আর কোন কথা না কহিয়া অন্য কাজে চলিয়া গেল। কৃতান্তকুমার লাইনের উপর দিয়া দূর গুম্‌টীর দিকে চলিলেন।

কিয়দ্দূর আসিয়া কৃতান্তকুমার দেখিলেন, একটি দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা হাতে করিয়া কি লইয়া গুম্‌টীর দিকে যাইতেছে। কৃতান্তকুমার মনে মনে বলিলেন, "এইটী-ই সে-ই—বাবার জন্য কিছু খাবার লইয়া যাইতেছে।

কে ভাবিবে যে, পয়েণ্টম্যানের মেয়েটি প্রায় পাঁচ লাখ টাকার মালিক? কেন, পাঁচ লাখ টাকা কেন? যদি বরাহ-নগরের মেয়েটি হঠাৎ মরিয়া যায়, তাহা হইলে এই মেয়েটি সমস্ত সম্পত্তি পাইবে; তবে ইহার বাপ গোপাল নিশ্চয়ই এ বিষয়ের কিছুই জানে না—জানে কি না জানে, তাহা প্রথমে দেখা আবশ্যক।"

এই বলিয়া তিনি দ্রুতপদে চলিলেন। তাঁহার ইচ্ছা যে, তিনি বালিকাকে গিয়া ধরিবেন; কিন্তু বালিকাও দ্রুতপদে চলিতেছিল, বিশেষতঃ লাইনের উপর দিয়া সে সর্ব্বদাই গমনাগমন করিত, সুতরাং এ কার্য্যে সে বিশেষ অভ্যস্ত হইয়াছিল, এইজন্য কৃতান্তকুমারের সাধ্য নাই, তাহাকে ধরিতে পারেন। মেয়েটি প্রথমেই গুম্‌টী ঘরের দ্বারে পৌঁছিল। গোপাল তাহাকে দেখিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। কন্যার হাত হইতে খাবার নামাইয়া লইয়া, তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া বারংবার তাহার মুখচুম্বন করিল। সংসারে গোপালের এই মেয়েটি ব্যতীত আর কেহ ছিল না, এই মেয়েটি তাহার সংসারের একমাত্র বন্ধন—ভালবাসার একমাত্র আধার এবং তাহার নয়নের তারা ছিল।

সহসা গোপালের দৃষ্টি কৃতান্তকুমারের প্রতি পড়িল। এতদূরে এই গুম্‌টিতে কোন ভদ্রলোক আসিত না; কৃতান্তকুমারের বেশভূষা বড়লোকের ন্যায়, গোপাল বিস্মিত হইল, কন্যাকে তথায় রাখিয়া কয়েক পদ তাঁহার দিকে অগ্রসর হইল।

কৃতান্তকুমার গোপালের নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিলেন, "তোমার নাম গোপাল—আর ঐটি বুঝি তোমার কন্যা?"

গোপাল একটু বিস্মিতভাবে বলিল, "হাঁ, আপনার কি আমার কাছে কিছু দরকার আছে?"

"হাঁ, এই মেয়েটি ঠিক ইহার মা'র মত দেখিতে হইয়াছে।"

"ইহার মাকে কি আপনি চিনিতেন?"

"না, দুই-একবার দেখিয়াছিলাম মাত্র, তবে তোমার শাশুড়ীকে আমি চিনিতাম।"

"আপনাকে আমি কখনও দেখি নাই; আপনি কি জন্য আসিয়াছেন?"

"আমি ভাবিয়াছিলাম যে, তোমার কন্যা একটা সম্পত্তির ওয়ারিসান হইতে পারে।"

গোপাল ম্লানহাসি হাসিয়া বলিল, "আমাদের মত গরীব আবার কবে কাহার ওয়ারিসান হয়?"

"তোমার শাশুড়ীর মা'র নাম কি ছিল, তিনি কাহার কন্যা জান?"

"আমার স্ত্রী যখন ছেলেমানুষ, তখন তিনি মরিয়া গিয়াছিলেন—আমি তাঁহাদের বিষয় কিছু জানি না।"

"হাঁ, আমারই ভুল হইয়াছে, আমি যাহার কথা ভাবিতেছিলাম, তবে সে অন্যলোক——"

এই সময়ে দূরে বংশীধ্বনি হইল। গোপাল বলিয়া উঠিল, "কলিকাতার গাড়ী আসিয়াছে, আমাকে পয়েণ্ট ঠিক করিতে হইবে—আমি চলিলাম," বলিয়া সে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া গিয়া পয়েণ্ট সবলে চাপিয়া ধরিল; পয়েণ্টের উপরের লৌহচক্রখানা ঘুরিয়া ডিষ্ট্যাণ্ট সিগ্‌ন্যালের সাদা পাখা বাহির হইল।

গোপাল যেরূপভাবে দাঁড়াইয়া পয়েণ্ট ধরিয়াছিল, তাহাতে তাহার পশ্চাদ্দিক্ কৃতান্তকুমারের দিকে পড়িয়াছিল, সুতরাং গোপাল তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছিল না।

কৃতান্তকুমারও ভাবিলেন যে, ইহার নিকটে আর কিছু জানিবার নাই—সুতরাং এখানে আর অপেক্ষা করা বৃথা। সেই সময়ে তিনি

দেখিলেন, গোপালের কন্যা অনেক দূরে—ষ্টেশনের দিকে গিয়াছে। লাইনের ধারে অনেক বনফুল ফুটিয়াছে, বালিকা তাহাই আগ্রহের সহিত কুড়াইতেছিল। এই বালিকার নাম লীলা।

লীলাকে দেখিলে গরীব পয়েণ্টম্যানের কন্যা বলিয়া বোধ হয় না—প্রকৃতই সে দেখিতে বড় সুন্দর; তবে অযত্নে তাহার অপরূপ রূপ ভস্মাচ্ছাদিত অনলের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। প্রস্তৃত কৃষ্ণকেশভার পৃষ্ঠ ও স্কন্ধ ঢাকিয়া বিসর্পিত!

কৃতান্তকুমার লীলার রূপে ও সরলতায় মুগ্ধ হইয়াই হউক, আর যে কারণেই হউক, তাহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন; পকেট হইতে মনিব্যাগ বাহির করিয়া একটী টাকা তাহাকে দিতে গেলেন; লীলা মাথা নাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইল; সে গরীবের কন্যা বটে—ভিখারী নহে।

কৃতান্তকুমার যেন দুঃখিত হইয়া, ব্যাগটী পকেটে রাখিলেন; কিন্তু ব্যাগটীর মুখ যে বন্ধ করেন নাই, তাহা বোধ হয়, জানিতে পারেন নাই; কতকগুলি টাকা লাইনের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়া গেল। তিনি বোধ হয়, ইহাও জানিতে পারিলেন না। তিনি সত্বরপদে লাইনের উপর দিয়া ষ্টেশনের দিকে চলিলেন।

লীলা টাকা পড়িতে দেখিয়াছিল, তাহাই বলিয়া উঠিল, "বাবু—বাবু।" কিন্তু কৃতান্তকুমার তাহার কথাও বোধ হয়, ব্যস্ততাপ্রযুক্ত শুনিতে পাইলেন না। সেইরূপ দ্রুতপদে ষ্টেশনের দিকে চলিতে লাগিলেন।

তখন লীলা সত্বর লাইনের উপরে আসিয়া টাকাগুলি কুড়াইতে লাগিল। টাকাগুলি কুড়াইয়া, ছুটিয়া গিয়া কৃতান্তকুমারকে দিবে, ইহাই তাহার ইচ্ছা।

১৩

তখন পশ্চিম গগন-প্রান্তে রক্তবর্ণ সূর্য্য নীরবে প্রশান্ত ধরণীবক্ষে স্বর্ণধারা বর্ষণ করিতেছিল। পশ্চাতে যে একখানা ট্রেণ আসিতেছে, টাকা কুড়াইতে গিয়া লীলা তাহা ভুলিয়া গিয়াছিল; সে সর্ব্বদা পিতার নিকট গুমটীতে থাকিত, সুতরাং কখন কোন্ গাড়ী কোন্ দিক্ হইতে আসিবে; তাহা সে সব জানিত। দূরস্থ গ্রামের নিরীহ লোকেরা গাড়ীর সময় জানিতে হইলে তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিত; সুতরাং গাড়ী আসিবার সময় হইলে সে কখনও লাইনের উপর থাকিত না; কিন্তু আজ টাকা কুড়াইতে গিয়া সে গাড়ীর কথা একেবারে ভুলিয়া গেল।

গাড়ী দূরে দেখা দিয়াছে, মহাশব্দে শন্ শন্ করিয়া ঝড়ের বেগে ছুটিয়া আসিতেছে; ডাকগাড়ী—চন্দননগরে থামিবে না—একেবারে কলিকাতায়। ড্রাইভারও ক্ষুদ্র লীলাকে দেখিতে পায় নাই, দূর হইতে পয়েণ্টে শ্বেত মার্কা দেখিয়াছে, সুতরাং রাস্তা পরিষ্কার আছে; তবুও নিশ্চিত হইবার জন্য সে ইঞ্জিন হইতে মুখ বাড়াইয়া দেখিয়াছে যে, পয়েণ্টম্যান ঠিক নিয়ম মত পয়েণ্ট ধরিয়া আছে।

পয়েণ্টম্যান আট-দশ টাকা মাসিক বেতন পায় বটে—কিন্তু তাহার উপর কত জনের যে প্রাণ নির্ভর করে, তাহা কয়জন ভাবিয়া দেখেন? তাহার একটু ভ্রম হইলে সমস্ত ট্রেণখানি এক নিমেষে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইতে পারে—শত শত লোক অকালে প্রাণ হারাইতে পারে।

গোপাল বহু বৎসর রেলে পয়েণ্টম্যানের কাজ করিতেছে, এ পর্য্যন্ত তাহার কখনও ভুল হয় নাই; যখন সে পয়েণ্ট ধরিত, তখন সে জগৎ-সংসার সব ভুলিয়া যাইত, এমন কি, তাহার প্রাণের লীলাকেও ভুলিত;

তাহার প্রাণ মন অস্তিত্ব সমস্ত যুগপৎ পয়েণ্ট ও গাড়ীতে সমস্ত সন্নিবিষ্ট হইয়া যাইত; এই দুইটার মধ্যে সে নিজেকেও একেবারে হারাইয়া ফেলিত—তাহার আর অন্য জ্ঞান থাকিত না। গাড়ী নিরাপদে চলিয়া গেলে সে নিঃশ্বাস ছাড়িয়া সর্ব্বদা ভগবানের নাম করিত।

আজ পয়েণ্ট ধরিয়া মুহূর্ত্তের [illegible] তাহার মন বিচলিত হইল। তাহার মনে মুহূর্ত্তের জন্য লীলার কথা উদয় হইল, সে কোথায়—লাইনের উপর নাই ত? গাড়ী আসিবার সময়ে সে কখনও লাইনের উপর থাকিত না। গোপালের অপেক্ষা গাড়ীর সময় তাহার আরও বেশী মুখস্থ ছিল; সুতরাং গোপাল জানিত যে, লীলা কখনই এখন লাইনের উপর নাই, তবুও গোপালের মন কেন বিচলিত হইল, সে মুখ ফিরাইয়া দেখিল; কৃতান্তকুমার দূরে ষ্টেশনের দিকে যাইতেছেন—আর লীলা লাইনের উপর দিয়া তাঁহার পশ্চাতে ছুটিতেছে— পশ্চাতে যে গাড়ী আসিতেছে, সে জ্ঞান তাহার নাই।

গোপালের হৃদয় হৃদয়ের মধ্যে বসিয়া গেল। শেষে বুঝিল, আর এক মুহূর্ত্তে তাহার নয়নতারা হৃদয়ের আলো লীলা গাড়ীর নীচে পড়িয়া পেষিত হইবে।

গোপালের নিকট হইতে গাড়ী আর একশত হাতও দূরে নাই—আর অপর দিকে পয়েণ্ট হইতে দুই শত হাত দূরে লীলা লাইনের উপর দিয়া ছুটিতেছে—গাড়ীর কথা তাহার একেবারেই মনে নাই। সে ছুটিতেছে, আর মধ্যে মধ্যে অবনত হইয়া লাইনের ভিতর হইতে কি কুড়াইয়া লইতেছে। তাহার কেশদাম বায়ুভরে উড়িয়া মুখের উপর পড়িতেছে। একহাতে কেশ সরাইয়া, কখন বা তাহা ধরিয়া হেঁট হইয়া অপর হাতে টাকা তুলিতেছে; বরাবর বহুদূর পর্য্যন্ত এইরূপ টাকা ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

মহাবেগে মহাশব্দে ধূম উদ্গীরণ করিতে করিতে ডাকগাড়ী মহাকায় ক্রুদ্ধ দৈত্যের মত ছুটিয়া আসিতেছে; অপর দিকে হাওয়া চলিতেছিল বলিয়া, গাড়ীর শব্দ লীলার কর্ণে প্রবিষ্ট হয় নাই।

আর তাহার রক্ষা পাইবার কোন আশা নাই। ড্রাইভার তাহাকে দেখিল, কিন্তু গাড়ী থামাইবার তখন আর সময় নাই। কি সর্ব্বনাশ!

একজন কেবল এ অবস্থায় লীলার প্রাণরক্ষা করিতে পারে—সে তাহার পিতা—গোপাল। এখনও গাড়ী পয়েণ্টে আসে নাই; গোপাল ইচ্ছা করিলে, পয়েণ্ট ছাড়িয়া দিলে গাড়ী অন্য লাইনে চলিয়া যাইতে পারে; যে লাইনের উপর লীলা আছে, তাহার উপর দিয়া যাইবে না। তবে ইহাতে গাড়ী যে লাইনে যাইবে, তাহা বন্ধ থাকিতে পারে, তাহাতে অন্য গাড়ী আসিতে পারে, সুতরাং এই প্রবল বেগবান্ গাড়ী তাহার উপর গিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইবে—গাড়ীর সমস্ত আরোহী এক নিমেষে মৃত্যুমুখে নিক্ষিপ্ত হইবে। এক নিমেষের জন্য গোপালের মনে এ কথা উদিত হইল—অমনই সঙ্গে সঙ্গে কে যেন বলিল, "শত সহস্রের প্রাণ তোমার হাতে—এ দুর্ঘটনার দায়ী তুমি, তাহা হইলে নরকেও তোমার স্থান হইবে না।"

গোপালের চোখের উপর ঝকিল, লোমহর্ষণ দৃশ্য—যেন তাহার প্রাণের লীলার উপর দিয়া গাড়ী চলিয়া যাইতেছে, লীলার দেহ পেষিত হইয়া টুক্‌রা টুক্‌রা মাংসপিণ্ডে পরিণত হইয়াছে। কি ভয়ানক! গোপালের মাথার সমুদায় চুলগুলা রুষ্ট সজারুর কাঁটার ন্যায় সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। তাহার চক্ষু হইতে তারাদ্বয় যেন ছিন্ন হইয়া বাহির হইতে চায়। সহসা বিদ্যুতের ন্যায় চকিতে তাহার মনে একটা কথা উদিত হইল, যদি গাড়ী অপর লাইনে দিই—তাহা হইলে ষ্টেশন হইতে আমার ভুল দেখিতে পাইবে, ষ্টেশন এখান হইতে অনেক দুর,

নিশ্চয় তাহারা লাল দেখাইবে, গাড়ীও থামিবে, কোন ক্ষতি হইবে না, কেবল আমার চাকরী যাইবে, তাহা যাক্, আমার লীলা ত বাঁচিবে। তবে তাহাই করি।"

গোপাল পয়েণ্ট ফিরাইতে যাইতেছিল, এমন সময়ে ষ্টেশন হইতে বংশীধ্বনি হইল। সে ধ্বনি তীক্ষ্ণ তীরের ন্যায় গোপালের কর্ণে প্রবেশ করিল। তখন গোপাল বুঝিল, ষ্টেশন হইতে হুগলীর গাড়ী ছাড়িয়াছে। হায়, আর বুঝি রক্ষা হইল না। সে যে অপর লাইনে ডাকগাড়ী দিতেছিল, সেই লাইন দিয়াই হুগলীর গাড়ী আসিতেছে। পয়েণ্ট একটু ঘুরাইলে দুই গাড়ীতে সংঘর্ষণ হইবে, এক নিমেষে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইবে, সহস্র সহস্র লোক হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইবে।

এই সময়ে দুই দিক্ হইতে দুই গাড়ীর বাঁশী বাজিয়া উঠিল; তখন গোপালের মাথায় ঘোরতর বিপ্লব উপস্থিত হইল; সে পাষাণের মত হইয়া গেল, সে সব ভুলিয়া গেল—এমন কি নিজেকেও। উভয় দিক্ হইতে উভয় গাড়ীর তীব্র বংশীধ্বনি গোপালের কর্ণে যেন বিকটস্বরে বলিল, "এই সকল নরনারী তোমার কি করিয়াছে যে, তুমি ইহাদের হত্যা করিতে যাইতেছ? এ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই; গোপাল, সাবধান!"

"হা ভগবান্—না—না—এ কাজ আমি কিছুতেই পারিব না—মরে, আমিও এইরূপে মরিব, সব ফুরাইয়া যাইবে। লীলা——" এই কথাগুলা গোপালের উন্মত্ত বিশৃঙ্খল মস্তিষ্কে বারেক চকিতে উদয় হইল মাত্র। তখন তাহার মস্তিষ্কে প্রবল ঝটিকা বহিতেছে। সে দৃঢ় হস্তে সবলে পয়েণ্ট চাপিয়া ধরিল, মহাবেগে রুষ্ট প্রকাণ্ড আরণ্য জন্তুর মত ডাকগাড়ী নিজের লাইন ধরিয়া তীরবেগে বাহির হইয়া গেল। আজ বুঝি, ক্ষুদ্র লীলার রক্তেই শত শত লোকের প্রাণরক্ষা হইল!

গোপাল তখন পয়েণ্ট ছাড়িয়া দিয়া লীলা যথায় ছিল, সেইদিকে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল; লীলাকে রক্ষা করিবার কোন উপায় ছিল না—তবে একবার শেষ দেখা। গোপাল দেখিল, এই সময়ে সহসা লীলা পশ্চাদ্দিকে মুখ ফিরাইল। তৎক্ষণাৎ সে গাড়ীর আড়ালে পড়িল—লীলাকে গোপাল আর দেখিতে পাইল না।

এতক্ষণে লীলা গাড়ী দেখিল, কিন্তু গাড়ী তাহার উপর—কমল-কলিকার উপর প্রকাণ্ড কৃষ্ণহস্তীর পদক্ষেপের আর এক বিপল বিলম্ব। লীলা কাঁপিতে কাঁপিতে জানুভরে বসিয়া পড়িল।

গোপাল উন্মত্তের মত চীৎকার করিয়া উঠিল, "লীলা শুয়ে—শুয়ে পড়।" প্রতিকূল বায়ুও সে স্বর বিপরীত দিকে বহিয়া লইয়া গেল। লীলা কিছুই শুনিল না—হায় হায়! সর্ব্বনাশ হইল! বুঝি সব ফুরাইল!

তাহার পর গোপাল আর কিছু দেখিতে পাইল না। কেবল দেখিল, ডাকগাড়ী প্রবলবেগে লীলার উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে—তখনই চলিয়া গেল।

গোপাল ছুটিয়া সেইস্থানে আসিল, লীলা কি আছে—না পেষিত হইয়া গিয়াছে? গোপালের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস পর্য্যন্ত রোধ হইয়া আসিয়াছিল। গোপাল দেখিল, লাইনের মধ্যস্থলে তাহার লীলা উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে—তাহার হাত মাথার দিকে বিস্তৃত, তাহার মুখ মাটীর দিকে—সে নিশ্চল—নিস্পন্দ।

"হা ভগবন্! এই করিলে—শেষ অন্ধের যষ্টি কাড়িয়া লইলে!" গোপাল ব্যাকুলভাবে কাঁদিয়া উঠিল। কাঁদিতে কাঁদিতে লীলাকে কোলে তুলিয়া লইল।

তখন লীলা চক্ষু মেলিল; সহাস্যবদনে—এ হাসি বোধ হয়, স্বর্গেও নাই—বলিল, "বাবা কাঁদিতেছ কেন? আমায় ত লাগে নাই, তবে

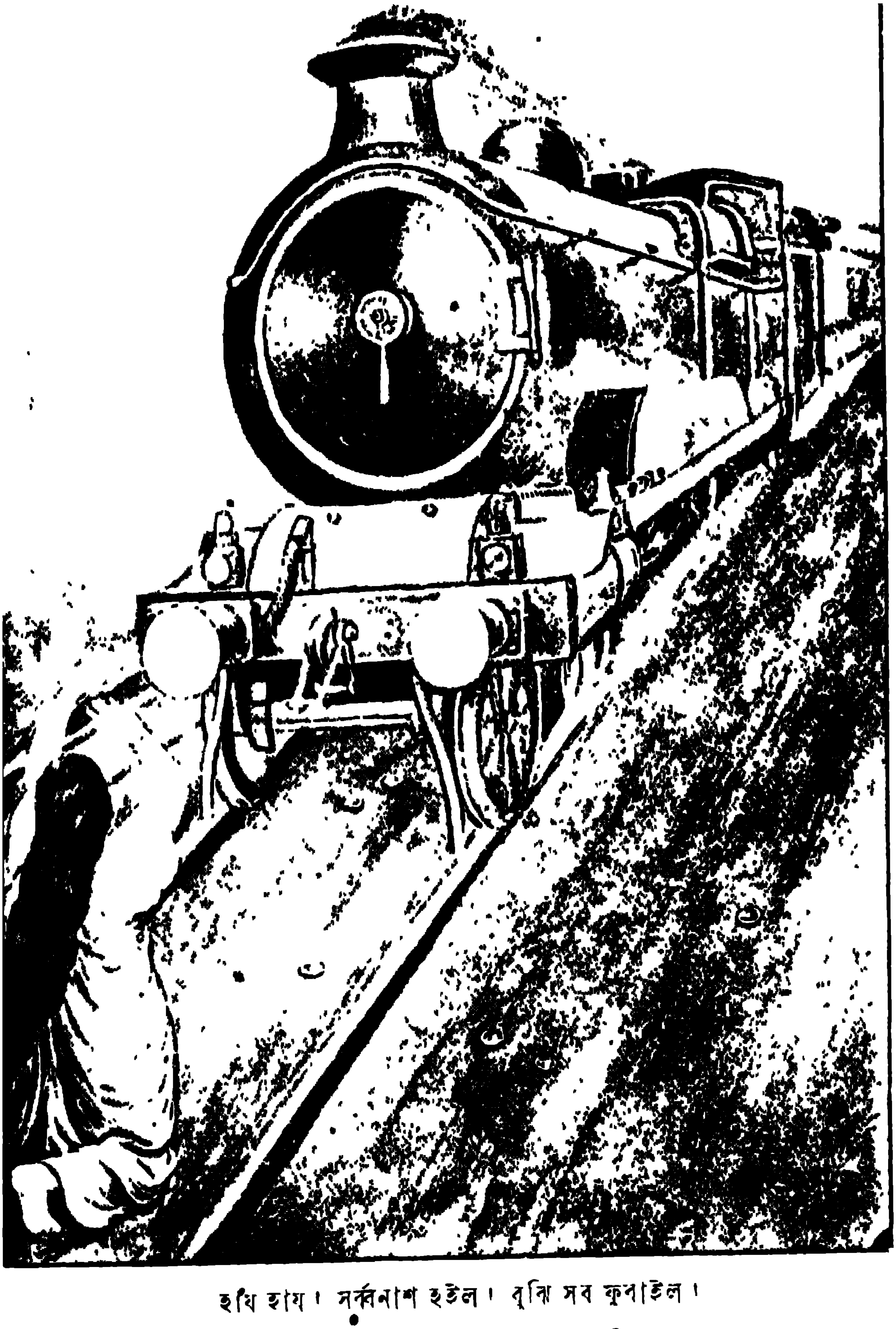

হরি হায়। সর্ব্বনাশ হইল। বুঝি সব ফুরাইল।

[প্রতিজ্ঞা পালন—৬৬ পৃষ্ঠা

গাড়ীগুলা যখন উপর দিয়া যাইতেছিল, তখন কি ভয়ানক শব্দ! এখনও যেন কাণে তালা ধরিয়া রহিয়াছে। কেন বাবা, তুমি ত কতবার বলিয়াছ, গাড়ী আসিয়া পড়িলে উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িবে; আমি ঠিক তাহাই করিয়াছিলাম—আমার কিছুই লাগে নাই—এই দেখ, টাকা-গুলাও ছড়াইয়া ফেলি নাই। বাবা, সেই ভদ্রলোকটি এখনও ষ্টেশনে আছেন, চল তাঁহাকে তাঁহার এই টাকাগুলি দিয়া আসি।"

গোপালের চক্ষু দিয়া দরবিগলিতধারে আনন্দাশ্রু বহিতেছিল। সে গদ্গদকণ্ঠে বলিল, "ভগবান্ আজ তোকে ফিরাইয়া দিয়াছেন, আমি তাঁহাকে দিন রাত ডাকি। আর সেই লোকটা—পরে তাহাকে দেখিব।"

ডাকগাড়ীর ড্রাইভার কিছুদূরে গাড়ী থামাইয়াছিল; কিন্তু এক্ষণে সে লীলাকে গোপালের ক্রোড়ে নিরাপদ দেখিয়া সহাস্যমুখে আবার গাড়ী জোর করিয়া চালাইয়া দিল। বংশীধ্বনি হওয়ায় গোপাল সেইদিকে ফিরিয়া দেখিল, গাড়ী আবার তীরবেগে ছুটিয়াছে—ড্রাইভার ও গার্ড উভয় সাহেবই তাহার দিকে টুপি খুলিয়া সবেগে নাড়িতেছে। তখনই অপর লাইন দিয়া আর একখানা ট্রেণ মহাবেগে চলিয়া গেল। এই উভয় ট্রেণের আরোহিবর্গের কেহই বুঝিল না, আজ তাহারা একটা কি ভয়ানক সাংঘাতিক বিপদের হাত এড়াইয়া গেল!

১৪

প্রাগুক্ত ঘটনার পর দিবস সহরের সর্ব্বত্র পুলিস হুলিয়া দিয়াছে;—

"একটী স্ত্রীলোকের মৃতদেহ একটী বাক্সের ভিতর পাওয়া গিয়াছে—ইহার বড় ফটোগ্রাফ লওয়া হইয়াছে—আজ লালদীঘীর ধারে ঐ ফটোগ্রাফ টাঙ্গাইয়া রাখা হইবে। সকলকেই সেখানে গিয়া ঐ ফটোগ্রাফ

দেখিতে অনুরোধ করা যাইতেছে। এই স্ত্রীলোক কে, যে বলিবে, এবং ইহার সম্বন্ধে কোন সন্ধান দিতে যে পারিবে, তাহাকে পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার দেওয়া যাইবে।"

আজ বৈকালে বহুলোক লালদীঘীতে আসিয়া জমিয়াছে। নানা-লোকে নানা কথা কহিতেছে সত্য, কিন্তু এই স্ত্রীলোক যে কে, তাহা কেহই বলিতে পারিতেছে না। রামকান্ত ও শ্যামকান্ত উভয়েই ছদ্মবেশে এই ভিড়ের মধ্যে ছিল। রামকান্ত তাহার চক্ষুর্দ্বয়কে বিশেষ সতর্ক রাখিয়াছিল। একজনকে দেখিয়া তাহার বোধ হইল, যেন এই লোকটাকেই সে সেদিন রাত্রে বাগবাজারের বাড়ীতে দেখিয়াছিল; কিন্তু লোকটা একখানা রুমালে মুখের নীচের দিক্‌টা চাপা দিয়াছিল; সেইজন্য রামকান্ত তাহার মুখ ভাল দেখিতে পাইল না। ভাবিল, "দেখা যাক্, কতক্ষণ এ মুখে রুমাল দিয়া থাকে।"

তখন রামকান্ত, শ্যামকান্তকে লোকটার উপরে নজর রাখিতে বলিল। তাহার সন্দেহ হইয়াছিল মাত্র, নিশ্চিত হইতে পারে নাই; ভাবিল, "দেখিতেছি, এ ভদ্রলোক—যদি ভুল করিয়া ইহাকে গ্রেপ্তার করি, তাহা হইলে কেবল যে হাস্যাস্পদ হইতে হইবে, এরূপ নহে—উপরওয়ালার কাছেও প্রচুর লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে—কাজেই হঠাৎ কিছু করা ভাল নহে।"

যখন রামকান্ত এইরূপ গবেষণায় নিযুক্ত ছিল, সেই সময়ে লোকটি তাহার দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেল—ভিড়ের মধ্যে সে কোন্ দিকে চলিয়া গেল।

রামকান্ত তাহার সন্ধানে যাইতেছিল, এমন সময়ে ভিড়ের বাহিরের দিকে একটা মস্ত গোল উঠিল। রামকান্ত বলিয়া উঠিল, "তাহাকেই কি গ্রেপ্তার করিল না কি—দেখা যাক্, ব্যাপার কি," বলিয়া রামকান্ত

সত্বরপদে যেখানে গোলযোগ হইতেছিল, সেইখানে উপস্থিত হইল। দেখিল, দুইজন পাহারাওয়ালার সহিত এক হিন্দুস্থানীর মহা যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে; পাহারাওয়ালাদ্বয় সেই হিন্দুস্থানীটার হাত দুইটা চাপিয়া ধরিয়াছে, আর শ্যামকান্ত তাহার গলা টিপিয়া ধরিয়াছে; সুতরাং রামকান্ত আর বাকী থাকে কেন—তাহাদের সহিত যোগদান করিল। তখন হিন্দুস্থানীকে তাহারই পাগড়ীর কাপড়ে বাঁধিয়া ফেলিতে কাহাকেও অধিক ক্লেশ পাইতে হইল না।

শ্যামকান্ত হাঁপাইতে হাঁপাইতে রামকান্তকে বলিল, "বেটা একজনের পকেট মারিতেছিল হে!"

একজন পাহারাওয়ালা বলিল, "শীঘ্র থানায় লইয়া চলুন—না হইলে লোকে ইহাকে মারিয়া ফেলিবে—যে পারিতেছে, সেই মারিতেছে।"

রামকান্ত বলিল, "ইহাকে আগে একখানা গাড়ীতে পূরিয়া ফেল।"

একজন পাহারাওয়ালা ছুটিয়া একখানা গাড়ী আনিল। তখন রামকান্ত ও শ্যামকান্ত সেই হিন্দুস্থানীটাকে লইয়া সেই গাড়ীতে উঠিল; পাহারাওয়ালাদ্বয় গাড়ীর ছাদের উপর উঠিল। গাড়ীর মধ্যে রামকান্ত হিন্দুস্থানী লোকটার বস্ত্রাদি খানাতল্লাসী করিল। তাহাতে বাহির হইল, একটী ঘড়ী ও চেন—তিনটা মনিব্যাগ—রুমালে বাঁধা চারিটা টাকা—আর একখানা ছোট পকেট-বহি।"

রামকান্ত যেমন সেই পকেট-বহিখানা খুলিল, অমনি তন্মধ্য হইতে একখানি ফটোছবি গাড়ীর খোলের মধ্যে পড়িয়া গেল। রামকান্ত সত্বর সেখানি তুলিয়া লইয়া দেখিল—ছবি, সেই হত স্ত্রীলোকের।

১৫

রামকান্ত বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়া ছবিখানি পুনঃ পুনঃ দেখিতে লাগিল—হাঁ, এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই—এ সেই স্ত্রী-লোকেরই ফটোগ্রাফ; আরও আশ্চর্য্যের বিষয়, ছবিখানি তোলা হইয়াছে, যখন এ রমণী তাস খেলিতেছে, বুকের উপর ইস্কাবনের টেক্কাটি লইয়া কি খেলিবে স্মিতমুখে তাহাই ভাবিতেছে। সেই রূপ—সেই সৌন্দর্য্য—এমন কি সেই বেশ—সেই বেশই রমণীর দেহ বাক্সের মধ্যে পাওয়া গিয়াছিল। একি রহস্য!

ভাগ্যক্রমে এই খুনের ব্যাপারের যে সহসা এমন একটা সন্ধান হাতে পাইবে, রামকান্ত তাহা ভাবে নাই; এখন সে আনন্দে একেবারে অষ্টধা হইয়া পড়িল—সে রাত্রে যে লোক তাহার চোখে ধূলি দিয়াছিল, তাহার কথা একেবারে ভুলিয়া গেল। ভাবিল, যখন হত স্ত্রীলোকে ছবি এই লোকটার নিকট পাওয়া গিয়াছে, তখন এ নিজে না খুন করিলেও কে খুন করিয়াছে, নিশ্চয় বলিতে পারিবে; অন্ততঃ এ স্ত্রীলোকের সকল সন্ধান ইহার নিকটে পাওয়া যাইবে। এ তাহাকে নিশ্চয়ই বিশেষরূপে চেনে, নতুবা তাহার ছবি ইহার নিকটে পাওয়া যাইবে কেন? যাহা হউক, এই সকল বিষয় অবগত হইবার এখনই সুবিধা—থানায় উপস্থিত হইলে এ সুবিধা আর থাকিবে না। তাহাই রামকান্ত হাস্যমুখে শ্যাম-কান্তের চোখের উপর সেই ছবিখানি ধরিল।

শ্যামকান্ত বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "তাই ত হে!"

"চিনিতে পারিয়াছ?"

"স্পষ্ট চেনা যায়।"

"তাহা হইলে আর কি—এই ভায়াকে খানিকক্ষণ ঝুলিতে হইবে—এইমাত্র।"

তাহার পর রামকান্ত হিন্দুস্থানীর দিকে ফিরিয়া গম্ভীরভাবে বলিল, "বাপু হে, তুমি আমাদের চেয়েও ভাল বাঙ্গালা বুঝিতে পার, যাহা বলিলাম, বুঝিলে ত? তোমার অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহাও বেশ বুঝিতে পারিতেছ; তুমি কেবল পকেটমারা লোক হইলে বছরখানেক জেল খাটিয়াই বাঁচিয়া যাইতে; কিন্তু বাপু—বেশ ত জানিতেছ যে, কি করিয়াছ—ফাঁসী ভিন্ন তোমার গতি নাই।"

হিন্দুস্থানীর মুখ একটু শুষ্ক হইল বটে, কিন্তু সে কোন কথা কহিল না। তখন রামকান্ত বলিল, "আমি ঠিক পুলিসের লোকের মত নহি—তোমাকে দুই-একটা সদুপদেশ দিতেছি, মন দিয়া শুন। তোমার রক্ষা পাবার একমাত্র উপায় আছে, সেটা তোমায় বন্ধুভাবে বলিয়া দিতেছি; যদি তুমি এ ব্যাপারে কে কে ছিল, সমস্ত কথাই খুলিয়া বল, তাহা হইলে তোমায় সরকারী সাক্ষী করিব, তুমি মাপ পাইবে—ফাঁসী হইতে এ যাত্রা বাঁচিয়া যাইবে।"

এবার হিন্দুস্থানী কথা কহিল; বলিল, "খুলিয়া কি বলিব?"

"তাহা কি জান না, বাপু? আমার কথাটা মন দিয়া শুন; এস, সব খুলে বল।"

"খুলে কি বলিব, আমি যাহা করিতেছিলাম, তাহাতেই ত তোমরা হাতে-নাতে আমাকে ধরিয়াছ—হাঁ, ঐ আমার ব্যবসা, আর খুলিয়া বলিব কি? পকেট মারিলে কেহ ফাঁসী যায় না।"

"বুদ্ধিমানের মত কাজ কর, বাপু! গাধা হইয়ো না; পকেট মারিবার কথা হইতেছে না," বলিয়া রামকান্ত হঠাৎ ছবিখানা হিন্দুস্থানীর সম্মুখে ধরিল; ভাবিয়াছিল, এই স্ত্রীলোকের ছবি দেখিয়া সে শিহরিয়া

উঠিবে ; কিন্তু সে সেরূপ কোন ভাব দেখাইল না। কেবল যেন একটু বিস্মিত হইল।

রামকান্ত উৎফুল্লভাবে বলিল, "বাপু হে, ইহাকে চিনিতে পার ?"

হিন্দুস্থানী বলিল, "হাঁ, এরই ত ছবি লালদীঘীর মধ্যে তোমরা টাঙাইয়া রাখিয়াছ।"

"হাঁ, আর মহাশয় যাহাকে খুন করিয়াছিলেন—আর কেন স্বীকার করিয়া ফেল, ইহাতে তোমার ভাল হইবে।"

হিন্দুস্থানী অতিশয় বিস্ময়ে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল, "আমি—আমি ইহাকে খুন করিয়াছি! আমি ইহাকে জীবনে কখনও দেখি নাই।"

"বাপু হে, এ কথা কি জজে শুনে ? যদি ইহাকে না-ই চিনিবে, তবে ইহার ছবিখানি সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়াছ কেন, বাপু ?"

"আমার কাছে এ ছবি ছিল না।"

"এই পকেট বইয়ে ছিল।"

"ও পকেট-বই আমার নয়।"

"তবে কা'র ?"

"একটু আগে একজনের পকেট হইতে এখানা লইয়াছিলাম—নিশ্চয়ই তার।"

রামকান্ত উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। বলিল, "বুদ্ধি আছে, স্বীকার করি—বেশ একটা ফন্দী খাটাইয়াছ বটে ; বলিলেই ত হইবে না, কখন, কোথায়, কাহার পকেট হইতে এই পকেট-বই লইয়াছ, সব বলিতে হইবে।"

"এই একটু আগে এখানে সেই লোকটা ছিল, মুখে রুমাল চাপা দিয়া সে ঘুরিতেছিল।"

রামকান্ত সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "কি !"

রামকান্তের মাথা ঘুরিয়া গেল, তবে ত এ সেই লোক—তবে তাহার ভুল হয় নাই; সে তাহাকে আজ এখানে দেখিয়াছিল, তাহারই পকেটে মৃত রমণীর ছবি ছিল, আর সে আজও তাহাকে ছাড়িয়া দিল; তাহার ন্যায় প্রকাণ্ড গাধা আর নাই।

১৬

রামকান্ত কিয়ৎক্ষণ নীরবে রহিল, প্রকৃতই সে হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল; ভাবিল, "এ চোরটা যাহা বলিতেছে, দেখিতেছি, তাহাই ঠিক—আমি-ই গাধা বনিয়াছি—তবুও ইহাকে আরও একটু নাড়া-চাড়া করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। বদ্‌গাইসী করিয়া আমার চোখে ধূলা দিবার চেষ্টা করিতেও পারে।" প্রকাশ্যে বলিল, "বাপু হে, আমাকে নিতান্ত বোকা ভাবিয়ো না।"

হিন্দুস্থানী বলিল, "মহাশয়, সত্যকথা বলিলাম, বিশ্বাস করিতে হয় করুন, না হয় না করুন; আমি সেই ভদ্রলোকের পকেট হইতে এ নোট-বইখানা তুলিয়া লইয়াছিলাম। ইহার ভিতর কি ছিল, দেখিতে সময় পাই নাই।'

সহসা রামকান্ত গাড়ী থামাইতে বলিল; গাড়ী থামিলে শ্যামকান্তকে বলিল, "নামিয়া এস, শ্যামকান্ত।" রামকান্তের ভাব বুঝিতে না পারিয়া সে বিস্মিতভাবে নামিয়া পড়িল।

রামকান্ত পাহারাওয়ালাদ্বয়কে বলিল, "নেমে এস, গাড়ীর ভিতরে গিয়ে বসো, নিয়ে যাও থানায়—আমরা পরে যাইব।"

চোরসহ গাড়ী চলিয়া গেল। রামকান্ত বলিল, "ভায়া কি সর্ব্বনাশ হইয়াছে জান?"

"না বলিলে কিরূপে জানিব?"

রামকান্ত বলিতে লাগিল, "খুনী হাতে আসিয়া পলাইল, তোমাকে ভিড়ের ভিতর সেই লোকটারই উপরে নজর রাখিতে বলিয়াছিলাম। এ বেটা চোর, সত্যকথাই বলিয়াছে, এ সত্যসত্যই পকেট-বইখানা তাহার পকেট হইতে তুলিয়া লইয়াছে। দুই-দুইবার লোকটা আমার চোখে ধূলা দিল। এবার বড় সাহেব, কি অক্ষয় বাবু জানিতে পারিলে আর আমাকে কাজে রাখিবেন না—তাহা হইলে পাঁচটি কাচ্চাবাচ্ছা নিয়ে মারা যাইব আর কি! আর কেন, আমি আত্মহত্যা করিয়াই মরিব।"

শ্যামকান্ত বলিয়া উঠিল, "পাগল আর কি! যখন তাহাকেই খুনী বলিয়া জানিতে পারা গিয়াছে, তখন তাহাকে ধরা কঠিন হইবে না; তাহার পকেট-বই আমরা পাইয়াছি; যে স্ত্রীলোক খুন হইয়াছে, তাহার ফটোগ্রাফ পাইয়াছি। ঐ ফটোগ্রাফ যে তুলিয়াছিল, তাহার নাম নিশ্চয়ই ইহাতে আছে।"

"হাঁ আছে, আর্টিষ্ট ুডিও। তবে যে নিজের রক্ষিতার ফটোগ্রাফ তুলিতে যায়, সে নিজের নাম ধাম বলে না—সম্ভবতঃ স্ত্রীলোকটির নাম ও তাহার বাড়ীর ঠিকানা দিয়াছিল, এ দুই বিষয় আমি জানি।"

"সম্ভব, কিন্তু যাহারা ফটো তুলিয়াছিল, তাহারা এ লোকটাকে নিশ্চয় দেখিয়াছিল।"

"হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে যে বিশেষ কিছু ফল হইবে, তাহা বলা যায় না। যদি পকেট-বইখানায় লোকটার নাম-ধাম লেখা না থাকে, তবে আমাকে ভালয় ভালয় নিজে-নিজেই চাকরীতে ইস্তফা দিতে হইবে।"

"তাহা হইলে আগে নাচিয়া উঠিবার অপেক্ষা প্রথমে পকেট-বইখানা ভাল করিয়া দেখ।"

রামকান্ত পকেট-বইখানি খুলিল, ইহার দুইদিকে দুইটা মলাটের ভিতরে দুইটা পকেট, ইহার ভিতরে কয়খানা নোট রহিয়াছে।"

রামকান্ত বলিয়া উঠিল, "আর কি, এইবার আমার কাজ শেষ হইল।"

শ্যামকান্ত বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন হে?"

"এখন এই নোট-বহি লইয়া এখনই আমাকে বড় সাহেবের কাছে যাইতে হইয়াছে, এখনই এ সম্বন্ধে সকল কথা খুলিয়া বলিতে হইবে—আর গোপন করিবার উপায় নাই—লোকটা যে এবারও আমার চোখে ধূলা দিয়া পলাইয়াছে, তাহাও স্বীকার করিতে হইবে; তাহা হইলে রামকান্তের চাকরীর দফা এই পর্য্যন্ত রফা হইয়া গেল।"

"এত হতাশ হইতেছ কেন? খুনী ধরা পড়িবে।"

রামকান্ত সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া নোটগুলি গুণিয়া বলিল, "একশত টাকার পাঁচখানি নোট—এখনই আমাকে সাহেবের কাছে যাইতে হইল—এ নোট এক মিনিটও কাছে রাখা উচিত নয়—লোকে আমাকে গর্দ্দভ বলিয়া জানিবে—তা' বরং ভাল, চোর বলিলে মারা যাইব।"

"তাহা হইলে চল—নোটগুলি সাহেবকে পৌঁছিয়া দেওয়া যাক্।"

"যদি দুইদিন সময় পাইতাম, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ইহাকে ধরিতে পারিতাম—এখন এখনই সব সাহেবকে বলিতে হইবে।"

এইরূপ বলিতে বলিতে রামকান্ত নোট-বইখানির পাতা উল্টাইতেছিল, সহসা তাহার দৃষ্টি একস্থানে পড়িল; তৎক্ষণাৎ সে প্রায় লম্ফ দিয়া উঠিল। দেখিয়াই শ্যামকান্ত বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "ব্যাপার কি!"

রামকান্ত হর্ষোৎফুল্লস্বরে বলিল, "আর ভয় নাই! আজ আর নোট ফেরৎ দিতেছি না—কাল সাহেব তাহার জন্য আমার খোস্‌নাম করিবেন," বলিয়া রামকান্ত সবলে শ্যামকান্তের হাত ধরিয়া হিড়্ হিড়্ করিয়া টানিয়া লইয়া চলিল।

শ্যামকান্ত ভাবিল, "যথার্থই রামকান্তের মাথাটা হঠাৎ খারাপ হইয়া গিয়াছে।"

১৭

প্রাতে সুরেন্দ্রনাথ বরাহ-নগরে সুহাসিনীর সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। তিনি সময় পাইলেই যাইতেন। সুহাসিনীর সহিত তাঁহার বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে; কেবল তাঁহার পিতা অকালে দিবেন না বলিয়াই যাহা বিলম্ব। তবে সুহাসিনী বড় হইয়াছে; তাহার জননীর অর্থের অভাব ছিল না, সুহাসিনীর পিতা ব্যবসা করিয়া বিস্তর অর্থ রাখিয়া গিয়াছিলেন; অন্য কোন আত্মীয়-স্বজন না থাকায় মাতা কন্যার বিবাহে তৎপর হ'ন্—তাঁহার একমাত্র কন্যা—তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইবে, তিনি কাহাকে লইয়া থাকিবেন?

তাহার মনোমত পাত্র জুটিতেছিল না, এইজন্য প্রায় পঞ্চদশ বর্ষ বয়স হওয়াসত্ত্বেও সুহাসিনীর বিবাহ হয় নাই। ভাল ভাল শিক্ষয়িত্রী রাখিয়া মাতা কন্যাকে লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন, সর্ব্বগুণে গুণবতী করিয়াছিলেন। আর রূপবতী। বিধাতা যেন তাহাকে লাবণ্য-ধারায় স্নান করাইয়া দিয়াছিলেন।

গোবিন্দরামের একমাত্র পুত্র সুরেন্দ্রনাথকে তিনি মনোনীত করিলেন। একটা মোকদ্দমা লইয়া তাঁহার সহিত প্রথম পরিচয়—সেই পর্য্যন্ত সুরেন্দ্রনাথ তাঁহাদের বাড়ীর 'একজন হইয়া' গিয়াছিলেন।

এখনও বিবাহ হয় নাই বটে, কিন্তু সুহাসিনীর মা সুরেন্দ্রনাথকে জামাই বলিয়া মনে করিতেন; সেইভাবে তাঁহাকে স্নেহ করিতেন। সুহাসিনী ও সুরেন্দ্রনাথের মধ্যে বিশেষ প্রণয় জন্মিয়াছিল—উভয়ে উভয়কে বেশিক্ষণ না দেখিয়া থাকিতে পারিতেন না।

যেদিন রামকান্ত পকেট-বইখানা পায়, সেইদিন প্রাতে সুহাসিনীর জননী একখানি কাগজ পড়িতেছিলেন। গৃহের একপার্শ্বে একখানা কৌচের উপর সুরেন্দ্রনাথ বসিয়াছিলেন, আর গৃহদ্বারে বসিয়া সুহাসিনী একখানা উপন্যাসের পাতা উল্টাইতেছিল। পুস্তকে মনঃসংযোগ দুঃসাধ্য।

সহসা সুহাসিনীর মা বলিল, "এতদিনে ইহারা খুনীকে ধরিতে পারিবে, এইরূপ আশা পাইয়াছে।"

সুহাসিনী বলিল, "কোন্ খুন মা?"

মা বলিলেন, "কেন, সেই খুনের কথা শুনিস্ নাই? একটা স্ত্রী-লোকের মৃতদেহ একটা বাক্সের মধ্যে পাওয়া যায়, আর যে লোক ইহাকে খুন করিয়াছিল, সে-ই সুধামাধব বলিয়া একজন জমিদারকেও খুন করিয়াছিল। কেন সুহাস, তুই বুঝি কাগজগুলো আজ-কাল একবারে পড়িস্ না?"

হা অদৃষ্ট! সুহাসিনী আগে কাগজ না পড়িয়া থাকিতে পারিত না; আর এখন—এখন তাহার সময় কই? যখন সুরেন্দ্রনাথ থাকেন, তখন ত কথাই নাই; যখন তিনি না থাকেন, তখন সে তাঁহারই কথা ভাবে। সুহাসিনীর খুনের কথা ভাল লাগিল না, সে সুরেন্দ্রনাথের মুখের দিকে চাহিল।

তাহার মা বলিলেন, "এ কথা তোমার ভাল লাগিল না—একটা-আধটা নয়, দুই-দুইটা খুন হইল, আর খুনী এখনও ধরা পড়িল না। আমরা দুইটি স্ত্রীলোকে এই বাগানে থাকি।"

সুহাসিনী বলিল, "আমাদের ভয় কি মা?"

সুরেন্দ্রনাথও বলিলেন, "আপনাদের ভয় কি? আর খুনীও শীঘ্র ধরা পড়িবে।"

সুহাসিনীর মা মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন, "তোমাদের পুলিস যে কোন কাজের নয়, এ কথাও ঠিক।"

সুরেন্দ্রনাথ মৃদুহাস্য করিলেন। সুহাসিনীর মা'র সহিত পুলিস সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক করা নিষ্প্রয়োজন ভাবিয়া বলিলেন, "আপনিই ত বলিলেন যে, পুলিস খুনীর সন্ধান পাইয়াছে।"

"না, একেবারে ধরিতে পারে নাই—মৃতদেহ দুইটা——" জননী আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন, সুহাসিনী বাধা দিয়া বলিল, "মা, দোহাই তোমার—এ সব কথা আমার সমুখে বলিয়ো না—খুন! খুনের নামে আমার গা শিহরিয়া উঠে," বলিয়া সে সুরেন্দ্রের দিকে ফিরিয়া সহাস্যবদনে বলিল, "তোমার বড় ভোলা মন—আমার সে হার কই?

"আজ কাজে বড় ব্যস্ত ছিলাম।"

"ও সব বাজে কথা।"

"কাল দেখিবে—কাল আমার ভুল হইবে না।"

এই সময়ে একজন ভৃত্য আসিয়া বলিল, "একজন লোক সুরেন্দ্র বাবুর সহিত দেখা করিতে আসিয়াছে।"

সুরেন্দ্রনাথ বিস্মিতভাবে বলিলেন, "লোক! কি রকম লোক—কে সে?"

"কাপড়-চোপড়ে সামান্য লোক বলিয়াই বোধ হয়।"

"ভিখারী বোধ হয়——"

সুহাসিনী বাধা দিয়া বলিল, "যে-ই হউক, গিয়া দেখ—কোন লোক বিপদে পড়িয়া বোধ হয়, তোমার কাছে আসিয়াছে; নিশ্চয়ই তোমার বাড়ী গিয়াছিল। সেখানে শুনিয়া এখানে আসিয়াছে, যাও দেখ।"

ভৃত্য বলিল, "সে ভিখারী নয়, বলে বিশেষ আবশ্যক আছে।"

সুহাসিনীর মা বলিলেন, "আর একদিন আমার সঙ্গে যে দেখা করিতে আসিয়াছিল, সে ত নয়?"

ভৃত্য বলিল, "না, সে নয়, এ আর একজন লোক।"

সুহাসিনীর মা সুরেন্দ্রনাথকে বলিলেন, "তবে একবার যাও—দেখ।"

অগত্যা সুরেন্দ্রনাথ বাহিরের ঘরে আসিলেন। তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সুহাসিনী যে আসিয়াছিল, তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই। সুহাসিনী দ্বারের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

সুরেন্দ্রনাথ আগন্তুকের সম্মুখীন হইয়া বলিলেন, "কি চাও?"

তাহার বেশ সামান্য ব্যক্তির ন্যায়, হঠাৎ দেখিলে সরকার বলিয়া বোধ হয়। সে মস্তক কণ্ডূয়ন করিতে করিতে বলিল, "হাঁ, এই আমি একখানা পকেট-বই কুড়াইয়া পাইয়াছি। তাহাতে—এই—তাহাতে অনেক টাকা আছে।"

"তার পর।"

"আমি বড় লোক নই—দেখিতেছেন ত হাল; দেখিলাম, তাহাতে এই বাড়ীর ঠিকানা লেখা আছে—আর—আর—আপনারও নাম লেখা আছে।"

সুরেন্দ্রনাথ একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "না, আমার কোন পকেট-বই হারায় নাই——"

"তবে—তবে—হয় ত এই বাড়ীর কর্ত্রী-ঠাকুরাণীর হইবে।"

এই সময়ে দরজার পার্শ্ব হইতে সুহাসিনী শব্দ করিল। তাহার ইচ্ছা যে সুরেন্দ্রনাথকে ডাকে, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ তাহা শুনিয়াও শুনিলেন না। তিনি বলিলেন, "আমার কোন পকেট বই হারায় নাই; তুমি এখন বিদায় হইতে পার।"

আগন্তুক নড়িল না; বলিল, "তা—তা—আপনার নাম লেখা আছে—অনেক টাকার নোট ইহাতে আছে——"

(বাধা দিয়া) "না, আমাদের পকেট বই নয়।"

সুহাসিনী আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না—সে ধীরে ধীরে সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া সুরেন্দ্রনাথ বিরক্ত-ভাবে বলিলেন, "তুমি এখানে কেন?"

সুহাসিনী তাহার বিরক্তভাব লক্ষ্য না করিয়া বলিল, "এখানে আর কেহ নাই—আমার বোধ হইতেছে; তোমাকে আমি যে নোট-বইখানা দিয়াছিলাম—সেইখানাই ইনি পাইয়াছেন।"

আগন্তুক মস্তক কণ্ডূয়ন করিতে করিতে বলিল, "তাহাই নিশ্চয়, পাঁচ শত টাকার পাঁচখানা নোট ছিল।"

সুহাসিনী সুরেন্দ্রনাথের দিকে ফিরিয়া বলিল, "হাঁ, এখন বুঝিয়াছি, কেন হার আন নাই—নোটশুদ্ধ পকেট বইখানা রাস্তায় ফেলিয়া দিয়াছিলে; এই ভদ্রলোক না পাইলে টাকাগুলি সব যাইত—ইঁহাকে সন্তুষ্ট কর।"

আগন্তুক বলিল, "না—না—আমি কিছু চাই না—আপনাদের জিনিষ যে ফেরৎ দিতে পারিলাম, ইহাই আমার পরম সৌভাগ্য; মনে রাখিবেন, এই পর্য্যন্ত। তবে লালদীঘীতে খুনের ছবিখানি আমি দেখিতে না গেলে—হয় ত আর কেহ এখানা পাইত।"

কন্যা সেই গৃহে আসিয়াছে দেখিয়া এই সময়ে সুহাসিনীর মাতাও তথায় আসিলেন; বলিলেন, "খুনের ছবি কি?"

"যে স্ত্রীলোকটি খুন হইয়াছে, পুলিস কাল লালদীঘীর ধারে তাহার ছবি লট্‌কাইয়া দিয়াছিল, যদি কেহ তাহাকে চিনিতে পারে। সেখানে ভারি ভিড় হইয়াছিল।"

সুহাসিনীর মা সুরেন্দ্রনাথকে বলিলেন, "তুমি সেখানে গিয়াছিলে না কি?"

সুরেন্দ্রনাথ শুষ্ককণ্ঠে বলিলেন, "হাঁ, সেইপথে যাইতেছিলাম—ভিড় দেখিয়া ব্যাপারটা কি, দেখিতে গিয়াছিলাম।"

আগন্তুক বলিল, "হাঁ, সেইখানেই আমি এই বইখানা কুড়াইয়া পাই—এই লউন—এইখানা ত?"

সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "এ আমারই পকেট-বই বটে—দাও।"

"হাঁ, নোট কয়খানা গুণে দিই।"

"আর গুণিতে হইবে না—ঠিকই আছে," বলিয়া সুরেন্দ্রনাথ হাত পাতিলেন।

"তবু দেখে লওয়া ভাল——"

সুরেন্দ্রনাথ ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "দাও—দাও—আর দেখ্‌তে হবে না, ও সব ঠিক আছে——"

"হাঁ আছে, তবু গুণে দেওয়া ভাল," বলিয়া আগন্তুক বই ও নোট দিতে উদ্যত হইয়া হাত টানিয়া লইল; বলিল, "আর একখানা—হাঁ, একখানা স্ত্রীলোকের ছবি ইহার ভিতর ছিল—নিশ্চয়ই সেখানা—সহসা সুহাসিনীর দিকে চাহিয়া বলিল, "ইহারই ছবি।"

এই বলিয়া আগন্তুক ছবিখানি সুহাসিনীর সম্মুখে ধরিল।

১৮

ছবিখানার উপর দৃষ্টি পড়িবামাত্র সুহাসিনী দেখিয়াছিল যে, সে ছবি তাহার নহে—অন্য এক স্ত্রীলোকের—পরম রূপবতী যুবতীর—দেখিবামাত্র সে মুখ ঘুরাইয়া লইল।

সুরেন্দ্রনাথ তাহার—তবে তাঁহার নিকটে অপর স্ত্রীলোকের ছবি কেন? এ কে? কাহার ছবি তিনি তাঁহার সঙ্গে রাখিয়াছিলেন? ইহার কথা তিনি কখনও তাহাকে বলেন নাই—সুহাসিনীর হৃদয় ঈর্ষায় পূর্ণ হইয়া গেল, তাহার নিঃশ্বাস সঘনে পড়িতে লাগিল—তাহার চক্ষু এক নিমেষে সজল হইয়া এক নিমেষে শুষ্ক হইয়া গেল। কেহ তাহা দেখিবার অবসর পাইল না।

সহসা ছবিখানি তাহার সম্মুখে ধরায় সুরেন্দ্রনাথের বিশেষ ভাববৈলক্ষণ্য ঘটিল; তাঁহার মুখ একেবারে শুকাইয়া নীল হইয়া গিয়াছিল এইবার তাঁহার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল।

আগন্তুক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল। সে ধীরে ধীরে বলিল, "এখন দেখিতেছি, আমার ভুল হইয়াছে—এ ছবিখানা ইঁহার নয়।"

সুরেন্দ্রনাথ রুষ্ট, বিরক্ত ও শশব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "দাও, আর তোমার এখানে অপেক্ষা করিবার উদ্দেশ্য কি?"

"কিছুই নয়—তবে—তবে এ ছবিখানা যখন ইঁহার নয়—তখন বোধ হয়, আপনারও নয়, সুতরাং এখানা আমার কাছে থাক, যাহার ছবি, তাহাকে পাইলে দিব।"

"না, এখনই আমায় দাও," বলিয়া সুরেন্দ্রনাথ ক্ষিপ্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় লম্ফ দিয়া তাহার হাত হইতে ছবিখানি ছিনাইয়া লইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু আগন্তুক আগে হইতেই এজন্য সাবধান ছিল; ক্ষিপ্রবেগে ছবিখানি পশ্চাদ্দিকে লইয়া সরিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর ধীরে ধীরে বলিল, "এ ছবিখানা কাহাকে দেখাইতে আপনার এত ভয় কেন? এ কাহার ছবি—দেখি," বলিয়া ছবিখানি দেখিয়াই সে বলিয়া উঠিল, "তাই ত—এ কি!"

সুহাসিনীর মা তাহাদের ভাব দেখিয়া ভীত ও বিস্মিত হইয়াছিলেন; বলিলেন, "কি হইয়াছে, এ কাহার ছবি?"

আগন্তুক বলিল, "তাহাই ত ইহা কখনও মনে করি নাই—এ যে—এ—যে স্ত্রীলোক খুন হইয়াছে, তাহারই ছবি।"

সুহাসিনীর মাথা ঘুরিয়া গেল, তাহার জননীও মহাবিস্ময়ে বিস্ফারিত-নয়নে সুরেন্দ্রনাথের মুখের দিকে চাহিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ সংরক্তনেত্রে গর্জ্জিয়া বলিলেন, "যথেষ্ট স্পর্দ্ধা দেওয়া হইয়াছে, আর নয়—এখনই এ সব রাখিয়া এখান হইতে চলিয়া যাও—না হইলে——" বলিতে বলিতে হঠাৎ থামিয়া গেলেন।

আগন্তুক ভয় না পাইয়া বলিল, "না হইলে কি, বলুন।"

সুরেন্দ্রনাথ দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "গলা ধরিয়া বাহির করিয়া দিব।"

আগন্তুক ধীরভাবে বলিলেন, "ইহা আপনার পক্ষে যুক্তিযুক্ত নয়, তাহা হইলে আমি বরাবর থানায় গিয়া এ সকল জমা দিব। এখন তাহাই আমার কর্ত্তব্য।"

ক্রোধে সুরেন্দ্রনাথের মুখখানা লাল হইয়া গেল। তিনি বলিলেন, "তাহাতে আমি ভয় করি না, তুমি নিশ্চয়ই এ পকেট-বই আমার পকেট হইতে চুরি করিয়াছিলে। চল, থানায় তোমাকে ধরাইয়া দিব।"

আগন্তুক গম্ভীরভাবে সংক্ষেপে কহিল, "দিতে পারেন।"

সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "সামান্যের জন্য পুলিস-হাঙ্গামা করিতে চাই না—যাও, উহাতে যে টাকা আছে, লইয়া যাও—পাঁচ শত টাকায় আমার কিছু আসে-যায় না।"

আগন্তুক কহিল, "সত্য, কিন্তু আমি বিপদে পড়িতে পারি। এখন দেখিতেছি, এ সব পুলিসে পৌছাইয়া দেওয়াই আমার পক্ষে ভাল।"

সুরেন্দ্রনাথ সভয়ে কহিল, "তাহা হইলে পুলিসে যাইবে?"

"হাঁ, তা' না গিয়া আর করি কি, আগে নিজেকে বাঁচাইতে হইবে, তাহারা আপনার পকেট-বই নোট সবই ফেরৎ দিবে। যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে আমার সঙ্গেই আপনার যাওয়া ভাল।"

সুরেন্দ্রনাথের মুখ আরও বিশুষ্ক হইল। তিনি কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, "আমি পুলিসে যাইব কেন? আমার অনেক কাজ—এ সব হাঙ্গামা করিয়া সময় নষ্ট করিতে পারি না। তোমাকে ত বলিলাম, তুমি এ নোট কয়খানা লইতে পার।"

আগন্তুক বলিয়া উঠিল, "না—না—এমন কথা মুখেও আনিবেন না; টাকার প্রত্যাশায় এত কষ্ট করিয়া এখানা আপনাকে ফেরৎ দিতে আসি নাই—আমি টাকার প্রত্যাশী নই; গরীব লোক বটি, তবে অধর্ম্মের পথে যাই না। আমার মতে আমার সঙ্গে আপনার থানায় যাওয়াই উচিত।"

"বৃথা—অনর্থক——" সুরেন্দ্রনাথ আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন।

বাধা দিয়া আগন্তুক কহিল, "যাহা ভাল বিবেচনা করেন। আমি চলিলাম।"

এই বলিয়া আগন্তুক যাইতে উদ্যত হইল। কয়েক পদ গিয়া ফিরিয়া বলিল, "তাই ত—ইহার ভিতর অনেক গোল আছে, ছবিখানার

জন্যই যত গোল—পুলিস এই খুনের জন্য আপনার বিষয় আমাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিবে; আমি আপনার বিষয় কি জানি—আপনি এখন যাইতেছেন না—কিন্তু তাহারা নিশ্চয়ই আপনাকে ডাকিয়া পাঠাইবে।"

এ কথা শুনিয়া সুরেন্দ্রের মুখ একেবারে পাংশুবর্ণ হইয়া গেল; তিনি কি বলিতে গেলেন, মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না।

আগন্তুক ধীরে ধীরে বলিল, "এইজন্যই বলিতেছিলাম যে, আমার সঙ্গে আপনার যাওয়াই ভাল।"

সুহাসিনীর মা এই সকল দেখিয়া-শুনিয়া নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনিও বলিলেন, "যাও সুরেন্দ্র বাবু, তুমি নিজেই গিয়া গোলমাল মিটাইয়া এস।"

সুরেন্দ্রনাথ এবারও কথা কহিতে পারিলেন না। সুহাসিনীর মা বলিলেন, "এখনই গাড়ী ঠিক করিতে বলিতেছি।"

আগন্তুক বলিল, "আমি একখানা ভাড়াটীয়া গাড়ীতে আসিয়াছি, ইনি তাহাতেই যাইতে পারেন; আপনাদের গাড়ী জুতিতে দেরি হইবে।"

সুরেন্দ্রনাথ এবার কথা কহিলেন; বলিলেন, "চল, আমি তোমার সঙ্গে যাইতেছি।" সুরেন্দ্রনাথ কাতরভাবে সতৃষ্ণ নয়নে সুহাসিনীর দিকে চাহিলেন। দেখিলেন, তাহার বিশালায়ত চোখ দুটি অশ্রুস্নাত হইয়া ছল্ ছল্ করিতেছে। দেখিয়া হৃদয়ে বড় বেদনা পাইলেন। বুঝিলেন যে, সুহাসিনীও হৃদয়ে বড় ব্যথা পাইয়াছে।

তিনি আর কোন কথা না কহিয়া আগন্তুকের সহিত নীরবে গিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। তিনি নিজের মানসিক উত্তেজনায় এতই পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, আগন্তুক কোচ্‌ম্যান্‌কে কোথায় যাইতে বলিল, তাহা তিনি শুনিতে পাইলেন না।

অল্পক্ষণ পরে তিনি বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিলেন; দেখিলেন যে, গাড়ীখানা একটা জঙ্গলের মধ্যবর্ত্তী পথ দিয়া যাইতেছে—সে পথে জন-মানব নাই।

আগন্তুক বলিল, "এ সব জায়গায় বিশ্বাস নাই—অনায়াসেই মারিয়া-ধরিয়া সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইতে পারে।"

সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "ভয় নাই, আমার পকেটে রিভল্‌বার আছে।"

"ভাল, ভাল—তবে দুইটি স্ত্রীলোক—একটি ভাবী স্ত্রী, অপরটি তাঁহারই জননী—এ স্থলেও দেখা করিতে আসিতে হইলে পিস্তল সঙ্গে আনিতে হয়। ভাল, সাবধানের মা'র নাই; বোধ হয়, সর্ব্বদাই সঙ্গে অনেক টাকা-কড়ি থাকে, কাজেই এ রকম সাবধানে আসিতে হয়। আমাদের এক পয়সাও টেঁকে নাই—সুতরাং আমাদের এ সব দরকারও হয় না; তবে আজ সঙ্গে পাঁচশত টাকা আছে, তা থাক্, সে টাকাগুলি আমার নয়। বাবা! পাঁচশত টাকা—এক সঙ্গে কখনও চোখে দেখি নাই।"

"আমার কথা শুনিলে তোমারই লাভ—তোমারই সব হইত। তোমার বয়স হইয়াছে, কথাটা বুঝিয়া দেখ।"

"আগেও যাহা বলিয়াছি—এখনও তাহাই। রামকান্ত কর্ত্তব্য করিতে পয়সার প্রত্যাশা করে না।"

সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "রামকান্ত, কর্ত্তব্য কি? কিসের কর্ত্তব্য?"

"আমার নাম ঐ-ই বটে—ঘরে অনেকগুলি ছেলে-মেয়ে—এক রকম দুঃখে-কষ্টে তাহাদের খাওয়াইয়া বাঁচাইয়া রাখিয়াছি——"

(বাধা দিয়া) "সেইজন্যই ত আমি বলিতেছি, একখানা নোট তুমি লইয়ো, না হয়, দুইখানাই লও—আমার টাকার অভাব নাই।"

"না—না—অমন কথা মুখেও আনিবেন না—গরীব বটে——"

"তবে থাক্," বলিয়া সুরেন্দ্রনাথ বিরক্তভাবে অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন; এ লোকটার সঙ্গে আর বকাবকি করিয়া অনর্থক মেজাজ খারাপ করিবেন না, ইহাই স্থির করিলেন।

কিন্তু রামকান্ত তাহা চাহে না, সে আপনা-আপনি বলিল, "এত টাকা হারাইলে আমি তখনই পুলিসে খবর দিতাম।"

সুরেন্দ্রনাথ কথা কহিলেন না।

রামকান্ত বলিল, "না, বোধ হয়, এ ছবিখানা থাকার জন্য চুপ্ করিয়া গিয়াছিলেন—হাঁ, পুলিসের কাণ্ড—বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা।"

সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "কেন, ছবি পকেটে রাখা কি বে-আইনী?"

"না, তা নয়—তবে এই ছবিখানা সম্বন্ধে একটু গোলযোগ আছে; যে স্ত্রীলোকটি খুন হইয়াছে—যাহার বিষয় পুলিস কিছু তদন্ত করিতে পারিতেছে না, সেইজন্য—এ ছবিখানা আপনার কাছে আছে জানিলে—বুঝিতেই ত পারিতেছেন?"

সুরেন্দ্রনাথ কোন কথা কহিলেন না।

রামকান্ত বলিল, "আপনাদের মত বড় লোকের এই সকল হাঙ্গামায় পড়াই লজ্জার কথা; বিশেষতঃ শীঘ্রই আপনার বিবাহ হইবে, তাঁহারাও খুব বড় লোক।"

সুরেন্দ্রনাথ ভাবিলেন, "এ লোকটা আমাকে হাতে পাইয়া আমার নিকট হইতে কিছু বেশি আদায় করিবার চেষ্টা পাইতেছে—দেখা যাক্, কি বলে।" প্রকাশ্যে বলিলেন, "হাঁ, তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহা ঠিক—এসব গোলযোগের মধ্যে যাইবার আমার ইচ্ছা নাই; এইজন্যই তোমাকে পুলিসে যাইতে বারণ করিতেছিলাম; হয় ত আমার বিবাহেও গোল হইতে পারে—তাহাই তোমাকে বলিতেছিলাম যে, পকেট-বইখানাতে যাহা আছে, তাহা সব তুমিই লও।"

"অবশ্য ছবিখানা নয় ?"

"হাঁ, ছবিখানা তোমার কোন উপকারে আসিবে না। আমি নিজে গরীব লোক নই, তাহার পর বিবাহ করিলে আমি আরও অনেক টাকা পাইব; সুতরাং আমার টাকার অভাব নাই; তুমি ছেলে-পিলে লইয়া কষ্ট পাইতেছ—আচ্ছা, উহাতে যাহা আছে, তাহার তিন গুণ তোমাকে দিতে প্রস্তুত আছি।"

"তাহা হইলে দেড় হাজার টাকা—একদম বড় লোক।"

"হাঁ, টাকা এখন আমার কাছে নাই, আমি ঠিকানা দিয়া যাইতেছি, কাল ছবিখানা লইয়া গেলেই টাকা দিব।"

"তাহা হইলে আপনি কাল আর হাজার টাকা মাত্র আমাকে দিবেন; কারণ পাঁচশত টাকা ত এখানেই পাইতেছি।"

"তুমি কি তবে পূরাপূরি দুই হাজারই চাও ?"

"তাই ত—দুই হাজার টাকা—ওঃ! মাথার ভিতর গোলমাল হইয়া গেল যে—আচ্ছা মশাই, আমাকে ভাবিতে একটু সময় দিন্।"

রামকান্ত বহুক্ষণ কথা কহে না দেখিয়া সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তাহা হইলে রাজী হইলে, গাড়ী আর পুলিসে লইয়া যাইবার আবশ্যক নাই—আমার বাড়ীতে চল। তুমি বাড়ী দেখিয়া যাইবে, কাল আমি সেই টাকা দিব।"

"হাঁ, এ কথা সবই ঠিক; তবে কথা হইতেছে, ছবিখানার জন্য আমি বিপদে পড়িব।"

"কেন তুমি যদি বল ত তোমার সম্মুখেই ছবিখানা ছিঁড়িয়া পুড়াইয়া ফেলি—ও ছবিখানা আমার কোন দরকার নাই।"

"না, ভাবিয়া দেখিলাম, এই ছবিখানা যে পকেট-বইয়ে ছিল, তাহা যখন অনেকে জানিয়াছে, তখন ইহা লইয়া আমি পুলিস হাঙ্গামায়

পড়িব। দুঃখিত হইলাম। আপনার এমন সুবিধাজনক প্রস্তাবেও সম্মত হইতে পারিলাম না।"

সহসা রামকান্তের কপালের উপর এক পিস্তল ধৃত হইল—সুরেন্দ্রনাথ পিস্তল ধরিয়াছেন; বজ্ররবে বলিলেন, "ছবিখানা এখনই দাও—না হইলে এখনই গুলি করিয়া মারিব।"

রামকান্ত অবিচলিতভাবে বলিলেন, "বাপু হে! নিজেরই কাজটা নিজেই মাটী করিতেছ। কথাটা আগে শোন, তারপর আবশ্যক হয়, আমার মাথার খুলিটা উড়াইয়া দিয়া মজা দেখিয়ো। পিস্তল ছুড়িলে উপকার কিছুই হইবে না—পিস্তলের শব্দ হইবামাত্র কোচ্‌ম্যান গাড়ী থামাইবে—চারিদিক্ হইতে লোক জমিবে—আপনি পলাইতে পারিবেন না। পুলিস আমাকে চেনে—মৃত স্ত্রীলোকের ছবি পাইলে এই হইবে যে, দুইটা খুনের অপরাধ আপনার কাঁধে চাপিবে। আর যদিই পিস্তলে আমার মাথার খুলিটা উড়িয়া যায়, তাহা হইলে আর একটা খুন অধিকন্তু চাপিবে – বুঝিলেন, মশাই?"

সুরেন্দ্রনাথ আর কোন কথা কহিলেন না। গাড়ীখানা লালবাজারের পুলিসে আসিয়া থামিল।

রামকান্ত বলিল, "এইবার গাত্রোত্থান করুন।"

১৯

চারিদিকে পুলিস, পাহারাওয়ালা, সার্জ্জন, ইন্‌স্পেক্টর দেখিয়া তখন সুরেন্দ্রনাথের চৈতন্যোদয় হইল। তখন তিনি বুঝিলেন যে, ছবিখানি তাঁহার নিকটে থাকায় তাঁহাকে খুনী বলিয়া ইহারা ধরিয়া আনিয়াছে। মনে করিলেন, পলাইতে হইবে; গাড়ীর অপর দ্বার দিয়া পলাইবেন, মনে করিয়া সেইদিকে সরিয়া বসিলেন; কিন্তু দেখিলেন, দরজা জুড়িয়া এক স্থূলকায় জমাদার 'মূর্ত্তিমান ব্যোমের' মত দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

রামকান্ত বলিল, "আসুন, না—ধরিয়া নামাইতে হইবে?"

সুরেন্দ্রনাথ দেখিলেন, পলাইবার আর কোন উপায় নাই—তখন তিনি স্পন্দিতহৃদয়ে কম্পিতপদে গাড়ী হইতে নামিলেন। এবং পকেটের মধ্যে হাত পূরিয়া দিলেন।

রামকান্ত বলিল, "ব্যস্ত হইবেন না, আপনার রিভল্‌বারটি আপনার পকেটে আর নাই—আমি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি; আমি বুঝিয়াছিলাম, ঐ ক্ষুদ্র যন্ত্রটি দিয়া আপনি নিজের অনিষ্ট করিতে পারেন, সেইজন্য সরাইয়া রাখিয়াছি। ভাল করি নাই কি?"

সুরেন্দ্রনাথ কোন কথা কহিলেন না, হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিলেন। ক্ষণপরে বলিলেন, "আমাকে কোথায় লইয়া যাইতেছ?"

"বড় সাহেবের কাছে।"

"তাহা হইলে তুমি——"

"ডিটেক্‌টিভ দারোগা—রামকান্ত।"

সুরেন্দ্রনাথ তাহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন; রামকান্ত সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "বাপু হে, গোল করিলে তোমারই অনিষ্ট;

আমরা আপনার যথেষ্ট সম্ভ্রম রক্ষা করিতেছি—এখন ভাল মানুষের মত বড় সাহেবের কাছে গেলে ভাল হয়।"

গোলযোগ করা বৃথা ভাবিয়া সুরেন্দ্রনাথ হতাশচিত্তে রামকান্তের সঙ্গে সঙ্গে পুলিসের বড় সাহেবের নিকটে চলিলেন। পাছে, তিনি পলাইবার চেষ্টা করেন বলিয়া দুইজন জমাদার তাঁহার পশ্চাতে চলিল। জমাদারের নিকটে তাঁহাকে রাখিয়া রামকান্ত সাহেবের ঘরে প্রবেশ করিল।

সাহেব বলিলেন, "নূতন কিছু আছে ?"

"হুজুর, অনেক।"

"শীঘ্র বল, আমি এখন বড় ব্যস্ত আছি।"

রামকান্ত পকেট-বই বাহির করিয়া সাহেবের সম্মুখে ধরিল।

সাহেব বলিলেন, "এ কি ?"

"হুজুর, দেখুন।"

সাহেব বলিয়া উঠিলেন, "সেই মৃত স্ত্রীলোকের ছবি—কোথায় পাইলে ?"

"এই পকেট-বুকে—একজন কাল এই পকেট-বইখানা চুরি করিয়াছিল, সে তখনই ধরা পড়ে।"

বাধা দিয়া সাহেব কঠিনকণ্ঠে বলিলেন, "আর এখন তুমি সেই কথা বলিতে আসিয়াছ ? তখনই তাহাকে আমার কাছে আনা উচিত ছিল।"

"ছিল, কিন্তু পকেট-বই যাহার, তাহার সন্ধানে গিয়াছিলাম।"

"তুমি এবারেও তাহাকে পলাইতে দিয়াছ ; তোমার বিষয় আমি অক্ষয় বাবুর কাছে সব শুনিয়াছি ; তোমার মত রাস্কেলের পুলিসে চাকরী করা চলিবে না। যত দিন যাইতেছে, তুমি যেন তত ছেলে মানুষ বনিয়া যাইতেছ।"

"হুজুর, তাহার নাম ঠিকানা আমি পকেট-বইয়ে পাইয়া তাহার সন্ধানে গিয়াছিলাম।"

"তাহা ত শুনিয়াছি—তাহার বাড়ীতে পাহারা রহিয়াছে কি না ?"

"পাহারার দরকার নাই, তাহাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছি।"

"এই স্বুরেন্দ্রনাথকে ?"

"হাঁ, হুজুর।"

"তবে ত ভালই হইয়াছে, তুমি একা এ সকল করিয়াছ ?"

"হাঁ, হুজুর, কৃতান্ত বাবু এ সম্বন্ধে কিছুই করেন নাই—তিনি এ সকলের কিছুই জানেন না।"

"হাঁ, এ কাজে তোমার প্রশংসা আছে, সন্দেহ নাই। ইহাকে কিরূপে গ্রেপ্তার করিলে, আমায় সব বল।"

"ইহাকে বরাহ-নগরে একটা বাগান-বাড়ীতে পাইলাম ; এই বাড়ীব ঠিকানা এই পকেট-বইখানিতে ছিল। সেখানে সুহাসিনী নামে একটি মেয়ে আছে, তাঁহার সহিত ইঁহার বিবাহ হইবার কথা স্থির হইয়া গিয়াছে। সেখানে গিয়া ইঁহার সহিত দেখা করি, তাহার পর অনেকে কৌশলে ইঁহাকে সঙ্গে আনিয়াছি।"

"লোকটা যদি দোষী হইত, তাহা হইলে সহজে আসিত না।"

"দোষী, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই—এই লোক যে বাগ্-বাজারের সেই খুনের বাড়ীতে আমার চোখে ধূলি দিয়া পলাইয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহার চেহারা আমার খুব মনে আছে।"

"তাহা হইলে তোমাকে দেখিয়া নিশ্চয়ই চিনিতে পারিত।"

"না, আমাকে চিনিতে পারে নাই। আমি সেদিন ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছিলাম।"

"আচ্ছা, তাহাকে এইখানে লইয়া এস।"

২০

রামকান্ত গমনে উদ্যত হইলে সাহেব বলিলেন, "তুমি ইহার জন্য পুরস্কার পাইবে।"

রামকান্ত বলিল, "হুজুর, এ সব আমাদের কর্ত্তব্য কাজ, আপনি সন্তুষ্ট হইলেই আমাদের যথেষ্ট হইল।"

"এ লোকটার বয়স কত?"

"বাইশ-তেইশ বৎসর হইবে।"

"এত টাকার নোট যাহার সঙ্গে থাকে, সে নিশ্চয়ই বড় লোক; সুতরাং বড় বড় উকীল কৌন্সিলী দিয়া নিজের পক্ষ-সমর্থন করিবে। কৃতান্ত বাবু কাজের লোক—সে এ বিষয়ের অনেক সন্ধান করিতে পারিবে। সম্ভবতঃ সে দোষ স্বীকার করিবে—দেখা যাক্।"

"আমি কি এখানে উপস্থিত থাকিব?"

"না, আমি একা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে চাই।"

"হুজুর, অনুমতি করিলে তিনটা বিষয় বলিতে পারি।"

"বল, তোমার সকল কথা আমি আগে শুনিতে চাই।"

"প্রথম—সে আমাকে দুই হাজার টাকা ঘুস্ দিতে চাহিয়াছিল।"

"কি জন্য?"

"তাহাকে ছাড়িয়া দিলে আর ছবিখানা ফেরৎ দিলে।"

"বটে, হাঁ বুঝা যাইতেছে।"

"তাহার পর সে আমায় গুলি করিবার চেষ্টা করিয়াছিল; তখন তাহাকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিলাম যে, ইহাতে তাহার উপকার হইবে না; তাহাই নিরস্ত হইয়াছিল।"

"তাহা হইলে এই লোকটাই খুনী।"

"তাহার পর এখানে গাড়ী হইতে নামিয়া পকেটে পিস্তল খুঁজিতেছিল—খুব সম্ভব, আত্মহত্যা করিত।"

"পিস্তল ইহার কে লইল?"

"আমি ভাব বুঝিয়া আগেই ইহার পকেট হইতে পিস্তল তুলিয়া লইয়াছিলাম।"

সাহেব হাসিয়া বলিলেন, "তোমার এত বুদ্ধি আছে, তাহা আগে জানিতাম না।"

রামকান্ত পিস্তলটি সাহেবের টেবিলের উপর রাখিলেন। সাহেব বলিলেন, "আমি তোমার উপর বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি। যাও, তাহাকে এইখানে লইয়া এস।"

পরক্ষণেই সুরেন্দ্রনাথ সাহেবের কাছে নীত হইলেন। রামকান্ত তাঁহাকে সাহেবের সম্মুখে রাখিয়া বাহিরে গেল। সাহেব কিয়ৎক্ষণ সুরেন্দ্রনাথকে নিরীক্ষণ করিলেন; তৎপরে সম্মুখস্থ একখানি চেয়ার দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, "বসুন।"

সুরেন্দ্রনাথ কোন কথা না কহিয়া বসিলেন। সাহেব কিয়ৎক্ষণ তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না; একদৃষ্টে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে তিনি ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার একজন কর্ম্মচারী কেন আপনাকে আমার কাছে আনিয়াছে, তাহা কি আপনি জানেন?"

সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "হাঁ মহাশয়, আশ্চর্য্যের বিষয়, এইরূপ সামান্য প্রমাণে—কেবল সন্দেহের উপর নির্ভর করিয়া আপনার কর্ম্মচারী একজন ভদ্রলোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে।"

সাহেব বলিলেন, "আপনি গ্রেপ্তার হইয়াছেন, মনে করিবেন না,

তবে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর, আপনার কাছে একটি হত-স্ত্রীলোকের ছবি পাওয়া গিয়াছে—এ ছবিখানি কোথায় পাইয়াছিলেন, এখানি আপনার কাছে কেন আছে, কতদিন আছে, এ সকল বুঝাইয়া দিলেই আপনি স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইতে পারিবেন।"

সুরেন্দ্রনাথ অবিচলিতভাব রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা পাইয়া বলিলেন, "আপনি যে এ ভাবে কথা কহিতেছেন, ইহাতে আমি বিশেষ সুখী হইলাম।"

"আপনি বোধ হয়, শুনিয়াছেন যে, একটি স্ত্রীলোকের মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে; কেহ তাহার বুকে ছোরা মারিয়া তাহাকে খুন করিয়াছে। এই স্ত্রীলোকটি সম্বন্ধে আমরা কোন কথা জানিতে পারি নাই। এই হত স্ত্রীলোকের ছবি আপনার পকেট-বইয়ে পাওয়া গিয়াছে; সুতরাং আপনি এই ছবি কোথায় পাইলেন, কিরূপে পাইলেন, এ সকল কথা আমরা যে আপনাকে জিজ্ঞাসা করিব, ইহা আশ্চর্য্য নয়। যদি আপনি ছবিখানি কাহার নিকটে পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহার সম্বন্ধে আপনি যাহা জানেন, আমাকে বলিলে আমি বিশেষ বাধিত হইব।"

"আপনার ভুল হইতেছে—আমি এই স্ত্রীলোককে চিনি না।"

"আশা করি, একটু বিবেচনা করিয়া কথা বলিবেন। আপনি যাহাকে আদৌ চিনেন না, তাহার ছবি আপনার নিকটে কেন আসিবে? তবে হইতে পারে, আপনার কোন বন্ধু এই ছবিখানি আপনাকে দিয়াছিলেন; তাহা হইলে সেই বন্ধুর নাম আমাদের বলিয়া দিলেই সমস্ত গোল চুকিয়া যায়।"

"কেহ আমাকে এ ছবি দেয় নাই।"

"তাহা হইলে কেমন করিয়া——"

"ক্ষমা করিবেন, আপনার লোক নিশ্চয়ই আপনাকে বলিয়াছেন, তাহারা কিরূপে এই পকেট-বইখানি পাইয়াছে।"

"বলিয়াছে। একজন চোর আপনার পকেট হইতে বইখানি তুলিয়া লইয়াছিল—সে ধরা পড়িয়াছে।"

"হাঁ, তাহাই ঠিক—এই চোরই এই ছবি আমার পকেট-বইয়ে রাখিয়াছিল। আমার পকেট-বইয়ে এ ছবি ছিল না।"

"হাঁ, আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা সম্ভব কি না, তাহা আপনি ভাবিয়া দেখুন। ইহা কি সম্ভব যে, চোর ছবিখানি আপনার পকেট-বইয়ে রাখিবে? তাহার পর আপনার পকেট হইতে এই বইখানি তুলিয়া লইবার পরেই সে ধরা পড়ে? সুতরাং ইহার ভিতরে ছবিখানি রাখিবার সে আদৌ সময় পায় নাই।"

"এ বিষয়ে তবে আর আমি কি বলিব?"

"ছবিখানি ভাল করিয়া দেখিয়াছেন?"

"না, ভাল করিয়া দেখি নাই।"

"দেখুন দেখি, ইহার নীচে কি লেখা আছে।"

সুরেন্দ্রনাথ দেখিলেন, ছবিখানির নীচে স্ত্রীলোকের হস্তাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে, "ভুল না আমায়।"

১৯

মুহূর্ত্তের জন্য সুরেন্দ্রনাথের মুখ শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গেল, তাহা সাহেব লক্ষ্য করিলেন।

সাহেব তাঁহার প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি করিয়া বলিলেন, "আপনি কি তবে বলিতে চাহেন, যে স্ত্রীলোকটী খুন হইয়াছে, তাহার ন্যায় সুন্দরী যুবতী একটা কুৎসিত হিন্দুস্থানী চোরের প্রেমে পড়িয়া এই ছবিখানি তাহাকে দিয়াছিল? তাহার পর স্বহস্তে লিখিয়াছে, 'ভুলোনা আমায়'; বরং কোন্‌টা সম্ভব যে, আপনার ন্যায় সুপুরুষ সুশিক্ষিত যুবককে এই ছবিখানি দিবে?"

"ইহা কি কেবল অনুমান নহে? এ ছবি আজ আমি প্রথম দেখিয়াছি।"

"সম্ভব, আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা ভাল বিবেচনা করিয়াই বলিতেছেন। আপনি নিশ্চয়ই কেবল কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া মৃত স্ত্রীলোকের ছবি লালদীঘীতে দেখিতে গিয়াছিলেন।"

"ভিড় দেখিয়া ব্যাপার কি দেখিতে গিয়াছিলাম।"

"ভিড় দেখিলেই কি আপনি ভিড়ের মধ্যে যাইয়া থাকেন?"

"তাহা ঠিক নয়।"

"পাঁচ শত টাকার নোট পকেটে করিয়া ভিড়ের ভিতরে গেলেন?"

"আমি একছড়া হার কিনিতে যাইতেছিলাম।"

"কোন্ দোকানে?"

"রাধাবাজারে।"

"আপনি থাকেন কোথায়?"

"বহুবাজারে।"

"তবে রাধাবাজার ছাড়াইয়া লালদীঘীতে আসিয়াছিলেন কেন?"

সুরেন্দ্রনাথ এই প্রশ্নে একটু অপ্রস্তুত হইলেন; বলিলেন, "হাঁ, মনে পড়িয়াছে—জেনারেল পোষ্ট-অফিসে একখানা জরুরী চিঠী ফেলিতে গিয়াছিলাম।"

"তখন এরূপ পোষাক আপনার ছিল না।"

সুরেন্দ্রনাথ এবার প্রকৃতই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন; কি বলিবেন—ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন।

সাহেব বলিলেন, "অস্বীকার করিবেন না, আমার দারোগা আপনাকে লক্ষ্য করিয়াছিল; আপনি একজন গরীব লোকের ন্যায় মলিনবেশে সেখানে গিয়াছিলেন।"

"হাঁ, তাড়াতাড়ি বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছিলাম, কাপড় ছাড়িতে ভুলিয়া যাই।"

"পাঁচ শত টাকা দামের হার কিনিতে যাইতেছেন, আর কাপড় ছাড়িতে ভুলিয়া গেলেন?"

সুরেন্দ্রনাথ কোন উত্তর করিলেন না। কি উত্তর করিবেন? তিনি উকীল—বুঝিলেন, এ অবস্থায় যাহা তিনি বলিবেন, তাহা তাঁহারই বিরুদ্ধে যাইবে।

সাহেব আবার কিয়ৎক্ষণ তাঁহাকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন। পরে ধীরে ধীরে বলিলেন, "মহাশয়, আপনি যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা যুক্তিসঙ্গত নয়। তবে আপনি যে কোন কথা স্বীকার করিতেছেন না, তাহার কারণও আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি—আপনি ভদ্রলোক—পুলিস হাঙ্গামায় মিশিতে ইচ্ছা নাই। তবে ইহাও কি সুশিক্ষিত ভদ্রলোকের কর্ত্তব্য নয় যে, যাহাতে অপরাধী

ধরা পড়িয়া উপযুক্ত দণ্ড পায়, সেজন্য একটুকু চেষ্টা করা? সুতরাং আমি আশা করি, সত্যকথা আর গোপন করিবেন না, সমস্ত আমাকে খুলিয়া বলিবেন।”

সুরেন্দ্রনাথ কোন উত্তর দিলেন না;

সাহেব বলিলেন, “আপনি সত্যকথা না বলিলে বা গোপন করিলে আপনাকেই আমরা খুনী বলিয়া বিবেচনা করিব।”

এবার সুরেন্দ্রনাথ কথা কহিলেন; বলিলেন, “আপনাকে আমার আর কিছু বলিবার নাই। আমি নির্দ্দোষী—আপনার যাহা অভিরুচি করিতে পারেন।”

সাহেব সুরেন্দ্রনাথের এই দৃঢ়তা দেখিয়া কিয়ৎক্ষণ আবার নীরবে রহিলেন। অবশেষে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনার নাম কি?”

“সুরেন্দ্রনাথ বসু;”

“আপনি কি করেন?”

“ওকালতী করি।”

“ওঃ উকীল! কোথায় ওকালতী করেন?”

“হাইকোর্টে।”

“আপনি নূতন উকীল হইয়াছেন, দেখিতেছি।”

“হাঁ, এই এক বৎসরমাত্র হইয়াছি।”

“কোথায় আপনি থাকেন?”

“আমি বহুবাজারে থাকি।”

সাহেব ঘণ্টায় আঘাত করিলেন। অমনি রামকান্ত ছুটিয়া আসিল। সাহেব বলিলেন, “অক্ষয়বাবু আছেন?

“হাঁ, তিনি আছেন।”

“আসিতে বল।”

তৎক্ষণাৎ অক্ষয়কুমার আসিলেন। ঘটনা যাহা ঘটিয়াছে, সাহেব তাঁহাকে সব বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন, "ইঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া ইহার বাড়ী খানা-তল্লাসী করুন।"

সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তাহা হইলে আমি এই খুনের জন্য গ্রেপ্তার হইয়াছি?"

সাহেব বলিলেন, "না, এখনও হয়েন নাই—তবে আপনি সমস্ত কথা খুলিয়া না বলিলে আমি আপনাকে গ্রেপ্তার করিতে বাধ্য হইব।"

অক্ষয়কুমার সুরেন্দ্রনাথকে লইয়া গমনে উদ্যত হইলে, সাহেব বলিলেন, "আপনি সুধামাধব রায় নামে কোন জমিদারকে চিনেন?"

সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "না, এ নামের কোন লোককে আমি চিনি না।"

সুরেন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমারের সহিত প্রস্থান করিলেন।

বাহিরে আসিয়া অক্ষয়কুমার একখানা গাড়ী ভাড়া করিলেন। সেই গাড়ীতে উভয়ে উঠিলে অক্ষয়কুমার রামকান্তকে বলিলেন, "তুমিও সঙ্গে এস।"

রামকান্তও গাড়ীতে উঠিল।

তাঁহারা সকলে বহুবাজারে আসিলেন। গাড়ী আসিয়া সুরেন্দ্রনাথের বাড়ীর দ্বারে থামিল।

সুরেন্দ্রনাথের বাড়ীখানি ছোট হইলেও বেশ সুসজ্জিত। নীচে সুরেন্দ্রবাবুর আফিস ঘর—ভাল টেবিল চেয়ার, ছবি, ঘড়ীতে সজ্জিত—দুইটী ভাল আল্মারীতে স্বর্ণাক্ষর-রঞ্জিত আইন পুস্তকাবলী।

নীচের সমস্ত ঘর দেখিয়া অক্ষয়কুমার, রামকান্ত ও সুরেন্দ্রনাথকে লইয়া উপরে আসিলেন। উপরেও সমস্ত গৃহ তন্ন তন্ন করিয়া দেখা হইল। তখন সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আপনারা সমস্ত দেখা শেষ হইয়াছে?"

অক্ষয়কুমার বলিলেন, "হাঁ, আর কিছু দেখিবার নাই।"

তিনি ফিরিতেছিলেন, এই সময়ে রামকান্ত তাঁহার গা টিপিল অক্ষয়কুমার দাঁড়াইলেন। রামকান্ত একটা ক্ষুদ্র দ্বার দেখাইয়া দিল।

অক্ষয়কুমার বলিলেন; "এই দ্বারের পশ্চাতে একটা ঘর আছে বলিয়া বোধ হয়।"

সুরেন্দ্রনাথ যেন একটু কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন; বলিলেন, "একটা ছোট ঘর আছে—বাজে জিনিষ-পত্র ওখানে আছে- পড়োঘর বলিলেও চলে।"

"দেখিতে ক্ষতি কি, ইহার দ্বারে চাবি দিয়া রাখিয়াছেন কেন?"

"এ ঘরে বিশেষ কোন দরকারী জিনিষ নাই বলিয়া. চাবি দিয়া রাখিয়াছি।"

"বটে, অ-দরকারী বাজে জিনিষের জন্য লোকে চাবী দিয়া থাকে! কই, চাবীটা একবার দেখি।"

সুরেন্দ্রনাথ কম্পিতহস্তে চাবীটা দিলেন, তাহা অক্ষয়কুমার লক্ষ্য করিলেন; রামকান্তও দেখিল—মনে মনে বলিল, "এখানে এবার তিন নম্বর লাস না বাহির হয়!"

অক্ষয়কুমার চাবী খুলিলেন; রামকান্ত দ্বার ঠেলিয়া খুলিয়া ফেলিল। তাঁহারা গৃহমধ্যে গিয়া দেখিলেন, মোটেই অব্যবহার্য্য দ্রব্য সেখানে নাই গৃহটী সুন্দর, সুসজ্জিত—মধ্যস্থলে একখানি টেবিল, ঐ টেবিলের দুইপার্শ্বে দুইখানি সুন্দর চেয়ার—টেবিলের উপর কতকগুলি তাস—দেখিলেই বোধ হয়, দুই ব্যক্তি নির্জ্জনে এই গৃহমধ্যে তাস খেলিতেছিল।

অক্ষয়কুমার ও রামকান্ত এই সকল দেখিয়া বিশেষ বিস্মিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ উভয়ে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তৎপরে অক্ষয়কুমার তাসগুলি তুলিয়া লইয়া এক-একখানি করিয়া দেখিতে লাগিলেন। সবগুলি দেখা হইলে দেখিলেন, তন্মধ্যে ইস্কাবনের টেক্কাখানিই নাই।

২২

রামকান্ত ইহা দেখিয়া আনন্দোজ্জ্বলদৃষ্টিতে অক্ষয়কুমারের দিকে চাহিল। অক্ষয়কুমার ভ্রুকুটি করিলেন। তৎপরে তিনি গৃহ হইতে বাহির হইয়া সুরেন্দ্রনাথকে বলিলেন, "এই কি আপনার বাজে জিনিষ-পত্রের ঘর? চলুন।"

সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আপনারা কি আমাকে এই খুনের জন্য গ্রেপ্তার করিলেন?"

অক্ষয়কুমার বলিলেন, "সাহেবের নিকট চলুন, সকলই জানিতে পারিবেন।"

"আমার বাড়ীতে কি পাহারা রাখিবেন?"

"নিশ্চয়। আপনি উকীল লোক, আপনাকে সকল কথা বুঝাইয়া বলিতে হইবে না।"

অগত্যা সুরেন্দ্রনাথ বাধ্য হইয়া অক্ষয়কুমারের সহিত আবার লাল-বাজারে আসিলেন। প্রথমে অক্ষয়কুমার সাহেবের নিকটে গেলেন, পরক্ষণে সুরেন্দ্রনাথের ডাক হইল।

তিনি উপস্থিত হইলে সাহেব বলিলেন, "এখন কি আপনি দোষ স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছেন?"

সুরেন্দ্রনাথ কথা কহিলেন না।

সাহেব বলিলেন, "আপনি বৃথা আমাদিগকে কষ্ট দিতেছেন।"

সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আপনারা সম্পূর্ণ ভুল বুঝিতেছেন; কষ্ট আমিই পাইতেছি। এই স্ত্রীলোককে আমি জানি না, কখনও চোখে দেখি নাই আপনারা বৃথা আমায় ধৃত করিতেছেন।"

"এ সকল বিচারালয়ে বলিবেন।"

"তাহা হইলে আপনারা কি আমাকে ধৃত করিলেন ?"

"হাঁ, উপায় নাই।"

"জামীন দিবেন না ?"

"খুনী মোকদ্দমায় কি জামীন হয় ? আপনি উকীল, ইহা অবগত আছেন।"

"তাহা হইলে আমার পিতাকে সংবাদ দিতেও কি অনুমতি দিবেন না ?"

"হাঁ, ইহা অবশ্যই দিব—বলুন, আপনার পিতার নাম কি ? কোথায় তিনি থাকেন ?"

"তাঁহার নাম গোবিন্দরাম বসু, মাণিকতলায় থাকেন।"

"আপনার পিতার নাম কি বলিলেন ?"

"গোবিন্দরাম বসু।"

সাহেব বিস্মিতভাবে বলিয়া উঠিলেন, "মাণিকতলায় থাকেন, গোবিন্দরাম—যিনি পুলিসে পূর্ব্বে কাজ করিতেন ?"

"হাঁ, তিনিই আমার পিতা।"

সাহেব অক্ষয়কুমারের দিকে চাহিলেন। রামকান্ত বিস্ফারিতনয়নে উভয়ের দিকে চাহিয়া রহিল।

সাহেব কিয়ৎক্ষণ পরে ধীরে ধীরে বলিলেন, "আপনার পিতাকে আমরা সকলেই বিশেষ সম্মান করিয়া থাকি—সুতরাং আপনার এ অবস্থা ঘটায় আমরা সকলেই বিশেষ দুঃখিত হইলাম; তাঁহার বৃদ্ধ বয়সে যে মনঃকষ্ট হইল, ইহাতে আমরা সকলেই বিশেষ দুঃখিত—কি করিব উপায় নাই। আমি এখনই তাঁহাকে সংবাদ দিব।"

সুরেন্দ্রনাথ হাজতে প্রেরিত হইলেন। অক্ষয়কুমার ও রামকান্ত

বাহির হইয়া আসিলেন। রামকান্ত দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া দুঃখিত-ভাবে বলিল, "এমন জানিলে কে এ কাজে হাত দিত? গোবিন্দরাম আমাকে মানুষ করিয়াছিলেন—আর আমিই তাঁহার ছেলেকে ফাঁসী-কাঠে ঝুলাইতে ধরিয়া আনিলাম—ইহা অপেক্ষা আমার মৃত্যু হইল না কেন?"

সেইদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে একখানি গাড়ী আসিয়া গোবিন্দরামের বাড়ীর দ্বারে লাগিল। দুইটি স্ত্রীলোক গাড়ী হইতে নামিয়া দ্রুতপদে বাটীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদের দেখিয়া গোবিন্দরাম অগ্রসর হইলেন।

আসিয়াছিলেন—সুহাসিনী ও সুহাসিনীর মা। সুহাসিনীর মা ব্যাকুল-ভাবে বলিলেন, "সুরেন্দ্রনাথ এখানে আছে?"

তাঁহার ভাব দেখিয়া গোবিন্দরাম বলিলেন, "কেন, সে নিশ্চয়ই আদালত হইতে বাসায় এতক্ষণে ফিরিয়াছে।"

"তবেই সর্ব্বনাশ হইয়াছে।"

"কেন, কি হইয়াছে?"

"বাসায় সে নাই।"

"তবে কোন কাজে বাহির হইয়া গিয়াছে—এখনই ফিরিবে।"

"না, সকালে সে আমাদের বাড়ী গিয়াছিল, তাহার পর আর বাসায় যায় নাই।"

"কে বলিল?"

"লোক পাঠাইয়াছিলাম।"

"তা' হয় ত অন্য কোন বন্ধুর বাড়ী নিমন্ত্রণ ছিল, সেখান হইতে আদালতে গিয়াছে—আপনি এত ব্যাকুল হইতেছেন কেন?"

"ব্যাকুল হইতেছি কেন? সর্ব্বনাশ হইয়াছে!"

"কি হইয়াছে, সকল বলুন।"

সুহাসিনীর জননী প্রাতে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সমস্ত গোবিন্দরামকে বলিলেন। শুনিয়া গোবিন্দরাম বলিলেন, "তাহার সহিত সুরেন্দ্রনাথের যাওয়া উচিত হয় নাই। সে লোকটার চেহারা কেমন?"

"এই সাধারণ লোকের মত।"

"পুলিসের লোক নয় ত?"

"কেমন করিয়া বলিব?"

এই সময়ে ভৃত্য আসিয়া একখানা কাগজ গোবিন্দরামের হাতে দিল। গোবিন্দরাম কাগজখানি দেখিয়া বলিলেন, "হাঁ, আপনারা অপেক্ষা করুন, বোধ হয়, এখনই তাহার সংবাদ পাইব। পুলিসের একটি লোক আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন।"

এই বলিয়া গোবিন্দরাম তাড়াতাড়ি বাহিরের ঘরে আসিলেন। দেখিলেন, অক্ষয়কুমার আসিয়াছেন। তিনি তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তাহা হইলে সত্যসত্যই আমার ছেলে গ্রেপ্তার হইয়াছে?"

অক্ষয়কুমার বলিলেন, "তাহা হইলে আপনি শুনিয়াছেন?"

"অনুমান মাত্র—কেন ধৃত হইয়াছে, জানি না।"

অক্ষয়কুমার কি বলিবেন, স্থির করিতে না পারিয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন।

গোবিন্দরাম বলিলেন, "বলনা—দেখিতেছ না, আমি কত কষ্ট পাইতেছি? সে আমার একমাত্র পুত্র—জীবনের অবলম্বন—কি অপরাধে তোমরা তাহাকে ধৃত করিয়াছ?"

অক্ষয়কুমার, গোবিন্দরামের প্রাণে আঘাত লাগিবার ভয়ে কিছুই বলিতে পারিলেন না। গোবিন্দরাম বলিলেন, "তবে কি তুমি অক্ষয়, আমাকে বৃথা কষ্ট দিতে আসিয়াছ?"

অক্ষয়কুমার বলিলেন, "আপনি বাগবাজারের সেই খুনের কথা শুনিয়াছেন ?"

গোবিন্দরাম বলিলেন, "হাঁ, কি হইয়াছে ?"

অক্ষয়কুমার বলিলেন, "সেই খুনের জন্য আপনার পুত্র গ্রেপ্তার হইয়াছেন।"

গোবিন্দরাম কয়েক মুহূর্ত্ত কোন কথা কহিলেন না। অক্ষয়কুমার বুঝিলেন, তিনি প্রাণে নিদারুণ আঘাত পাইয়াছেন।

কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া গোবিন্দরাম ধীরে ধীরে বলিলেন, "তোমরা তাহার বিরুদ্ধে নিশ্চয় প্রমাণ পাইয়াছ।"

"হাঁ, তিনি ছদ্মবেশে লালদীঘীতে সেই মৃত স্ত্রীলোকের ছবি দেখিতে গিয়াছিলেন। সেইখানে একটা চোর তাঁহার পকেট হইতে তাঁহার পকেট-বই তুলিয়া লয়; সেই পকেট-বহির ভিতরে এই মৃত স্ত্রীলোকের ছবি পাওয়া গিয়াছে; তাঁহাকেই আমরা বাগবাজারের বাড়ীতে রাত্রে দেখিয়াছিলাম—আমাকে ছোট ঘরে বন্ধ করিয়া পলাইয়া যান—তাহার পর রামকান্তকে পুলিসের লোক বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়া চলিয়া যান, রামকান্ত তাহাকে চিনিয়াছে।"

"আমার পুত্র সব স্বীকার করিয়াছে ?"

"না, তিনি সব অস্বীকার করেন; বলেন, ছবি তাঁহার পকেট-বইয়ে ছিল না—সেই চোরটা তাহা রাখিয়াছিল।"

"এইমাত্র ?"

"না, একখানা চিঠীর খাম বাগবাজারের বাড়ীতে আমরা পাইয়াছিলাম, সেখানা তাঁহার হাতে লেখা।"

"ইহাও অনুমান।"

"না, অনায়াসেই তাহা সপ্রমাণ হইবে। তাহার পর তাঁহার বাসা

থানা-তল্লাসী করায় একটা ঘরে কতকগুলি তাস পাওয়া গিয়াছে—তাহার ভিতরে ইস্কাবনের টেক্কাখানি নাই।"

"ইহাও প্রকৃষ্ট প্রমাণ নহে।"

"আরও আছে, তিনি রামকান্তকে ছবিখানির জন্য দুই হাজার টাকা ঘুস দিতে চাহিয়াছিলেন; তাহার পর ছবিখানি পাইবার জন্য তাহাকে গুলি করিতেও উদ্যত হইয়াছিলেন, শেষ নিজেও আত্মহত্যা করিতে চেষ্টা করেন।"

গোবিন্দরাম কোনও উত্তর না দিয়া কিয়ৎক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। অবশেষে ধীরে ধীরে বলিলেন, "এরূপ অবস্থায় তাহাকে ধৃত করিয়া যে আপনারা অন্যায় করিয়াছেন, এ কথা আমি বলিতে পারি না; তবে ইহাও বলি, সে নির্দ্দোষী—সুরেন্দ্রনাথ কখনই এরূপ ভয়ানক কাজ করিতে পারে না; এ কথা আমি জোর করিয়া বলিতেছি—আর ইহা আমি সপ্রমাণ করিব।"

"ভগবান্ করুন, তাহাই হউক—আমরা এ ব্যাপারে সকলেই দুঃখিত হইয়াছি।"

"কে তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছে?"

"রামকান্ত।"

"ওঃ! সে অনেক দিন আমার সঙ্গে কাজ করিয়াছে, আমি তাহার সহিত দেখা করিয়া সকল শুনিব। কবে বিচার আরম্ভ হইবে?"

"কাল ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে হাজির হইবেন।"

"কাল কলিকাতাশুদ্ধ লোক জানিবে, আমার ছেলে খুনী; তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণ যথেষ্ট হইয়াছে, স্বীকার করি; তবুও আমি বলিতেছি, সে নির্দ্দোষী।"

"ভগবান্ তাহাই করুন। আমরা সকলে তাহাই চাই।"

"আমি জানি, তোমরা সকলেই আমাকে সম্মান কর। এখন এই হাবাই কেবল বলিতে পারে, খুনী কে? আমি সাহেবকে যেরূপ যুক্তি দিয়াছিলাম, তাহাতেই বেশ বুঝিতে পারা গিয়াছে, এই হাবা এ সহরের লোক নয়। এ হাবা কোথাকার লোক, তাহাই আমাকে প্রথমে অনুসন্ধান করিতে হইবে।"

"আমরা সে চেষ্টায় আছি।"

"কৃতান্তকুমার আমার ছেলের ধৃত হওয়া সম্বন্ধে কিছু করিয়াছে?"

"না, কিছু নয়—বরং তিনি এ কথা শুনিয়া বিশেষ দুঃখিত ও বিস্মিত হইয়াছেন।"

"এই পর্য্যন্ত—এখন আমি তাহাকে নির্দ্দোষী প্রমাণ করিব—আমি জানি, সে কথনই এরূপ ভয়ানক কাজ করিতে পারে না।"

অক্ষয়কুমার প্রস্থান করিলেন। গোবিন্দরাম প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সুহাসিনীর জননীকে বলিলেন, "ভুলক্রমে সুরেনকে পুলিসে ধরিয়াছে, কোন ভয় নাই—সে শীঘ্রই মুক্তি পাইবে।"

তাঁহারা কিছু আশ্বস্ত হইয়া গৃহে ফিরিলেন।

২৩

সুরেন্দ্রনাথ, গোবিন্দরামের একমাত্র পুত্র। অতি শৈশবে মাতৃহীন হওয়ায় পিতাই তাঁহাকে মানুষ করিয়াছেন। তাঁহার এইরূপ বিপদে পিতা হৃদয়ে যে গুরুতর আঘাত পাইলেন, তাহা বর্ণনাতীত; তবে গোবিন্দরাম নিজ মনোভাব প্রকাশ করিবার লোক ছিলেন না—তাঁহার হৃদয়ের যন্ত্রণা বাহিরে কেহই জানিতে পারিল না।

সুরেন্দ্রনাথকে পুলিস যে ভ্রমক্রমে ধৃত করিয়াছে, ইহা তাঁহার দৃঢ়-বিশ্বাস, সুরেন্দ্র কখনও এরূপ ভয়াবহ কাজ করিতে পারে না; তিনি পুলিসের এ ভ্রম দূর করিবেন। প্রথমে তিনি পুত্রের সহিত দেখা করিবার ইচ্ছা করিলেন। ভাবিলেন, "সে পুলিসের কাছে কোন কথা না বলুক, আমার কাছে কিছুই গোপন করিবে না। তাহার মুখে সকল শুনিলেই সব বুঝিতে পারিব—গোলযোগও তখনই মিটিয়া যাইবে।"

তিনি পরদিবস প্রাতেই পুলিস-কমিশনার সাহেবের সহিত দেখা করিতে চলিলেন। পুলিসে আফিসে আসিয়া প্রথমেই তিনি রামকান্তকে দেখিতে পাইলেন।

তাঁহাকে দেখিয়া রামকান্ত বড় লজ্জিত হইল। এক সময়ে সে গোবিন্দরামকে গুরু বলিয়া কত সম্মান করিয়াছে, আর সে-ই আজ তাঁহার একমাত্র পুত্রকে খুনের দায়ে ধৃত করিল। সে কিরূপে গোবিন্দ-রামকে মুখ দেখাইবে?

রামকান্তের মনের অবস্থা বুঝিয়া গোবিন্দরাম তাহাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য বলিলেন, "কাল আমার ছেলেকে ধরিয়াছ বলিয়া লজ্জিত হইতেছ? ইহাতে আমি তোমার উপর অসন্তুষ্ট হই নাই; না ধরিলে তোমার কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা করিতে। তবে এটাও স্থির, তুমি ভুল বুঝিয়াছ, তাহাতেও তোমার দোষ নাই—তোমার উপরওয়ালারাও তোমারই মত ভুল বুঝিয়াছেন।"

রামকান্ত বলিল, "আমি আপনাকে কি বলিয়া মুখ দেখাইব, তাহাই ভাবিতেছিলাম——"

"না—না—ইহাতে লজ্জার বিষয় কি আছে? আমি আমার ছেলের সঙ্গে এখনই দেখা করিব; তাহার পর সকল গোলই মিটিয়া যাইবে। সাহেব কোথায়?"

"সাহেব আপনার ছেলেকে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট লইয়া গিয়াছেন; এখনই ফিরিবেন।"

"এত তাড়াতাড়ি কেন?"

"চব্বিশ ঘণ্টার অধিক ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে না লইয়া গিয়া আসামী কিরূপে রাখিবেন?"

"হাঁ, সে কথাও ঠিক।"

"এই যে সাহেব আসিয়াছেন।"

গোবিন্দরাম সাহেবের সম্মুখীন হইলে সাহেব সমাদরে তাঁহার কর-মর্দ্দন করিয়া বলিলেন, "আপনার এ বিপদে আমরা সকলেই বিশেষ দুঃখিত হইয়াছি।"

গোবিন্দরাম বলিলেন, "সকল গোলযোগই মিটিয়া যাইবে—আমার ছেলে এরূপ ভয়ানক কাজ করিতে পারে না—কখন করেও না।"

"আমরা ইহাতে সকলেই বিশেষ সন্তুষ্ট হইব। তবে প্রমাণ বড় কঠিন——"

"ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে কি বলিল?"

"সেই এক কথা—চোর তাহার পকেট-বইয়ে ছবিখানা রাখিয়াছিল।"

"তাহাই সম্ভব।"

"না, সম্পূর্ণ অসম্ভব, চোর পকেট-বইখানা তুলিয়া লইবার একটু পরেই ধরা পড়ে—সুতরাং সে ছবি কখন পকেট বইয়ে রাখিবে? সে-ও বলে যে, সে ছবিখানা দেখে নাই—পকেট-বইয়ে ছিল, তাহাও জানে না।"

"আমার ছেলে বলিতেছে যে, মৃত স্ত্রীলোকটিকে সে একেবারেই চিনে না।"

"হাঁ, কিন্তু কাজটা ভাল হইতেছে না, কিছু না বলা—চুপ করিয়া থাকা মানেই একরূপ দোষ স্বীকার করা।"

"ইহার কোন মানে নাই।"

"অক্ষয়কুমার বাগবাজারের বাড়ীতে রাত্রে লুকাইয়া ছিলেন। সেই বাড়ীতে রাত্রি বারটার সময়ে একটী লোক আসে; সে বিনোদিনী নামে এই হত স্ত্রীলোককে ডাকিয়াছিল। কাজেই অক্ষয়কুমার তাঁহার মুখ যদিও তখন দেখিতে পান নাই, তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, সেই লোকটার কণ্ঠস্বর ও আপনার ছেলের কণ্ঠস্বর এক; কেবল ইহাই নহে—রামকান্ত ইহার সহিত কথা কহিয়াছিল; সে-ও বলে যে, আপনার ছেলেই সে লোক। তাহার পর এই ছবি—স্ত্রীলোকের বাড়ীতে যে একখানা খাম পাওয়া গিয়াছে, তাহাও আপনার ছেলের হাতের লেখা; সুতরাং এমন প্রমাণসত্ত্বেও ইনি বলিতেছেন যে, স্ত্রীলোকটিকে আদৌ চিনেন না—জানেন না। ইহা কি যুক্তিসঙ্গত? সেইখানে একজন মুদী আছে, সে-ও বলিতেছে যে, সুরেন্দ্রবাবুকে সে দুই-একবার এই বাড়ীতে আসিতে দেখিয়াছে।"

"আমি কি একবার তাহার সহিত দেখা করিতে পাইব?"

"হাঁ, তাহা আপনি অবশ্যই পাইবেন, তবে——"

"বুঝিয়াছি আপনি উপস্থিত থাকিবেন; তবে একটা অনুরোধ, আপনি পার্শ্বের একটা ঘরে থাকিয়া আমাদের কথাবার্ত্তা শুনিবেন, কারণ প্রকাশ্যভাবে আপনারা কেহ উপস্থিত থাকিলে হয় ত সে কোন কথা বলিবে না।"

"গোবিন্দরাম বাবু, আপনি যাহা করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, তাহাতে গুরুতর আশঙ্কার সম্ভাবনা আছে, তাহা অবশ্যই আপনি বুঝিতেছেন।"

"হাঁ, তাহা আমি জানি। যদি সে আমার নিকটে দোষ স্বীকার করে—আর আপনি তাহা শুনিতে পান, তাহা হইলে তাহার রক্ষা পাইবার আর কোনই উপায়ই থাকিবে না; তথাপি জানিয়া-শুনিয়াই

আমি এ কাজ করিতেছি, কারণ আমার স্থির বিশ্বাস, আমার পুত্র খুন করে নাই।”

“এরূপ অবস্থায় আমি আর কি বলিব?”

“তাঁহার বিরুদ্ধে প্রমাণ কতক কতক সংগ্রহ হইয়াছে, স্বীকার করি—তবে তাহার স্বপক্ষে সুবিধাজনক কি কি প্রমাণ আছে, যদি আপনার আপত্তি না থাকে, জানাইলে বিশেষ বাধিত হইব।”

“তাঁহার পক্ষে বেশী কিছু আমি দেখিতেছি না; তবে সে লোকটা রামকান্তকে একখানা পুলিসের কার্ড দেখাইয়াছিল—আপনার ছেলের নিকটে বা তাঁহার বাড়ীতে এরূপ কোন কার্ড পাওয়া যায় নাই।”

“হাঁ, এই একটা।”

“তাহার পর এই হাবা, যদি সে তাঁহাকে চিনিতে না পারে, তাহা হইলে অনেকটা তাঁহার পক্ষে সুবিধা হইবে; আর যদি চিনিতে পারে, তাহা হইলে বুঝিতেই পারিতেছেন।”

“হাবা ইহাকে চিনিতে পারিবে না—আমার ধ্রুব বিশ্বাস। এখনও আপনারা সেই হাবাকে তাহার সম্মুখে আনেন নাই কেন?”

“আজ বা কাল আনিব। কথা হইতেছে, জেলে দুইজনকে সম্মুখীন করাইব না। এখানে না আদালতে, কি হাকিমের সম্মুখে—কোথায় দেখা করান যুক্তিসঙ্গত, এ বিষয়ে আমি কৃতান্তকুমারের সহিত পরামর্শ করিব, মনে করিয়াছি।”

“কৃতান্তকুমার! তিনি কি এ মোকদ্দমায় আছেন?”

“হাঁ, আপনিই ত তাঁহার কথা বলিয়াছিলেন।”

“হাঁ, মনে পড়িয়াছে—তাঁহার সঙ্গে একবার দেখা হয় না?”

“তিনি এখনই এখানে আসিবেন। বেলা হইতেছে, চলুন।”

তখন গোবিন্দরাম সাহেবের সহিত হাজতের দিকে চলিলেন।

২৪

গোবিন্দরামকে একটি গৃহমধ্যে রাখিয়া সাহেব অগ্রসর হইলেন।

সুরেন্দ্রনাথকে একটি স্বতন্ত্র ঘরে আনা হইল; সেখানে আর যাহারা ছিল, সাহেব সকলকে সরাইয়া দিলেন। তাহার পরে গোবিন্দরামকে সেই ঘরে পাঠাইয়া দিয়া নিজে পার্শ্ববর্ত্তী একটা ঘরে উপস্থিত রহিলেন। তিনি যেখানে দাঁড়াইলেন, সেখান হইতে পিতা পুত্রের সমস্ত কথা বেশ স্পষ্ট শুনিতে পাওয়া যাইবে।

গোবিন্দরাম পুত্রের অবস্থা দেখিয়া নিতান্ত বিচলিত হইয়া পড়িলেন; কিন্তু অতি কষ্টে হৃদয়ের ভাব উপশমিত করিলেন।

পিতাকে দেখিয়া সুরেন্দ্রনাথের মুখ লজ্জায় ও দুঃখে আরক্তিম হইল। তিনি অবনতমস্তকে নীরবে বসিয়া রহিলেন। মস্তক তুলিয়া পিতার দিকে চাহিয়া দেখেন, এমন সাহস তাঁহার ছিল না।

গোবিন্দরাম ধীরে ধীরে বলিলেন, "সুরেন, এখন তুমি পুলিসের লোকের সম্মুখে বা হাকিমের সম্মুখে নও—আমাকে সব খুলিয়া বল; আমার কাছে কোন কথা গোপন করিয়ো না—আমি বুঝিয়াছি, ইহারা ভুল করিয়া তোমাকে এই খুনের মোকদ্দমায় জড়াইতেছে।"

পুত্রের মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল। পুত্র ধীরে ধীরে জড়িতকণ্ঠে বলিলেন, "বাবা, আমার কিছুই বলিবার নাই—যাহা বলিবার ছিল, ইহাদের বলিয়াছি; নিশ্চয়ই আপনি তাহা শুনিয়াছেন।"

গোবিন্দরাম পুত্রের মুখে এ কথা শুনিবার আশা করেন নাই। তিনি বিস্মিত ও স্তম্ভিতভাবে পুত্রের নিকট হইতে দুই পদ সরিয়া দাঁড়াইলেন; ক্ষণপরে বলিলেন, "খুনী বলিয়া তুমি ধরা পড়িয়াছ—তোমার বাপের

কাছেও তোমার এ অবস্থায় কিছু বলিবার নাই? এ কথা মিথ্যা-কথা—ঘোর মিথ্যাকথা! নিজের নির্দ্দোষতা প্রমাণ করিবার কি চেষ্টা করা কর্ত্তব্য নয়?"

"যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছি; ইহারা কোন কথাই শুনে না।"

"অবশ্যই শুনিবে, তুমি বাগবাজারের সেই বাড়ীটায় কখনও গিয়াছ?"

সুরেন্দ্রনাথ নীরবে রহিলেন।

গোবিন্দরাম ব্যাকুলভাবে বলিলেন, "এ বয়সে আমাকে কষ্ট দেওয়াই কি তোমার ইচ্ছা?"

সুরেন্দ্রনাথের চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া আসিল। তিনি বাষ্পসংরুদ্ধ-কণ্ঠে বলিলেন, "বাবা, আমাকে কি করিতে বলেন? আমায় যাহা কিছু বলিবার ছিল, বলিয়াছি।"

"তাহা হইলে তুমি বলিতে চাও যে, ছবিখানা সেই চোর তোমার পকেট-বইয়ে রাখিয়াছিল?"

"হাঁ।"

"ছদ্মবেশে তুমি সেই মৃত স্ত্রীলোকের ছবি দেখিতে গিয়াছিলে কি জন্য?"

"ভিড় দেখিয়া গিয়াছিলাম।"

"তোমার বাসায় যে তাসগুলি পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে একখানা নাই—ইস্কাবনের টেক্কাখানাই নাই।"

"হারাইয়া গিয়াছিল—সেইজন্য কি আমি খুনী?"

"যে খাম ইহারা পাইয়াছে, তাহাতে তোমার হস্তাক্ষর।"

"ইহারা ভুল করিতেছে, আমার লেখা নহে; আমার মত বটে।"

"ইহাদের একজন ইন্‌স্পেক্টর সেই বাড়ীতে তোমার কণ্ঠস্বর শুনিয়াছিল, একজন দারোগা তোমাকে দেখিয়াছিল।"

"ইহারা ভুল করিয়াছে, আমি সে লোক নহি।"

গোবিন্দরাম কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিলেন, "তোমাকে সন্দেহ করিবার অনেক প্রমাণ পাইয়াছে, স্বীকার করি; কিন্তু আমি তোমাকে রক্ষা করিব—এই খুনের রহস্য ভেদ করিব। আমি জানি, আমার সুরেন কখনও এরূপ কাজ করিতে পারে না; তুমি বোধ হয়, জান না যে, আমি এক সময়ে——"

"জানি।"

"কিরূপে জানিলে? আমি তোমায় কখনও বলি নাই।"

"না, আপনার কাগজ-পত্রের ভিতরে একখানা পুলিসের কার্ড পাইয়াছিলাম।"

২৫

সহসা সম্মুখে বিনামেঘে বজ্রাঘাত হইলেও গোবিন্দরাম বোধ হয়, এতটা বিস্মিত হইতেন না। প্রকৃতই তিনি পুত্রের মুখে কার্ডের কথা শুনিয়া যেন বজ্রাহত হইলেন। তবে—তবে সুরেন্দ্রনাথ আগা-গোড়াই মিথ্যা-কথা বলিতেছে—তাহা হইলে সে এই কার্ডই সেদিন রামকান্তকে দেখাইয়াছিল—কি ভয়ানক!

কিয়ৎক্ষণ গোবিন্দরাম কথা কহিতে পারিলেন না। তৎপরে প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "সে কার্ড কি করিয়াছ?"

"সেইখানেই পুড়াইয়া ফেলিয়াছিলাম।"

গোবিন্দরাম সবলে নিঃশ্বাস ফেলিলেন। তৎপরে ধীরে ধীরে বলিলেন, "বোধ হয়, তুমি শুনিয়াছ, স্ত্রীলোকটীর মৃতদেহ যে বাক্সের ভিতরে

পাওয়া গিয়াছে, ঐ বাক্সটা একটা হাবালোক মাথায় করিয়া লইয়া যাইতেছিল; এই হাবা নিশ্চয়ই খুনীকে চেনে।"

"এই হাবাকে আমার সম্মুখে আনিলেই ত হয়; আমি কোন হাবাকে চিনি না।"

"আমি এ কথা নিশ্চিত জানি, তোমাকে না চিনিতে পারিলে কাজ অতি সহজ হইয়া আসিবে। যাহাতে আজই হাবাকে তোমার কাছে আনা হয়, তাহা আমি করিব। আমি জানি, আমার ছেলে কখনই এ রকম ভয়াবহ কাজ করিতে পারে না। ভয় নাই, তুমি শীঘ্রই মুক্তি পাইবে। সুহাসিনী ও তাহার মা ব্যাকুল হইয়া আমার কাছে কাল ছুটিয়া আসিয়াছিলেন—আমি তাঁহাদেরও আশ্বস্ত করিব।"

সুরেন্দ্রনাথ কোন কথা কহিলেন না।

গোবিন্দরাম বাহির হইয়া আসিলেন। সাহেবও বাহির হইলেন। গোবিন্দরাম বলিলেন, "সকল শুনিতে পাইয়াছেন?"

"হাঁ, কিন্তু ইহাতে আপনার ছেলে যে নির্দ্দোষী, তাহা প্রমাণ হইতেছে না; বরং তিনি একটা গুরুতর বিষয় স্বীকার করিলেন।"

"বুঝিয়াছি, কার্ডের বিষয়। কার্ড পুড়াইয়া ফেলিয়াছিল।"

"হাঁ, ইহা স্বীকার করি, এখন হাবার উপরই অনেকটা নির্ভর করিতেছে; হাবা যদি সুরেন্দ্রকে চিনিতে না পারে——"

"বা চিনিতে পারিল না বলিয়া ভাণ করে, তাহা হইলে কতকটা তাহার স্বপক্ষে যাইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।"

"তাহা হইলে আজই এই কাজটা করুন।"

"হাঁ, তাহাই করিব—এই যে কৃতান্ত বাবুও আসিয়াছেন।"

কৃতান্তকুমার, গোবিন্দরামকে সসম্মান-সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, "আপনার পুত্রের বিপদের কথা শুনিয়া যার-পর-নাই দুঃখিত হইয়াছি।

যাহাতে কর্ত্তব্যে কোন ব্যাঘাত না হয়, এরূপভাবে আপনার পুত্রকে নিরপরাধ সপ্রমাণ করিতে আমি প্রাণপণে চেষ্টা করিব।"

গোবিন্দরাম কৃতান্তের সৌজন্যে বিশেষ মুগ্ধ হইয়া বলিলেন, "আমি জানি, আপনারা সকলেই আমাকে বিশেষ অনুগ্রহ করেন।"

সাহেব কৃতান্তকুমারের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমি হাবাকে সুরেন্দ্রনাথের সম্মুখে আজই লইতে চাহি; তবে কথা হইতেছে যে, তাহাদের দুইজনকে এখানে আনিব—না জেলে দেখা করাইব—না আদালতে লইয়া যাইব?"

কৃতান্তকুমার বলিলেন, "যখন অনুগ্রহ করিয়া আমাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তখন আমি দুই-একটি বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিতে বলি। শুনিয়াছি, এই হাবা খুব চালাক—আমি ইচ্ছা করিয়াই এতদিন ইহার সম্মুখে যাই নাই। প্রথমে এ হাবা যদি আমাকে পুলিসের লোক বলিয়া চিনিতে পারে, তাহা হইলে সাবধান হইয়া যাইবে; ইহাকে দিয়া আর কোন কাজ পাইব না।"

সাহেব বলিলেন, "হাঁ, আপনার প্রস্তাব কি শুনি।"

কৃতান্তকুমার বলিলেন, "আমি প্রস্তাব করি যে, সুরেন্দ্র বাবুর সঙ্গে তাঁহার বাসায় এই হাবার দেখা করাই ঠিক।"

গোবিন্দরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, উদ্দেশ্য কি?"

কৃতান্তকুমার বলিলেন, "সে যদি বুঝিতে পারে যে, তাহার ন্যায় তাহার মনিব সুরেন্দ্র বাবুও পুলিসে ধরা পড়িয়াছেন, তখন সে আর কিছুই বলিবে না; আরও হাবা হইয়া যাইবে। আর যদি হাবা বুঝিতে পারে যে, পুলিস এবার তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছে, তাহা হইলে সে অনায়াসে আমার সঙ্গে সুরেন্দ্র বাবুর বাড়ী যাইবে। এদিকে আপনারা সুরেন্দ্রবাবুকে তাঁহার বাড়ী লইয়া যাইবেন; সেখানে

তাঁহাকে একা দেখিতে পাইলে হাবা আর বজ্জাতি করিবে না। যদি সুরেন্দ্র বাবুকে সে যথার্থই চিনে, তাহা হইলে ধরা পড়িবে; আর যদি না চিনে, তাহাও আমরা বেশ জানিতে পারিব; তখন সুরেন্দ্রবাবু যে নির্দ্দোষী, তাহাতে আর কোন সন্দেহ থাকিবে না।"

সাহেব চিন্তিতভাবে বলিলেন, "হাঁ, আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা ঠিক। গোবিন্দরাম বাবু কি বলেন?"

গোবিন্দরাম বলিলেন, "কৃতান্তবাবুর প্রস্তাব মন্দ নয়—এ বিষয়ে আর বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নয়।"

সাহেব বলিলেন, "দেখিতেছেন যে, যদি কোনরূপে হাবা প্রকাশ করে যে, সে আপনার ছেলেকে চিনে, তাহা হইলে তাহার সমূহ বিপদ্।"

গোবিন্দরাম বলিলেন, "তাহা জানি, তবে আমি সুরেন্দ্রের নির্দ্দোষতা সম্বন্ধে এতই নিশ্চিত আছি যে, আমি ইহাতে ভীত হইতেছি না।"

সাহেব কৃতান্তবাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনি কিরূপ বন্দোবস্ত করিতে চাহেন?"

"আজ বৈকালে আপনি সুরেন্দ্র বাবুকে, তাঁহার বাড়ীতে লইয়া যাইবেন; অক্ষয়বাবুও থাকিবেন—গোবিন্দরাম বাবুও সেইখানে থাকিবেন।"

"বেশ, আর হাবা সম্বন্ধে?"

"আমি দূরে একখানা গাড়ীতে থাকিব। হাবাকে জেল হইতে এমনভাবে ছাড়িয়া দিবেন যে, সে যেন বুঝিতে পারে, যথার্থ ই তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে; তখন আমি তাহাকে নিকটে আসিতে সঙ্কেত করিব; সে নিশ্চয় কে তাহাকে ডাকিতেছে, তাহা দেখিতে আসিবে; আমি তখন তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিব যে, আমি তাহার

মনিবের লোক; তাহার পর তাহাকে গাড়ীতে তুলিয়া লইয়া সুরেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে আনিব।"

"জেল হইতে ছাড়িয়া দিলে সে না পালায়।"

"না, পালাইবে কিরূপে? হাজতের সম্মুখে রামকান্ত ও শ্যামকান্ত হাজির থাকিবে; যতক্ষণ না সে আমার গাড়ীতে উঠে, ততক্ষণ তাহারা তাহার উপর দৃষ্টি রাখিবে।"

"ইহা ভাল বন্দোবস্ত; তবে তাহাদের না চিনিতে পারে।"

"তাহারা ছদ্মবেশে থাকিবে।"

"আচ্ছা, এই বন্দোবস্তই ঠিক থাকিল; আমি আর অক্ষয়বাবু সুরেন্দ্রবাবুকে লইয়া তাঁহার বাড়ীতে যাইব। গোবিন্দরাম বাবু, আপনিও সেখানে অবশ্য থাবিবেন।"

গোবিন্দরাম এতক্ষণ চুপ্ করিয়াছিলেন; বলিলেন, "নিশ্চয়ই থাকিব।"

সাহেব বলিলেন, "আমি এখনই সব বন্দোবস্ত ঠিক করিবার জন্য হুকুম দিতেছি।"

তখন গোবিন্দরাম অনেকটা আশ্বস্তচিত্তে গৃহে ফিরিলেন।

২৬

সন্ধ্যার প্রাক্কালে হাজতের দ্বার হইতে প্রায় দুই শত হস্ত দূরে একখানা গাড়ী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ঠিক দ্বারের সম্মুখে পথের অপর পার্শ্বে দুইব্যক্তি দাঁড়াইয়া ছিল। তাহারা আর কেহই নহে, পূর্ব্বপরিচিত রামকান্ত ও শ্যামকান্ত।

রামকান্ত বলিল, "এই হাবাটা আমাদের একটা অপঘাত মৃত্যু না ঘটাইয়া ছাড়িবে না, দেখিতেছি। আর আমাদের উপরওয়ালাদেরও মাথা একদম খারাপ হইয়া গিয়াছে, ক্রমাগত হাবাকে জেলে পুরিতেছে—আর ছাড়িয়া দিতেছে—হাবাই না জানি, কি মনে ভাবিতেছে।"

"কি আর বেশি ভাবিবে? যদি সে খুনের বিষয় কিছু জানে, তবে মনে মনে বুঝিতেছে যে, খুনেরই তদন্ত হইতেছে।"

"কর্ত্তা ত গাড়ীতে আসিয়া বসিয়া আছেন দেখিতেছি। যাহাই বল, উহার সঙ্গে কাজ করিতে আমার মোটেই ইচ্ছা করে না।"

"তুমি ত কৃতান্তবাবুর উপর মোটেই সদয় নও।"

"এই যে আবার এইদিকেই মহাপ্রভু আসিতেছেন।"

সত্যসত্যই কৃতান্তকুমার তাহাদের দিকে আসিতেছিলেন। তিনি নিকটে আসিয়া বলিলেন, "গাড়ী লইয়া এমনভাবে দাঁড়াইয়া থাকা ভাল নয়। সাহেব আসামী লইয়া এইমাত্র তাহার বাড়ীতে গিয়াছেন। হাবা এখনই বাহির হইয়া আসিবে—তোমরা খুব সাবধানে থাক; আমি গাড়ীখানা ঘুরাইয়া এখনই আনিতেছি—কোচ্‌ম্যানকে বেশ করিয়া চিনিয়া রাখ।"

এই বলিয়া সত্বরপদে চলিয়া গেলেন। এই সময়ে এক ব্যক্তি আসিয়া রামকান্তকে জিজ্ঞাসা করিল, "ঐ বাবুটি কে, মহাশয়?"

রামকান্ত মুখখানা ভয়ানক বিকৃত করিয়া বিরক্তভাবে বলিলেন, "তোমার বাপু সে কথায় কাজ কি?"

"রাগ করিবেন না, ঐ বাবুটি—ঐ রকম একটি বাবু একদিন আমার কাছে গিয়াছিলেন।"

"কে হে বাপু তুমি? কোথায় থাক?"

"আমি চন্দননগর ষ্টেশনে কাজ করি। আমার নাম, গোপালচন্দ্র।"

"আচ্ছা বাপু গোপালচন্দ্র, এখন এখান থেকে স'রে পড় দেখি—আমাদের এখন অন্য কাজ আছে।"

গোপাল অগত্যা সেস্থান পরিত্যাগ করিল। তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছিল; তখনও রাস্তায় আলো জ্বালা হয় হয় নাই; সুতরাং অন্ধকারটা বেশ ঘনায়মান হইয়া উঠিতেছিল, সহসা লোকের মুখ চিনিতে পারা যাইতেছিল না।

রামকান্ত বিরক্ত হইয়া বলিল, "বেটারা করে কি! হাবাটাকে এখনও বাহির করে না কেন?"

শ্যামকান্ত বলিল, "কৃতান্তবাবুর গাড়ী কই?"

"ঘুরাইয়া আনিবে বলিল, ওর কাণ্ডই স্বতন্ত্র।"

"এই যে গাড়ী আসিয়াছে।"

এই সময়ে একখানা গাড়ী আসিয়া পূর্ব্বস্থানে দাঁড়াইল।

রামকান্ত বলিল, "সেই গাড়ী ত হে?"

শ্যামকান্ত বলিল, "তাহা না হইলে আর কাহার গাড়ী ওখানে দাঁড়াইবে?"

এই সময়ে একজন পাহারাওয়ালা হাবাকে আনিয়া বাহিরে ছাড়িয়া দিল। হাবা রাস্তায় দাঁড়াইয়া চারিদিকে চাহিতে লাগিল; বোধ হইল, কোথায় কোন্‌দিকে যাইবে, তাহাই সে ভাবিতেছে। সহসা নিকটে একটা বংশিধ্বনি হইল, ইহাতে রামকান্ত ও শ্যামকান্ত উভয়েই চমকিত হইয়া চারিদিকে চাইতে লাগিল, কোন্ দিক্ হইতে শব্দ হইল, বুঝিতে পারিল না।

হাবা বরাবর গাড়ীর দিকে যাইতে লাগিল; তৎপরে সে গাড়ীর সম্মুখে গিয়া হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। বোধ হয়, ভিতরের লোক তাহাকে কি সঙ্কেত করিল, হাবা তৎক্ষণাৎ গাড়ীতে উঠিয়া বসিল।

রামকান্ত বলিল, "এত সহজে যে এ কৃতান্ত বাবুর গাড়ীতে উঠিবে, তাহা মনে করি নাই। ওদিকে দেখ, ওখানে কতকগুলা গাড়ী জমিয়াছে।"

যথার্থই এই সময়ে তিন-চারিখানা গাড়ী সেখানে জমিয়া গিয়াছিল। রামকান্ত বলিল, "ঠিক সেই গাড়ীতে উঠিয়াছে ত?"

শ্যামকান্ত বলিল, "হাঁ, আগে একখানা গাড়ীই দাঁড়াইয়াছিল—এগুলো ত এই এখন এল।"

একখানা গাড়ী এই সময়ে সবেগে চলিয়া গেল, এবং গাড়ীর ভিতর হইতে কে তাহাদের দিকে হাত নাড়িল। দেখিয়া শ্যামকান্ত বলিল, "আমাদের ছুটি হইয়াছে—ঐ দেখ কৃতান্ত বাবু হাত নাড়িলেন।"

"তবে আর কি চল—তামাক খাইয়া বাঁচা যাক্।"

"কি সর্ব্বনাশ!"

রামকান্ত বিস্মিতভাবে বলিল, "ব্যাপার কি!" শ্যামকান্ত দূরস্থ একখানা গাড়ী দেখাইয়া দিল। যেরূপ গাড়ীতে হাবা উঠিয়াছিল, ঠিক সেইরূপ একখানা গাড়ী তথায় দাঁড়াইয়া আছে। তবে কোন্ গাড়ীতে হাবা গেল?

রামকান্ত ও শ্যামকান্ত উভয়েরই মুখ শুকাইয়া গেল। তাহারা বুঝিল, তাহাদের চোখে ধূলি দিয়া হাবা পলাইয়াছে—তবুও যে গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে—সে গাড়ী যথার্থ কৃতান্ত বাবুর কি না, ইহা দেখিবার জন্য তাহারা গাড়ীর সম্মুখবর্ত্তী হইল। গাড়ীর ভিতরে স্বয়ং কৃতান্তকুমার।

তাহাদের দেখিয়া কৃতান্তকুমার বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "তোমাদের হাজতের দরজায় থাকিতে বলিয়াছি; তবে এখানে আবার কি করিতে আসিয়াছ? ফেরৎ যাও, এখনই হাবা বাহির হইবে।"

রামকান্ত রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "হাবা—হাবা—সে চলিয়া গিয়াছে—"

কৃতান্তকুমার মহা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "চলিয়া গিয়াছে! তোমার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে—যাও, পাহারায় যাও।"

রামাকান্ত বলিল, "এইমাত্র সে একখানা গাড়ীতে উঠিয়া চলিয়া গিয়াছে।"

কৃতান্তকুমার লম্ফ দিয়া গাড়ী হইতে অবতীর্ণ হইলেন। ক্ষিপ্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় রামকান্তের গলা টিপিয়া বলিলেন, "পাজি, তুই তাহাকে পলাইতে দিয়াছিস্।"

রামকান্তও রাগত হইয়াছিল, সে কৃতান্তের হাত সরাইয়া দিয়া বলিল, "মশাই, অত গরম ভাল নয়, হাবা যদি পলাইয়া থাকে, তবে সে আমাদের দোষে নয়--আপনার দোষে।"

কৃতান্তকুমারের মুখ ক্রোধে লাল হইয়া গেল। তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, "আবার এই কথা বলিতে সাহস করিতেছ?"

রামকান্ত বলিল, "হাঁ, কাজেই, আপনাকে ওখান হইতে গাড়ী লইয়া যাইতে বলিয়াছিল কে? আপনার গাড়ী থাকিলে আর অন্য গাড়ী আসিতে পারিত না—আমাদেরও ভুল হইত না।"

কৃতান্তকুমার বলিলেন, "আমার গাড়ীর কোচম্যানকে ভাল করিয়া দেখিয়া রাখিতে বলিয়াছিলাম যে।"

শ্যামকান্ত বলিল, "সে ত ঠিক, একে সন্ধ্যা হইয়াছে, তাহাতে সে গাড়ীখানাও আপনার এই গাড়ীর মত ঠিক এক রকম দেখিতে।"

কৃতান্তকুমার বলিলেন, "বুঝিয়াছি, কত টাকা পাইয়া তোমরা এ কাজ করিয়াছ?"

রামকান্ত এতই রাগত হইয়া উঠিল যে, কথা কহিতে পারিল না।

কৃতান্তকুমার সক্রোধে বলিলেন, "গোবিন্দরাম তোমাদের কত টাকা দিয়াছে?"

এবার রামকান্ত কথা কহিল; বলিল, "গোবিন্দরাম আমাদের টাকা দিবেন কেন?"

কৃতান্তকুমার বলিলেন, "কেন? ছেলেটিকে বাঁচাইবার জন্য। সে জানিত যে, হাবা তাহার ছেলেকে দেখিলেই চিনিবে—তখন আর তাহার রক্ষা পাইবার উপায় নাই—তাহাই সে হাবাকে সরাইয়াছে। বাপু, এই কৃতান্ত নামধারী লোকটা সহজে সব বুঝিতে পারে।"

রামকান্ত ক্রোধে কাঁপিতেছিল; বলিল, "যদি ইহার মধ্যে কোন বদ্‌মাইসী থাকে, তবে সে বদ্‌মাইসী হয় আপনি করিয়াছেন, না হয় আমরা করিয়াছি—সাহেব তাহার বিচার করিবেন। চলুন, তাঁহার কাছে।"

"আমিও তোমাদের ছাড়িতেছি না—এখনই এই গাড়ীতে উঠ।"

রামকান্ত কোন কথা না কহিয়া গাড়ীতে উঠিল। শ্যামকান্তও তাহার অনুসরণ করিল। কৃতান্তকুমার দুইজনকে সাহেবের কাছে লইয়া চলিলেন।

২৭

এদিকে গোবিন্দরাম সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে পুত্রের গৃহসান্নিধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; দ্বারে পাহারা ছিল। "হুকুম নাই," বলিয়া তাহারা তাঁহাকে বাড়ীতে প্রবেশ করিতে দিল না। তিনি বলিলেন, "ভালই হইল, যদি হাবা সুরেন্দ্রনাথকে চিনিতে পারে—চোখের উপর সে দৃশ্য দেখিয়া হয় ত সহ্য করিতে পারিব না; তাহা অপেক্ষা সব চুকিয়া যাক্, পরে সাহেবের কাছে সব শুনিব।"

এইরূপ ভাবিয়া তিনি এক বৃক্ষতলে দাঁড়াইলেন, সেখান হইতে সুরেন্দ্রনাথের গৃহদ্বার বেশ দেখিতে পাওয়া যায়।

তিনি দেখিলেন, সন্ধ্যার প্রাক্কালে সাহেব ও অক্ষয়কুমার সুরেন্দ্র-নাথকে লইয়া আসিলেন। তাঁহারা তিনজনে বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

সন্ধ্যার সময়ে সবেগে আর একখানা গাড়ী আসিল। তন্মধ্য হইতে কয়েকজন নামিয়া বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেল; তখন অন্ধকার হইয়াছিল, তিনি সেখান হইতে তাহাদের চিনিতে পারিলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরেই আবার বাড়ীর ভিতর হইতে জনকয়েক আসিয়া গাড়ীতে উঠিল; এক-খানা গাড়ী চলিয়া গেল।

তাহার পর গোবিন্দরাম দেখিলেন—পোষাক ও টুপী দেখিয়া চিনিলেন যে, এবার সাহেব বাহির হইয়া আসিয়াছেন; তাহা হইলে কাজ হইয়া গিয়াছে; কি হইয়াছে, জানিবার জন্য তিনি ছুটিয়া সাহেবের নিকটে আসিলেন। ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইল?"

সাহেব ভ্রূকুটি করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "আপনি কি তাহা অনুমান করিতে পারেন নাই?"

সাহেবের কঠোরস্বরে একান্ত বিস্মিত হইয়া গোবিন্দরাম বলিলেন, "না, কেমন করিয়া জানিব? দ্বিতীয় গাড়ীখানাতে কৃতান্তবাবু নিশ্চয়ই হাবাকে আনিয়াছিলেন।"

সাহেব বলিলেন, "হাবা আসে নাই। যে পলাইয়াছে—কি কেহ তাহাকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে।"

"সে কি! কে তাহাকে লইয়া গিয়াছে?"

"আপনি সে কথাটা বলিলে আমরা বাধিত হইব।"

"আমি! আমি কিরূপে বলিব?"

"তবে রামকান্ত বলিবে।"

"সে কখনও জানিয়া-শুনিয়া তাহাকে পলাইতে দিবে না।"

"মহাশয়, আপনার নিকটে গোপন করিব না—আপনাকেই আমরা সন্দেহ করিয়াছি।"

"আমাকে! কেন?"

"হাবার সহিত আপনার ছেলের দেখা হইবার সমস্ত বন্দোবস্ত স্থির হইয়া গিয়াছে—এমন সময়ে হাবা পলাইল, ইহাতে কি মনে হয়? কাহার স্বার্থে হাবাকে সরাইয়া দেওয়া? আপনি ও আপনার গুণবান্ পুত্র জানিতেন যে, হাবা তাহাকে দেখিলেই চিনিতে পারিবে, সেজন্য হাবাকে সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এখন আপনি কি বলিতে চাহেন?"

"আপনি কি বলিতেছেন, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। ইহাই যদি হইবে, তবে আমি হাবাকে তাহার কাছে আনিবার জন্য আপনাকে এত জেদ করিব কেন?"

"সেটা আপনি ভাল জানেন।"

"তাহা হইলে আপনি আমাকে এ বিষয়ে দোষী মনে করিতেছেন?"

"আমি কাহাকেও দোষী মনে করি না; আমি এতদিন আপনাকে বন্ধুভাবে দেখিয়াছি—সে সম্বন্ধ আজ হইতে বিনষ্ট হইল—যান," বলিয়া সাহেব গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন। গাড়ী চলিয়া গেল।

গোবিন্দরাম কিয়ৎক্ষণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া অবাঙ্মুখে তথায় নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। জীবনে তাঁহার কখনও এ অবস্থা হয় নাই; তাঁহার বোধ হইল, যেন এ বৃদ্ধ বয়সে এতকাল পরে তাঁহার পদতল হইতে পৃথিবী সরিয়া যাইতেছে।

গোবিন্দরাম গৃহে ফিরিলেন। কি করিবেন, সমস্ত রাত্রি তাহাই চিন্তা করিলেন; ভাবিলেন. "ইহার ভিতরে স্পষ্টতই একটা গুরুতর

রহস্য আছে—আমার প্রাণ থাকিতে আমি বিশ্বাস করিতে পারিব না যে, সুরেন্দ্র এই ভয়াবহ কাজ করিয়াছে। অসম্ভব—অসম্ভব! তবে কে এরূপে হাবাকে সরাইল? যদি হাবা সুরেন্দ্রনাথকে চিনিতে না পারিত, তাহা হইলে পুলিস তাহাকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইত; তখন হাবা কোথাকার, কাহার লোক পুলিস তাহারই সন্ধান করিত—এইজন্যই হাবাকে সরাইয়াছে। হয় ত সুরেন্দ্র ফাঁসী যাক্, এই ইচ্ছায় ইহাকে লুকাইয়া ফেলিয়াছে। এত রহস্য ভেদ করিলাম, আর এ রহস্য ভেদ করিতে পারিব না? বয়স হইয়াছে—বৃদ্ধ হইয়াছি, ডিটেক্‌টিভগিরি বহুকাল ছাড়িয়া দিয়াছি, তবুও এখনও অকর্ম্মণ্য হই নাই। সুরেন্দ্রের জন্য আমাকে এ কাজে অবার নামিতে হইল। দেখি, কতদূর কি করিতে পারি; এখন ত কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। তবে সুরেন্দ্র যে এ কাজ করে নাই—ইহা নিশ্চয়; কিন্তু সে কোন কথা খুলিয়া বলিতেছে না—যত গোলযোগ ওইখানে। তাহার বিরুদ্ধে পুলিসে যে যে প্রমাণ পাইয়াছে, সে সম্বন্ধেও কিছু বলিতেছে না। কেনই বা সে এরূপ করিতেছে?” সমস্ত রাত্রি গোবিন্দরাম এ বিষয় লইয়া আলোচনা করিলেন, কিন্তু কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না; যে লোক কত শত জটিল রহস্যের উদ্ভেদ করিয়াছেন, তিনি আজ কি উপায়ে নিজের পুত্রকে রক্ষা করিবেন, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না—আপনার লোক বিপন্ন হইলে সুবিজ্ঞ ব্যক্তিও হতবুদ্ধি হয়।

সকাল হইয়া গিয়াছে। গোবিন্দরাম সমস্ত রাত্রি জাগরণে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন; তাঁহার মস্তিষ্ক হইতে যেন অগ্নিশিখা নির্গত হইতেছে—তিনি মস্তিষ্ক সুশীতল করিবার জন্য বাড়ীর বাহিরে আসিয়া পদচারণ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে একব্যক্তি আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল।

গোবিন্দরাম দাঁড়াইলেন। সে আবার প্রণাম করিল; তখন গোবিন্দরাম তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কে—রামকান্ত ?"

রামকান্তকে দেখিলে চিনিতে পারা যায় না, তাহার পরিধানে অত্যন্ত মলিন বসন, মাথার চুলগুলিও অত্যন্ত অপরিষ্কার, তাহার মুখ অত্যন্ত বিশুষ্ক—তাহাকে দেখিয়া গোবিন্দরাম বিস্মিত হইলেন। রামকান্ত কথা কহে না দেখিয়া গোবিন্দরাম বলিলেন, "রামকান্ত, ব্যাপার কি—কি হইয়াছে ?"

রামকান্ত বলিল, "আর কি হইবে! এইবার পাঁচটা ছেলে-পুলে নিয়ে অনাহারে মরিতে হইবে।"

"কেন, কি হইয়াছে ?"

"আমাকে তাড়াইয়া দিয়াছে—এতদিনের চাকরী হইতে ডিস্‌মিস্‌ হইলাম—পেন্সনও গেল। এখন আপনিই আমার ভরসা; আপনার ছেলেকে গ্রেপ্তার করিয়াছিলাম বলিয়া, আপনি আমার উপরে রাগ করিয়াছেন।"

"রাগ করিব কেন ? তোমার কর্ত্তব্য তুমি করিয়াছিলে।"

"আমি যাহা করিয়াছি, কোন রকমে কি আমার দ্বারা সে অপরাধের মোচন হয় না ?"

"হাঁ, হয়।"

"বলুন—বলুন—আমি এখনই তাহা করিব।"

"সুরেন্দ্র যে নির্দ্দোষী তাহা সপ্রমাণ করিতে পারিলে—তুমি যাহা করিয়াছ, সে ত্রুটির সংশোধন হয়।"

"নিশ্চয় করিব। আমি এখন বেশ বুঝিয়াছি যে, তিনি কখনও এই ভয়ানক কাজ করেন নাই; অন্য কেহ করিয়াছে, সেই আমাদের চোখে ধূলি দিয়া হাবাকে লইয়া গিয়াছে।"

"হাঁ, আমারও তাহাই সন্দেহ; তাহা হইলে তুমি আমার সঙ্গে কাজ করিতে প্রস্তুত আছ? তুমি পুলিসে যাহা পাইতে তাহার ডবল মাহিনা আমার কাছে পাইবে।"

"এ কথা আবার আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন! ভগবান্ আমাকে আপনার কাছে পাঠাইয়াছিলেন, তাহাই আশ্রয় পাইলাম।"

"ভাল, তাহা হইলে আজ হইতে তুমি কাজে বাহাল হইলে। আমার ছেলের সম্বন্ধে পুলিসে কি কি প্রমাণ পাইয়াছে, শুনিতে চাই।"

"শ্যামকান্তের কাছে যাহা শুনিয়াছি, তাহাই বলিতেছি।"

"শ্যামকান্ত তাহা হইলে ডিস্‌মিস্ হয় নাই?"

"না, তাহার একমাসের মাহিনা জরিমানা হইয়াছে মাত্র।"

"কি কি প্রমাণ পাইয়াছ, শুনি।"

"সুরেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে একটা লাঠী পাওয়া গিয়াছে; সেই লাঠীতে রক্তের দাগ আছে; সুতরাং এই লাঠীতে তিনি জমিদারকে খুন করিয়াছিলেন; তাহার পর তাঁহার হাতে লেখা একখানা চিঠীও পাওয়া গিয়াছে—স্ত্রীলোকটিকে সুরেন্দ্র বাবু শাসাইয়া পত্র লিখিয়াছিলেন।"

গোবিন্দরাম এ কথায় কোন উত্তর না দিয়া বলিলেন, "যখন হাবাকে লইয়া যায়, তখন তোমরা উপস্থিত ছিলে; জানই ত যে, আমি তাহাকে সরাই নাই। কাহার প্রতি তোমার সন্দেহ হয়?"

"কাহার উপরে যে আমার সন্দেহ হয়, তাহা আমি ঠিক বলিতে পারি না। সাহেব আমার কথা ত একেবারেই শুনিলেন না—তিনি কৃতান্তকে মাথায় তুলিয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এ রকমভাবে কৃতান্ত গাধা হইল—তাহার উপর——"

"যাক্—এ সকল কথা, এখন আমার সঙ্গে একত্রে কাজ করিতে সম্মত হইলে?"

"হাঁ, আগেও ত বলিয়াছি, আপনি মরিতে বলিলেও মরিব।"

"তাহা হইলে প্রথমে আমার সঙ্গে তোমাকে যাইতে হইবে।"

"অনেক দিনের জন্য ?"

এখন বলিতে পারি না।"

"কোথায় যাইবেন ?"

"কোন কথা জিজ্ঞাসা করিয়ো না, কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিবে না, এই কড়ারে যদি সম্মত হও, তবে——"

মধ্যপথে বাধা দিয়া রামকান্ত ব্যগ্রভাবে বলিল, "আপনি যাহা বলিবেন, তাহাই করিব—কোন কথা কহিব না।"

গোবিন্দরাম গম্ভীরভাবে বলিলেন, "কোথায় যাইব, এখন বলিতে পারি না ; তবে সুরেন্দ্রকে নির্দ্দোষী সপ্রমাণ করিবার জন্য যাহা করা প্রয়োজন, তাহাই করিতে হইবে। তুমি যে আমার সহিত একত্রে কাজ করিতেছ, ইহা যেন কেহ জানিতে না পারে—সাবধান! অনেক রাত্রে গোপনে আমার সঙ্গে দেখা করিবে।"

রামকান্ত সেইরূপই কার্য্য করিবে বলিয়া বিদায় হইল।

২৮

দুইমাস অতীত হইয়া গিয়াছে। গোবিন্দরাম আর কলিকাতায় নাই—কোথায় গিয়াছেন, তাহা কেহ জানে না। কৃতান্তকুমার বলিয়াছেন যে, তিনি হাবাকে লইয়া গিয়া তাহারই কাছে আছেন। পাছে, পুলিসে তাহার কোন সন্ধান পায়, এই ভয়ে নিজেই তাহার কাছে আছেন। পুলিসের সাহেব কতকটা এইরূপই বিশ্বাস করিয়াছেন। গোবিন্দরামের সন্ধানে চারিদিকে সুদক্ষ গোয়েন্দা পাঠাইয়াছেন, কিন্তু তাহারা এ পর্য্যন্ত

তাঁহার কোন সন্ধান পায় নাই। তবে সকলেই ইহাতে বিস্মিত হইয়াছেন; গোবিন্দরাম যে পুত্রকে বিপদে ফেলিয়া বিদেশে গিয়া নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া থাকিবেন, ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। তিনি যে একটা কিছু করিতেছেন, তাহাতে কাহারও কোন সন্দেহ নাই।

সুহাসিনীর মাকে তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল; তিনি বলিয়াছিলেন যে, তিনি কিছুই জানেন না; গোবিন্দরাম কোথায় গিয়াছেন, তাহা তাঁহাকে কিছুই বলিয়া যান্ নাই।

দুই মাস অতীত হইল, গোবিন্দরাম নিরুদ্দেশ হইয়াছেন। সুরেন্দ্রনাথ দায়রায় প্রেরিত হইয়াছেন, তাঁহার বিচার আরম্ভ হইয়াছে।

দুই মাস জেলে থাকিয়া সুরেন্দ্রনাথের সে আকৃতি আর নাই—তিনি শীর্ণকায় হইয়া গিয়াছেন। দুই মাসের মধ্যে পিতার কোন সংবাদ না পাইয়া তিনি আরও ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছেন।

একজন বিখ্যাত কৌন্সিল তাঁহার সহিত জেলে দেখা করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট সুরেন্দ্রনাথ শুনিলেন যে, তিনি তাঁহার পক্ষসমর্থন করিবেন। কে তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহা তিনি কিছুতেই প্রকাশ করিলেন না। সুরেন্দ্রনাথ পিতার কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন যে, তাঁহার কোন সংবাদই তিনি রাখেন না।

আদালতে লোকে-লোকারণ্য হইয়াছে। সুরেন্দ্রনাথ ম্লানমুখে কাঠগড়ার মধ্যে দাড়াইয়া রহিয়াছেন। জুরিগণ নিজ নিজ স্থানে উপবিষ্ট হইয়াছেন—লাল পোষাক পরিধান করিয়া জজ গম্ভীরভাবে চারিদিকে চাহিয়া দেখিতেছেন।

ক্ষণপরে উকীল উঠিয়া মোকদ্দমা আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন, "দুইমাস পূর্ব্বে একদিন রাত্রি একটার সময়ে দুইজন

পাহারাওয়ালা হাতী-বাগানের রাস্তায় একব্যক্তিকে ধৃত করে, সে একটা টীনের বাক্স মাথায় করিয়া লইয়া যাইতেছিল। তাহাকে থানায় আনিয়া এই বাক্স খুলিলে তন্মধ্যে একটী সুন্দরী যুবতী স্ত্রীলোকের মৃতদেহ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ মৃতদেহের বক্ষে একখানা ছোরা আমূলবিদ্ধ রহিয়াছে। ঐ ছোরার নিম্নে একখানা তাস—ইস্কাবনের টেক্কা ছিল। যে লোকটা ধরা পড়িয়াছিল, পরে জানা গেল যে, সে হাবা ও কালা—তাহার নিকটে কিছুই জানিবার সম্ভাবনা নাই। তবুও পুলিস কৌশল করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিলে সে, বাগবাজারে একটা বাড়ীতে আসিল, তখন জানিতে পারা গেল যে, স্ত্রীলোকটি এই বাড়ীতে বাস করিত; আরও জানিতে পারা গেল যে, এ বাড়ীতে আরও একটা খুন হইয়াছে—তাহার মৃত-দেহ বাড়ীতেই পড়িয়া আছে। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে, মৃত-পুরুষটি একজন জমিদার—নাম সুধামাধব রায়; স্ত্রীলোকটি তাহারই রক্ষিতা ছিল—নাম বিনোদিনী। বাড়ী হইতে কোন দ্রব্যাদি অপহৃত হয় নাই, সুতরাং বোঝা যাইতেছে যে, অর্থলোভে কেহ এই দুইজনকে খুন করে নাই—রাগ, ঈর্ষা, প্রতিহিংসাই এই খুনের কারণ। আসামী নিজে উকীল—শিক্ষিত ভদ্রবংশজাত—শীঘ্রই একজন ধনীর কন্যাকে বিবাহ করিবেন—তিনি একরূপ দৈবসাহায্যেই ধৃত হইয়াছেন, বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে;—প্রথমতঃ, তাঁহার পকেট হইতে একখানা পকেট-বই একজন চোর তুলিয়া লয়, তাহাতে এই বিনোদিনীর একখানা ফটো ছবি ছিল; ছবিতে স্ত্রীলোকের হস্তাক্ষরে লিখিত আছে, "ভুলো না আমায়।" সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, এই বিনোদিনীর সহিত আসামীর প্রণয় ছিল। তাহার পর মৃতদেহে যে তাস পাওয়া গিয়াছে, ঠিক

সেইরূপ তাস আসামীর বাড়ীতে পাওয়া গিয়াছে; তাহার ভিতরেও একখানা তাস নাই; যেখানা নাই—সেইখানাই ইস্কাবনের টেক্কা। আসামী খুনের পর দিবস রাত্রে বাগবাজারের সেই বাড়ীতে আসিয়াছিলেন, ডিটেক্‌টিভ অক্ষয়বাবু ও রামকান্ত ইহাকে দেখিয়া চিনিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, আমরা রামকান্তকে দিয়া সাক্ষ্য দিতে পারিব না, কারণ রামকান্ত পুলিস হইতে ডিস্‌মিস্ হইয়া যে কোথায় গিয়াছে, তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। আসামীর বাড়ীতে একটা মোটা লাঠী পাওয়া গিয়াছে, উহাতে রক্তচিহ্ন আছে। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন যে, এইরূপ লাঠীর আঘাতেই সুধামাধব রায়ের মৃত্যু হইয়াছে। বাগবাজারের এই বাড়ীতে একখানা চিঠীর খাম পাওয়া গিয়াছে—তাহা আসামীর হাতের লেখা বলিয়া বুঝিতে পারা যাইতেছে; ইহাতেও আরও সপ্রমাণ হইতেছে যে, এই বিনোদিনীর সহিত আসামীর প্রণয় ছিল; সুতরাং আসামীর বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে; কিন্তু আসামী কোন কথাই বলিতেছেন না, কেবল বলিতেছেন, তিনি নির্দ্দোষী। এ অবস্থায় জুরিগণ বিবেচনা করিবেন যে, আসামী দোষী না নির্দ্দোষী। এখন আমি একে একে সাক্ষীদিগকে ডাকিব, আর অধিক আমার কিছু বলিবার নাই।"

সাক্ষীর জবানবন্দী হইল; উভয় পক্ষের কৌন্সিলি দীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন, জজও তাঁহার মতামত প্রকাশ করিলেন। তৎপরে জুরিগণ পরামর্শ করিবার জন্য উঠিয়া গেলেন।

সকলেই বুঝিয়াছিলেন যে, আসামীর রক্ষা পাইবার আর উপায় নাই। একজন মুসলমান ভদ্রলোক বরাবর অতি মনোযোগের সহিত এই মোকদ্দমা শুনিতেছিলেন। জুরিগণ উঠিয়া গেলে তিনি পার্শ্বস্থ এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কিরূপ বুঝিতেছেন?"

তিনি বলিলেন, "আর বুঝিবার কি আছে—নিশ্চয়ই লোকটার ফাঁসী হইবে।"

"আমার বোধ হয়, এ খুন করে নাই।"

"আর করে নাই! প্রমাণ ত শুনিলেন—লোকটা কিছু না বলাতেই ইহার ফাঁসী হইবে; সব খুলিয়া বলিলে হয় ত দ্বীপান্তর হইত।"

এই সময়ে জুরিগণ প্রত্যাগমন করায় সকলে ব্যগ্রভাবে তাঁহাদের দিকে চাহিল। সকলে তাঁহাদের মত জানিবার জন্য ব্যাকুল হইল। চারিদিকে নীরব—নিস্তব্ধ।

জজ, জুরিগণের মতামত জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় তাঁহাদের মধ্যে একজন উঠিয়া বলিলেন, "আমরা সকলে একমত হইয়াছি।"

জজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলুন, আসামী দোষী—না নির্দ্দোষী?"

"দোষী।"

মুহূর্ত্তের জন্য আসামীর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল; কিন্তু তিনি অবিচলিত-ভাবে সেইরূপ দাঁড়াইয়া রহিলেন।

জজ বলিলেন, "আসামী, তোমার কিছু বলিবার আছে?"

সুরেন্দ্রনাথ দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "না, আমার কিছুই বলিবার নাই।"

জজ ফাঁসীর হুকুম প্রদান করিলেন। প্রহরীরা আসামীকে জেলের দিকে লইয়া চলিল। সুরেন্দ্রনাথ যাইতেছিলেন, সেই সময়ে কে যেন তাঁহার পার্শ্বে বলিলেন, "ভয় নাই, আমি তোমাকে বাঁচাইব।"

সুরেন্দ্রনাথ চমকিত হইয়া ফিরিলেন; দেখিলেন, একজন মুসলমান ভদ্রলোক তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। তিনিই কি এই কথা তাঁহাকে বলিলেন? কিন্তু তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বোধ হইল না যে, তিনি কোন কথা কহিয়াছেন। সুরেন্দ্রনাথ কিছু স্থির করিতে পারিলেন না; প্রহরীদিগের সহিত জেলে প্রস্থান করিলেন।

২৯

সুরেন্দ্রনাথের ফাঁসীর হুকুম হওয়ায় পুলিসে কৃতান্তকুমারের মান অতিশয় বাড়িয়া গিয়াছে। তিনি যে এ মোকদ্দমা সম্বন্ধে অধিক কিছু করিয়াছিলেন, বলিয়া বোধ হয় না; তবুও সুরেন্দ্রনাথ দোষী প্রমাণিত হওয়ায় সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিল।

পরদিবস মুসলমান ভদ্রলোকটি অনুসন্ধান করিয়া কৃতান্তকুমারের সহিত দেখা করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া কৃতান্তকুমার বিস্মিত হইলেন; বলিলেন, "আপনাকে সুরেন্দ্রনাথের মোকদ্দমায় আদালতে দেখিয়াছিলাম না?"

তিনি বলিলেন, "হাঁ, সেইজন্য আপনার নিকটে আসিয়াছি।"

"কেন, সুরেন্দ্রনাথকে কি আপনি চিনিতেন?"

"না, আপনি এ খুনের তদন্ত করিয়াছিলেন, ইহাতেই বুঝিয়াছি, আপনি সুদক্ষ লোক—আমার একটু অনুসন্ধানের কাজ আছে—তবে প্রথমে নিজের পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।"

"বলুন, কি কাজ আছে?"

"বলিতেছি, আমার নাম জাফর আলি খাঁ, অযোধ্যায় বাড়ী, কিছু জমিদারীও আছে, তাহাই লোকে আমাকে নবাব বলে। একটি লোকের সন্ধানে আমি কলিকাতায় আসিয়াছি; আপনি সুদক্ষ লোক—আপনি তাঁহার সন্ধান করিয়া দিতে পারিবেন; অবশ্য ইহার জন্য আপনি যাহা চাহিবেন, তাহাই দিব।"

"বলুন, কে সে লোক?"

"তাঁহার নাম নরেন্দ্রভূষণ, বহুকাল আগে তিনি অযোধ্যায় ছিলেন।"

"হাঁ, তিনি সেইখানে মারা যান্।"

বিস্মিতভাবে জাফর আলি বলিলেন, "আপনি তাঁহাকে চিনেন?"

কৃতান্তকুমার বলিলেন, "আপনি ইহাতে বিস্মিত হইতেছেন কেন?"

জাফর আলি বলিলেন, "হাঁ, হইবারই কথা।"

কৃতান্তকুমার বলিলেন, "আমি ইহার সম্বন্ধে একটু সন্ধান রাখি—ইনি অনেক টাকা রাখিয়া গিয়াছেন।"

"তবে তিনি অনেক টাকা রাখিয়া গিয়াছেন?"

"হাঁ, তাঁহার উত্তরাধিকারীরা কোথায় আছে, তাহা কেহ জানে না?"

"তবে তাঁহারা বড়লোক?"

কৃতান্তকুমার কহিলেন, "কিরূপে বলিব? তাঁহারা কে কোথায় আছে, এ পর্য্যন্ত সে সন্ধান হয় নাই। নরেন্দ্রভূষণ বাবুর সন্তানাদি ছিল না, চারি ভগিনী ছিল—তাহাদের নিশ্চয়ই সন্তানাদি হইয়াছে; কিন্তু ইহারা যে কে কোথায় আছে, তাহার সন্ধান হয় নাই। কয়েকবার সরকার হইতে ইহাদের সন্ধান হইয়াছে; আমার উপরেও ইহাদের সন্ধানের ভার পড়িয়াছিল, আমার তত সময় না থাকায় আমি আর একজনের উপর সন্ধানের ভার দিয়াছি; কিন্তু আপনি এ সন্ধান করিতেছেন কেন?"

নবাব বলিলেন, "তিনি এক সময়ে আমার পিতার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবিতকালে আমরা কৃতজ্ঞতা দেখাইতে পারি নাই, তাহাই ভাবিয়াছি, তাঁহার ওয়ারিসানদের কিছু টাকা দিয়া উপকার করিব—আমারও সন্তানাদি নাই।"

মুহূর্ত্তের জন্য কৃতান্তকুমারের মুখ যেন হর্ষে উৎফুল্ল হইল। তিনি মনোভাব গোপন করিয়া বলিলেন, "যদি আপনি নরেন্দ্রভূষণ বাবুর ওয়ারিসানদের যথার্থই অনুসন্ধান করিতে চাহেন, তাহা হইলে আমি যে

লোককে এই অনুসন্ধানের ভার দিয়াছি, আপনার কাছে সেই লোকটিকে পাঠাইয়া দিতে পারি।"

নবাব জাফর ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "তাহা হইলে বড় উপকার করা হয়; আমি জানিতাম, আপনার দ্বারা কাজ হইবে।"

"এ অতি সামান্য কাজ, তবে যে লোকটার কথা বলিতেছি, তাহার পারিশ্রমিক দিতে হইবে।"

"টাকার আমার অভাব নাই, তিনি যাহা চাহিবেন, তাহাই দিব।"

"তাহা হইলে কালই তাঁহাকে আপনার কাছে পাঠাইয়া দিব—এখানে আপনি কোথায় আছেন?"

"কলুটোলায় বাড়ী ভাড়া লইয়াছি।"

"বেশ, কাল সে লোক আপনার কাছে যাইবে।"

"দেখিবেন—ভুলিবেন না, মোকদ্দমায় বুঝিয়াছিলাম, আপনি সুদক্ষ লোক, আপনার দ্বারাই আমার কার্য্যোদ্ধার হইবে।"

"এ ত সামান্য কাজ; আপনি বিদেশী লোক—আপনার সাহায্য করা ত আমাদের কর্ত্তব্য।"

"তাহা হইলে আর আপনার সময় নষ্ট করিব না।"

নবাব বিদায় লইয়া উঠিলেন। বাহিরে তাঁহার গাড়ী ছিল, সঙ্গে আর্‌দালী গাড়ীর দরজা খুলিয়া দিল, নবাব ধীরপাদবিক্ষেপে গাড়ীতে উঠিলেন। তিনি পুনঃপুনঃ কৃতান্তবাবুকে সেলাম করিয়া চলিয়া গেলেন।

বোধ হয়, আমাদের বলিতে হইবে না যে, এ নবাব আর কেহ নহেন, স্বয়ং গোবিন্দরাম; আর তাঁহার আর্‌দালী—সেই রামকান্ত।

গোবিন্দরাম ছদ্মবেশে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি নিজ চেহারার এতই পরিবর্ত্তন করিয়া নবাব জাফর আলি খাঁ হইয়াছিলেন যে, কেহই

তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই। এমন কি তাঁহার পুত্র সুরেন্দ্রনাথও আদালতে তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই। রামকান্তও পূরা আর্‌দালী হইয়াছিল। গোবিন্দরামের কায়দাকরণে তাহার ছদ্মবেশ বড় চমৎকার হইয়াছিল; এমন কি, তীক্ষ্ণদৃষ্টি কৃতান্তকুমারও তাহাকে চিনিতে পারিলেন না।

উভয়ে বাসায় ফিরিয়া আসিলে রামকান্ত বলিলেন, "গুরুদেব, তাহা হইলে আমাদের এই কৃতান্তকুমারের উপরেই আপাততঃ নজর রাখিতে হইতেছে।"

গোবিন্দরাম বলিলেন, "হাঁ, তবে এখনও আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত হইতে পারি নাই—ইহার সঙ্গে একটু মেশামেশি করিতে হইবে। আমাদের ছদ্মবেশ ধরিতে পারে নাই।"

"আজ পারে নাই—পরে ধরিলেও ধরিতে পারে।"

"সম্ভব কম। আমার বিশ্বাস, এই নরেন্দ্রভূষণের টাকার সহিত কৃতান্ত জড়িত আছে। আমার কাছে একটা লোক পাঠাইবে বলিয়াছে। দেখা যাক্, কতদূর কি হয়। প্রথমে এই নরেন্দ্রভূষণের ওয়ারিসানদের সন্ধান লইতে হইবে। এখন সুরেন্দ্রনাথের খবর কি পাইলে?"

"বেশী কিছুই না। তিনি ছোটলাট সাহেবের নিকটে দরখাস্ত করিয়াছেন; সুতরাং একমাসের মধ্যে তাঁহার ফাঁসী হইবে না।"

"তাহা হইলে আমাদের আরও একমাস সময় আছে।"

"হাঁ, একমাসে যে আমরা কি করিতে পারিব, তাহা ত বুঝিতেছি না।"

"ভগবান্ আমাদের সহায়।"

"বাগবাজারের বাড়ীতে আর একজন লোকও যে যাওয়া-আসা

করিত, তাহা মুদী বলিয়াছে; এই লোকটাকে খুঁজিয়া বহির করিতে পারিলে কতক কাজ হইতে পারে।”

“ইহাকে পাইবার ভরসা খুব কম।”

“তাহা হইলে উপায়?”

“কৃতান্তকুমারের উপর আমার সন্দেহ হইয়াছে। এ যে খুন করিয়াছে, এ কথা আমি বলি না; তবে যে হাবাকে ইচ্ছা করিয়া পলাইতে দিয়াছিল, ইহা ঠিক।”

“আমারও সেই সন্দেহ।”

“তাহার পর এ নরেন্দ্রভূষণের ওয়ারিসানদের সন্ধান করিবার জন্য ব্যস্ত; হয় ত সে তাহাদের কাহারও কাহারও সন্ধান পাইয়াছে। দেখি, কৃতান্ত যে লোকটাকে পাঠাইবে বলিয়াছে, সে কি বলে।”

“আমাকে এখন কি করিতে বলেন?”

“উপস্থিত কিছুই নয়, এ লোকটা আসিলে তাহার উপর তোমাকে বিশেষ নজর রাখিতে হইবে।”

“যাহা হুকুম করিবেন, তাহাই করিব।”

“এখনও একমাস সময় আছে।”

“ভগবান্ করুন, এই এক মাসের মধ্যেই আমরা যেন প্রকৃত খুনীকে ধরিতে পারি।”

“দেখি, কতদুর কি হয়।”

৩০

পরদিবস প্রাতে একটি বৃদ্ধলোক নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। নবাবের ছদ্মবেশে গোবিন্দরাম তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

তিনি আসিয়া বলিলেন, "কৃতান্ত বাবু আপনার কাছে আমাকে পাঠাইলেন, আমার নাম শ্রীঘনশ্যাম দত্ত।"

নবাব বলিলেন, "আসুন— বসুন।"

ঘনশ্যাম বসিয়া বলিলেন, "কৃতান্ত বাবু আমাকে সকল কথা বলিয়াছেন, বহুদিন হইতে এ কাজ করিয়া আমি এ বিষয়ে পাকা হইয়া গিয়াছি; তাহাতেই আশা করি, শীঘ্রই নরেন্দ্রভূষণ বাবুর ওয়ারিসানগণকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিব।"

"কৃতান্ত বাবু আপনার কথা আমাকে বলিয়াছেন।"

"হাঁ, তবে কাজের কথাটা সর্ব্বপ্রথমেই হওয়া ভাল।"

"হাঁ, বলুন কি চাহেন?"

"এ অনুসন্ধানের জন্য যে খরচ-পত্র হইবে, তাহা আপনাকে দিতে হইবে।"

"তাহা ত নিশ্চয়ই—এই এক শত টাকা এখন লউন, পরে যখন যেমন প্রয়োজন হইবে, লইবেন।"

নবাব দশখানি নোট ঘনশ্যামের হাতে দিলেন। ঘনশ্যাম অতি সাবধানে নোটগুলি গণিয়া পকেটে পূরিলেন; পরে ধীরে ধীরে বলিলেন, একটা কথা মিটিল; এখন দ্বিতীয় কথা—আমার পারিশ্রমিক।"

"বলুন, কি চান্?"

"পাঁচ শত টাকা আমাকে দিতে হইবে। আর সন্ধান করিয়া যদি তাহাদের বাহির করিতে পারি, তাহা হইলে আমাকে হাজার টাকা পুরস্কার দিতে হইবে।"

"তাহাই দিব—আমার টাকার অভাব নাই—আমি মনে করিয়াছিলাম, আপনি আরও অধিক চাহিবেন।"

"আমি সে প্রকৃতির লোক নই। অন্যায় কথা আমি কখনও বলি না।"

"তাহা দেখিতেছি, ইহাতে আপনার প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট হইলাম। কতদিনে আপনার নিকটে সন্ধান পাইব, মনে করেন?"

"তাহা ঠিক বলিতে পারি না; তবে শীঘ্রই কোন-না-কোন সন্ধান পাইবেন—একটা কথা——"

নবাব সত্বর উঠিয়া বলিলেন, "বসুন, এখনই আসিতেছি।"

তিনি বাহিরে আসিয়া আরদালীবেশী রামকান্তকে ইঙ্গিত করিলেন। রামকান্ত ছুটিয়া নিকটস্থ হইলে গোবিন্দরাম বলিলেন, "কে আসিয়াছে, মনে কর?"

"কেন-কে? কৃতান্তবাবু ইহাকে পাঠাইয়াছেন।"

"হাঁ, পাঠাইয়াছেন বটে—স্বয়ংই আসিয়াছেন।"

রামকান্ত নিতান্ত বিস্মিত হইয়া বলিল, "বলেন কি! এ যে বেজায় বুড়ো লোক।"

"বুড়ো সাজিয়াছে—কৃতান্ত ছদ্মবেশে সিদ্ধহস্ত—তবে গোবিন্দরামের চোখে ধূলি দেওয়া বড় সহজ নয়। আমি দেখিয়াই চিনিয়াছি—অপর কাহারও সাধ্য নাই যে, ইহাকে চিনে।"

"আমাদের চিনিতে পারে নাই ত?"

"না, তুমি বেশ বদ্‌লাইয়া ফেল, ততক্ষণ আমি ইহাকে কথায় কথায়

বসাইয়া রাখিব, তাহার পর গুপ্তভাবে ইহার সঙ্গে সঙ্গে যাও—দেখ এ কোথায় যায়। খুব সম্ভব বাড়ী যাইবে না, অন্য কোনখানে যাইবে।”

“আচ্ছা, দেখা যাক্,” বলিয়া রামকান্ত বেশ পরিবর্ত্তন করিতে গেল। গোবিন্দরামও বৃদ্ধের কাছে ফিরিয়া আসিলেন; বলিলেন, “আপনি কি বলিতে যাইতেছিলেন?”

বৃদ্ধ বলিলেন, “কৃতান্ত বাবুর কাছে আপনার মহৎ উদ্দেশ্যের বিষয় সকলই শুনিয়াছি। এখন একটা কথা হইতেছে যে, নরেন্দ্রভূষণের অনেক ওয়ারিসান থাকিতে পারেন; তাঁহারা তাঁহার সমস্ত টাকাই পাইবেন—এ সত্ত্বেও আপনি কি তাঁহাদের সকলকে টাকা দিতে চাহেন?”

“হাঁ, আমি আমার কৃতজ্ঞতা দেখাইতে চাই।”

“খুব মহৎ উদ্দেশ্য। আবার হয় ত নরেন্দ্রভূষণ বাবুর কেবল এক-মাত্র ওয়ারিসানই এখন জীবিত আছেন।”

“তাহা হইলে কেবল তাঁহাকেই সমস্ত দিব।”

“খুব মহৎ উদ্দেশ্য। এখন আমি সকল বুঝিয়া লইলাম, আর কিছু জিজ্ঞাসার নাই। এখন বিদায় হইতে পারি?”

“হাঁ, কতদিনে সংবাদ পাইব?”

“যত শীঘ্র পারি, সংবাদ দিব।”

ঘনশ্যাম বিদায় হইলেন। দূরে থাকিয়া রামকান্ত তাঁহার অনুসরণ করিল।

গোবিন্দরাম যাহা ভাবিয়াছিলেন, ঠিক তাহাই ঘটিল। ঘনশ্যাম বাড়ীর দিকে না গিয়া বরাবর বড়বাজারের দিকে চলিলেন। মেছুয়া-বাজারে আসিয়া তিনি একখানা ভাড়াটীয়া গাড়ী ডাকিলেন। তিনি গাড়ীতে উঠিয়া বসিবামাত্র গাড়োয়ান গাড়ী হাঁকাইয়া দিল।

রামকান্ত বলিয়া উঠিল, "কি বিপদ্! কাছে আর একখানাও যে গাড়ী নাই—গুরুদেব বলিবেন কি? চোখে ধুলা দিয়ে পালাল যে দেখিতেছি—যা থাকে কপালে, গাড়ীর সঙ্গ ছাড়া হইবে না—ছুটিতেই হইল।"

কিন্তু রাজ-পথে গাড়ীর পশ্চাতে ছুটিলে লোকে ভাবিবে কি? হয় ত চোর বলিয়া তাহারা আমাকে ধরিয়া ফেলিবে—পায়ে ছুটিয়া গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে থাকাও সহজ নহে। তবুও রামকান্ত হতাশ হইল না।

সে প্রাণপণে গাড়ীর পশ্চাতে ছুটিতে লাগিল।

৩১

ঘনশ্যামের গাড়ী চিৎপুর দিয়া বরাবর উত্তর দিকে যাইতেছিল—বিডন-উদ্যান পার হইয়া গেল; সৌভাগ্যক্রমে এইখানে রামকান্ত একখানা গাড়ী পাইল। গাড়ীতে উঠিয়া কোচম্যানের কাণে কাণে কি বলিল—কোচ্‌ম্যান তৎক্ষণাৎ গাড়ী হাঁকাইয়া দিল।

তখন এক গাড়ীর পশ্চাতে আর এক গাড়ী সমভাবে ছুটিতে লাগিল; গাড়ী দুইখানা ক্রমে শোভাবাজার আসিল। রামকান্ত ভাবিল, "বেটা কি বাগবাজারের সেই বাড়ীতে যাইতেছে নাকি? দেখা যাক্, কোথায় যায়।"

গাড়ী কলিকাতা ছাড়াইয়া দমদমা ষ্টেশনের দিকে চলিল। এমন সময়ে রামকান্তের কোচ্‌ম্যান বলিল, "আগেকার গাড়ী ষ্টেশনে যাইতেছে।"

রামকান্ত বলিল, "তবে এখানে গাড়ী থামাও, আমি এখান হইতে হাঁটিয়া যাইব—আমার জন্য এইখানে অপেক্ষা কর।"

রামকান্ত গাড়ী হইতে নামিয়া দেখিল যে, ঘনশ্যাম ষ্টেশনে প্রবেশ করিল—সে-ও সত্বর তাঁহার পশ্চাতে চলিল।

এইবার সে আর একজনকে ষ্টেশনে দেখিয়া বিস্মিত হইল; দেখিল, বাগবাজারের সেই মুদী বাক্স-পেটরা লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। মুদী তাহাকে চিনিতে পারিল না।

রামকান্ত মুদীর পাশ দিয়া যাইতেছিল, সহসা মুদী একরূপ বিস্ময়সূচক শব্দ করিয়া উঠিল; রামকান্ত তাহার দিকে চাহিল।

মুদী আপনা-আপনি বলিয়া উঠিল, "এই যে, সেই ঝি-মাগী! এ কোথায় যাইতেছে—এত গয়না-গাঁটী কোথায় পাইল?"

রামকান্ত এই কথা শুনিয়া দাঁড়াইল; দেখিল যথার্থই একটি স্ত্রীলোক গাড়ীতে উঠিবার জন্য প্লাটফরমের দিকে যাইতেছে, ঘনশ্যাম তাহার পশ্চাতে যাইতেছেন।

ইতিমধ্যে গাড়ী আসিয়া পৌছিয়াছিল। রামকান্ত টিকিট ঘরে গিয়া ব্যগ্রভাবে বলিল, "একখানা টিকিট?"

টিকিট-বাবু বিরক্তভাবে বলিলেন, "বাপু, এতক্ষণ কি ঘুমাইতেছিলে? কোথায়—কোন্ ক্লাস?"

রামকান্ত কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইল, বলিল, "যে ক্লাস হউক।"

"আরে কোথাকার টিকিট, তাই বল না।"

তাড়াতাড়িতে রামকান্তের মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছিল; বলিল, ঐযে—যে লোকটি এইমাত্র টিকিট লইলেন, তিনি যেখানে যাইবেন।"

টিকিট-বাবু রোষভরে টিকিট ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন।

রামকান্ত উন্মত্তের ন্যায় দ্বারে আঘাত করায় তিনি ভিতর হইতে বলিয়া উঠিলেন, "বেশী চালাকী করিয়ো না, এখনই পুলিসের জিম্মা করিয়া দিব।"

এই সময়ে গাড়ী ছাড়িয়া দিল। এত কষ্ট করিয়া এতদূর ঘনশ্যামের পশ্চাতে পশ্চাতে আসিয়া তাহাকে হারাইতে হইল! তাহার চোখের উপরে সে রেলে উঠিয়া চলিয়া গেল—কোথায় গেল, তাহা সে কিছুই জানিতে পারিল না; গোবিন্দরাম শুনিলে কি বলিবেন? আর উপায় নাই—ঘনশ্যাম কোথাকার টিকিট লইয়াছিল, তাহা জানিবার কোন উপায় নাই—টিকিট-বাবু তাড়াতাড়ি টিকিট দিয়াছেন, কে কোন্‌-খানা লইল, কিরূপে জানিবেন? তবে রামকান্ত অনুসন্ধানে জানিল যে, এ গাড়ী নৈহাটী পর্য্যন্ত যাইবে, সুতরাং ঘনশ্যাম নৈহাটীর অধিক যাইতে পারিবে না।

এইবার সেই মুদীর কথা তাহার মনে হইল; তবে ঘনশ্যাম এই স্ত্রীলোকের সহিত মিলিত হইয়া একত্রে কোন স্থানে গেল। ভাবিল, "সেই ঝী—তাহা হইলে নিশ্চয়ই সেই মৃত স্ত্রীলোকের দাসী—খুনের দিন হইতে সে নিরুদ্দেশ, সুতরাং সে নিশ্চয়ই জানে কে খুন করিয়াছে; সম্ভবতঃ সে এই খুনের সহায়তা করিয়াছিল, তাহাই পলাইয়াছে। আমি কি গাধা—দুইজনকে হাতে পাইয়াও পলাইতে দিলাম! এখন উপায়?"

রামকান্ত এই সকল ভাবিয়া যেন নিজেরই গাড়ীর চাকায় নিজেই চাপা পড়িবার মত হইয়া নিজের উপরে নিতান্ত ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হইল।

রামকান্ত তখন মুদীর সন্ধানে গেল। সে দেখিয়াছিল যে, মুদী গাড়ীতে উঠে নাই—বোধ হয়, পরের গাড়ীর অপেক্ষায় বসিয়া আছে; নৈহাটী হইতে সে আরও দূরে যাইবে। যথার্থ তাহাই, মুদী দেশে যাইতেছিল, তাহার গাড়ী আসিবার দেরি আছে বলিয়া সে তাহার মাল-পত্র লইয়া একধারে বসিয়াছিল।

রামকান্ত তাহার নিকটে আসিয়া বসিল; বলিল, "তুমি কতদূর যাইবে হে?"

"কুষ্টিয়া যাইব।"

"তোমায় যেন কোথায় দেখিয়াছি বলিয়া বোধ হয়, কলিকাতায় থাক ?"

"হাঁ, বাগবাজারে আমার একখানা মুদীর দোকান আছে।"

"বাগবাজারে ! যেখানে খুন হয়েছিল ?"

"হাঁ, আমার দোকানের সমুখেই খুন হইয়াছিল। সেই মাগীটা এইমাত্র গাড়ীতে গেল।"

"কোন্ মাগী ?"

"তুমি সেই খুনের বিষয় কিছু জান না ?"

"না, বিশেষ কিছু না ; কেবল শুনিয়াছিলাম, বাগবাজারে দুইটা খুন হইয়াছে।"

"হাঁ, একটি মেয়েমানুষ সেই বাড়ীটায় থাকিত—তাহার একজন ঝী ছিল, মেয়ে মানুষটি খুন হইলে সেইদিন থেকে সেই ঝীটাও কোথায় পালিয়ে যায়—আজ তাহাকে ষ্টেশনে দেখিলাম।"

"হয় ত তোমার ভুল হইয়াছে।"

"ভুল হইবে কেন ? তাহাকে কতবার সেই বাড়ীতে দেখিয়াছি, তবে ইহার অবস্থা ফিরিয়াছে বলিয়া বোধ হয়—অনেক গহনা গায়ে দিয়াছে——"

"তাহা হইলে এই ঝীটা জানে, কে খুন করিয়াছে ?"

"তাহা ত আদালতে ঠিক হইয়া গিয়াছে, যে খুন করিয়াছিল, তাহার ফাঁসীর হুকুম হইয়া গিয়াছে।"

"হাঁ, ভাল কথা মনে পড়িয়াছে—তোমার সঙ্গে আলাপ হইয়া ভালই হইল।"

"কেন ?"

"যে লোকটির ফাঁসীর হুকুম হইয়াছে, তাহার বাপের কাছে আমি কাজ করিতাম। তিনি বলেন যে, তাঁহার ছেলে খুন করেন নাই—অন্য লোক খুন করিয়াছে।"

"এই যে তুমি বলিলে, খুনের বিষয় কিছু জান না।"

"সব জানিতাম না, তিনি সব আমাকে এখন বলেনও নাই। তবে দুই পয়সা রোজগার করিবার একটা উপায় আছে।"

"কি রকমে ?"

"তুমি অনায়াসে কিছু পাইতে পার।"

"কেমন ক'রে ?"

"তিনি এই ঝীটাকে খুঁজিতেছেন; তুমি ইহাকে চেন—আজও তাহাকে দেখিয়াছ—সে নিশ্চয়ই আবার কলিকাতা ফিরিবে, তুমি ইচ্ছা করিলে ইহাকে ধরাইয়া দিতে পার। ইহার জন্য তুমি যাহা চাও, তাহাই তিনি দিতে পারেন। কেবল ইহাই নহে, যদি তুমি এই স্ত্রীলোকের সন্ধান করিয়া দিতে পার, তাহা হইলে তিনি তোমায় হাজার টাকা পুরস্কার দিবেন।"

"হা—জা—র—টা—কা ?"

"হাঁ—গো—হাঁ, তিনি খুব বড়লোক।"

"তাই ত কি করিব ভাবিতেছি।"

"এমন সুবিধা কি কেহ কখনও ছাড়ে ?"

"দেশে রওয়ানা হইয়াছি।"

"দুই মাস পরে দেশে গেলেই বা ক্ষতি কি ?"

"সত্যসত্য দিবে ত ?"

"নিশ্চয়, বল ত আমি এখনই তোমাকে তাঁহার কাছে লইয়া যাইতে পারি।"

মুদী কোন কথা না কহিয়া ভাবিতে লাগিল। টাকার লোভ বড় লোভ—সে কি করিবে সহসা স্থির করিয়া উঠিতে পারিল না। রামকান্ত বলিল, "কি বল, আমার সঙ্গে যাইবে? এমন সুবিধা ছাড়িয়ো না। হাতের লক্ষ্মী পা দিয়া ঠেলিতে নাই।"

মুদী চিন্তিতমনে বলিল, "হাঁ তোমার মতেই মত—তবে বাড়ী রওনা হইয়াছি, আমার বাড়ী কুষ্টিয়া—আমি তিন দিনের মধ্যেই ফিরিয়া আসিব, তিন দিনে আর কোন গোল হইবে না।"

তিন দিন কি, তিন ঘণ্টাও এখন নষ্ট করা উচিত নয়; তবে যদি এ লোকটা নিতান্ত রাজী না হয়, তাহার উপায় কি? অধিক পীড়াপীড়ি করিলে পাছে সে ভয় পাইয়া বিগ্‌ড়াইয়া যায়, এই ভয়ে রামকান্ত তাহার কথায়ই সম্মত হইতে বাধ্য হইল; বলিল, "একান্ত যদি যাইতে চাও—কিন্তু তিন দিনের বেশী দেরী করিলে এ কাজ ফস্‌কাইয়া যাইবে, বাপু।"

মুদী বলিল, "আমি কথা দিয়া যাইতেছি, নিশ্চয়ই আসিব। তিন দিনের একদিনও বেশী দেরি করিব না।"

"তবে তাহাই, এই কথা থাকিল।"

"হাঁ, কোথায় তোমার সঙ্গে দেখা করিব?"

"আমি তোমার দোকানে যাইব, আমার থাকিবার কোন স্থিরতা নাই।"

"আমার গাড়ীর আর দেরী নাই।"

"যাও, ভুলো না।"

"না, ভুলিব কেন? আমার দুই পয়সা হইবে।"

মুদী টিকিট্ কিনিতে চলিল; অগত্যা রামকান্ত ষ্টেশনের বাহিরে আসিল।

৩২

রামকান্ত বাহিরে আসিলে একটী লোকের উপরে তাহার দৃষ্টি পড়িল, সেই লোকটী চিন্তিতমনে কলিকাতার দিকে চলিয়াছে। ইহাকে দেখিয়াই রামকান্তের মনে হইল যে, ইহাকে সে কোথায় দেখিয়াছে; প্রথমে মনে করিতে পারিল না। ক্ষণপরে সহসা ইহার কথা মনে পড়িল; যেদিন সে শ্যামকান্তকে লইয়া হাবার প্রতীক্ষায় জেলের দ্বারে পাহারায় ছিল, যেদিন হাবা তাহার চাকরীর দফারফা করিয়া পলাইয়া যায়, সেইদিন কৃতান্তকে দেখিয়া এই লোকটা তাহাকে তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। তখন রামকান্ত ইহাকে তাড়াইয়া দিয়াছিল। তখন তাহার কৃতান্তের উপরে কোন সন্দেহ ছিল না—কাজেই ইহার অনধিকার চর্চ্চায় বিরক্ত হইয়াছিল।

এক্ষণে কৃতান্ত সম্বন্ধে সামান্য বিষয়ও তাঁহাদের লক্ষ্য করা প্রয়োজন হইয়াছে, তাহাই এ লোকটা কেন যে কৃতান্তের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তাহা জানিবার জন্য রামকান্ত উৎসুক হইল। যদি ঘনশ্যাম যথার্থই কৃতান্ত হয়, তাহা হইলে হয় ত এই লোকটা তাহাও জানিতে পারে। রামকান্ত দ্রুতপদে তাহার নিকটস্থ হইয়া বলিল, "তোমাকে কোথায় দেখিয়াছি বলিয়া বোধ হয়।"

লোকটি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "কই, আমার ত মনে হয় না।"

রামকান্ত বলিল, "হাঁ, আমার বেশ মনে পড়িতেছে, তুমি একদিন লালবাজারের কাছে আমাকে একটা লোকের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে?"

লোকটি আবার তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তৎপরে ধীরে ধীরে বলিল, "যেন মনে হয়, একজনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—সে অনেক দিনের কথা।"

"হাঁ, অনেক দিন হইল—আমার কিন্তু সে কথা বেশ মনে আছে। আমারই একটি পরিচিত লোকের কথা তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে।"

"হাঁ, মনে পড়িয়াছে—সেই লোকটি কে জানিবার আমার একটু দরকার ছিল।"

"তখন একটা কারণে মন বড়ই খারাপ ছিল, তাহাই তখন তোমার কথায় কোন উত্তর দিতে পারি নাই। এই লোকটির সঙ্গে তোমার কি কোন কাজ আছে?"

"একটু আছে—বলিতে ক্ষতি নাই। আমি চন্দননগরে পয়েন্ট-ম্যানের কাজ করি—একদিন তিনি আমার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন।"

"কেন, কোন কাজ ছিল?"

"বলিলেন যে, তিনি কোথায় শুনিয়াছেন আমার, মেয়ে না কি কাহার অনেক টাকা পাইবে।"

"তাহার পর?"

"শেষে তিনি বলিলেন, তাঁহার ভুল হইয়াছে—সে আমার মেয়ে নয়, এই সময়ে গাড়ী আসিয়া পড়ায় আমি ছুটিয়া পয়েন্ট ধরিতে গেলাম।"

"এইজন্য তুমি কি তাঁহাকে খুঁজিতেছ?"

"ঠিক এইজন্য নয়; আমার বিশ্বাস যে, তিনি ইচ্ছা করিয়া রেল-লাইনের উপরে কতকগুলি টাকা ছড়াইয়া চলিয়া যান্; তিনি টাকা-গুলি ভুলিয়া ফেলিয়াছেন, ভাবিয়া আমার মেয়ে তাঁহাকে দিবে বলিয়া সে টাকাগুলি কুড়াইতে আরম্ভ করে—এই সময়ে একেবারে ট্রেণ

আসিয়া পড়ে, সে শুইয়া পড়ে, তাহার উপর দিয়া গাড়ী চলিয়া যায়, কেবল ভগবান্ তাহাকে সেদিন রক্ষা করিয়াছিলেন।"

"এ তুমি কেবল অনুমান করিতেছ, হয় ত লোকটি ভুল করিয়াই টাকা ফেলিয়াছিল।"

"প্রথমে তাহাই মনে করিয়াছিলাম; কিন্তু পরে আমার স্ত্রীর কতকগুলা কাগজ পাইয়াছি, তাহাতে জানিতে পারিলাম যে, আমার শাশুড়ী একজন বড় লোকের ভগিনীর কন্যা, তাহা হইলে আমার মেয়ে এই বড়লোকের টাকা পাইলেও পাইতে পারে; সুতরাং সেই লোকটি শেষে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার ভুল হইয়াছে; এখন বুঝিতেছি, এ কথা মিথ্যা বলিয়াছিলেন।"

"তুমি এই বড় লোকের কথা জানিতে না?"

"না, তিনি বিদেশে গিয়া বড়লোক হইয়াছিলেন। তাঁহার ভগিনীদের সব গরীব লোকের সঙ্গে বিবাহ হইয়াছিল।"

"এই বড়লোকের নাম জানিতে পারিয়াছ?"

"হাঁ, তাঁহার নাম নরেন্দ্রভূষণ, তিনি পশ্চিমে গিয়া বড়লোক হইয়াছিলেন।"

নরেন্দ্রভূষণের নাম শুনিয়া রামকান্ত প্রকৃতই বিশেষ বিস্মিত হইল। কিন্তু নিজ মনোভাব গোপন করিয়া বলিল, "তোমার সঙ্গে কথা কহিয়া দেখিতেছি, ভালই হইল; আমি একজন লোককে জানি, তাঁহার কাজই এই রকম নষ্ট সম্পত্তির উদ্ধার করা—তাঁহার নাম নরহরি বাবু—প্রাচীনলোক, তুমি তাঁহার কাছে গিয়া একটা বন্দোবস্ত করিলে তোমার মেয়েকে তিনি এই টাকা পাওয়াইয়া দিতে পারেন।"

"তিনি কোথায় থাকেন?"

"কলিকাতায়—সিমলায়—সেখানে তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করিলেই সকলে তাঁহার বাড়ী দেখাইয়া দিবে।"

"যে লোকটি আমার কাছে গিয়াছিলেন, তিনি কে? তাঁহার নাম কি জান?"

"হাঁ, জানি, তাঁহার নাম কৃতান্ত বাবু, তিনি কি করেন জানি না; এক সময়ে একটা দোকানে আলাপ হইয়াছিল।"

"আমার বোধ হয়, লোকটা ইচ্ছা করিয়া লাইনের উপরে টাকা ছড়াইয়া আমার মেয়েকে মারিতে চেষ্টা পাইয়াছিল।"

"না—না—এ কখনও হইতে পারে না, তোমার মেয়েকে মারিবার ইহার উদ্দেশ্য কি? তোমার মেয়ে কত বড়?"

"মেয়েকে এখানে একটী বন্ধুর বাড়ী আনিয়াছি। একদিনের ছুটি লইয়া আসিয়াছি—এই যে এইখানেই বন্ধুর বাড়ী—তামাক খাবে?"

"ক্ষতি কি?"

গৃহদ্বারে পিতাকে দেখিয়া লীলা ছুটিয়া বাহিরে আসিল। গোপাল বলিল, "যাও লীলা, খেলা করগে।"

লীলা বলিল, "বাবা, ঐখান থেকে ফুল তুলিয়া আনিব?"

"যাও, কিন্তু বেশীদূরে যাইয়ো না, মা।"

"না, ঐতো—ওখান থেকে আনিব।"

লীলা ছুটিয়া ফুল তুলিতে গেল। গোপাল তামাক সাজিতে আরম্ভ করিল।

রামকান্ত বলিল, "তোমার মেয়েটি ত বেশ—একে দেখিলেই সকলেই বলিবে, এ বড় ঘরের মেয়ে।"

গোপাল সনিঃশ্বাসে বলিল, "আমরা চিরকালই গরীবলোক—খেটে-খুটে খাই।"

"এখন বোধ হয়, আর গরীব থাকিবে না।"

"এই নরেন্দ্রভূষণ বাবু যদি কিছু রাখিয়া গিয়া থাকেন, তাহা হইলেও তাহার কিছুই আমি জানি না।"

"সেইজন্যই ত নরহরি বাবুর কাছে তোমাকে যাইতে বলিতেছি।"

"হাঁ, যখন কাগজগুলা পাইয়াছি, তখন লীলার জন্যও আমার একটু সন্ধান লওয়া উচিত।"

"নিশ্চয়ই—নরহরি বাবুর হাতে কাগজগুলি দিলেই তোমার সব কাজ তিনি নিজে ঠিক করিয়া দিবেন। তিনি আগে এক পয়সাও চাহেন না—তোমার মেয়ে সম্পত্তি পাইলে, তখন তিনি তাঁহার পারিশ্রমিক চাহিবেন।"

"আমি দুই-একদিনের মধ্যেই একদিন ছুটি লইয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করিব।"

"কোন্ দিন, কখন্ যাইবে বলিলে আমি ঠিক সেই সময়ে তাঁহার বাড়ীতে যাইতে পারি, তাঁহার সঙ্গে আমার বিশেষ আলাপ-পরিচয় আছে।"

"তাহা হইলে ত ভালই হয়—পরশ্বঃ সকালে যাইব।"

"বেশ, আমিও আসিব—তবে ইহাও তোমায় বলি, মেয়েটিকে খুব সাবধানে রাখিয়ো।"

"কেন—কেন? তাহার ভয় কি?"

"আছে, ভাল লোক, মন্দ লোক এ সংসারে সব রকমেরই লোক আছে।"

"কেন, তাহারা কি করিবে?"

"এই নরেন্দ্রভূষণ বাবুর অনেক ওয়ারিসান্ থাকিতে পারে—তাহা হইলে তাঁহার সম্পত্তি ইহাদের সকলের মধ্যে সমভাবে ভাগ হইবে;

কাজেই ইহাদের মধ্যে যদি কোন বদ্‌লোক থাকে, তাহা হইলে এ লোক নিজে বেশী টাকা পাইবার লোভে অপর ওয়ারিসানদের সরাইবার চেষ্টা করিতে পারে।”

“বল কি!”

“হাঁ, এ সংসারে সবই সম্ভব।”

“তাহা হইলে আমি ত ঠিক ভাবিয়াছি যে, তবে এ লোকটা ইচ্ছা করিয়াই আমার মেয়ের সম্মুখে টাকা ছড়াইয়াছিল।”

“তাহা যাহাই হউক, সেইজন্যই বলিতেছি, তোমার মেয়েটিকে একটু সাবধানে রাখিয়ো; এখন মেয়েটি কোথায় গেল, দেখিতে পাইতেছি না।”

গোপাল লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল—যথার্থই লীলা আর সেখানে নাই; সে নিকটেই ফুল কুড়াইতেছিল—কিন্তু এখন সে আর সেখানে নাই। গোপাল তাহার সন্ধানে উন্মত্তের ন্যায় ছুটিল। রামকান্তও তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

তাহারা কিয়ৎক্ষণ এদিকে সেদিকে সন্ধান করিয়াও কোথাও তাহাকে দেখিতে পাইল না; তখন গোপাল পাগলের মত চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল, “লীলা—লীলা——”

এই সময়ে লীলা একটি ছোট গলির ভিতর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল। গোপাল ছুটিয়া গিয়া তাহাকে কোলে করিয়া তাহার মুখচুম্বন করিল। গোপাল বলিল, “মা, এতক্ষণ কোথায় গিয়াছিলে? আমি ভেবে মরি।”

লীলা বলিল, “এক মাগী এসে বলিল যে, তুমি আমাকে ঐদিকে ডাকিতেছ; আমি তাহার সঙ্গে গেলে, সে আমাকে জোর ক’রে এক-খানা গাড়ীতে তুলিতেছিল। আমি তাহার হাত কামড়াইয়া ধরিলে

সে আমায় ছাড়িয়া দিয়াছে। আর অমনই আমি ছুটিয়া পলাইয়া আসিয়াছি।”

গোপাল চিন্তিত ও বিস্মিত হইয়া বলিল, “মাগী! কি রকম মাগী?”

“একটা বুড়ী।”

“কোথায় গেল?”

“তা জানি না, বোধ হয়, গাড়ী ক’রে চ’লে গেছে।”

গাড়ী চলিয়া গিয়াছে কি না গোপাল দেখিতে ছুটিতেছিল; কিন্তু রামকান্ত তাহাকে প্রতিবন্ধক দিয়া বলিল, “এই মাগীর সন্ধানে গিয়া কোন লাভ নাই, সে নিশ্চয় এতক্ষণে অনেক দূর গিয়াছে। এখন স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে, তোমার মেয়ের ক্ষতি করিবার জন্য কেহ চেষ্টা পাইতেছে; তুমি আর কালবিলম্ব না করিয়া নরহরি বাবুর সঙ্গে দেখা কর।”

এই বলিয়া রামকান্ত সে স্থান পরিত্যাগ করিল। গোবিন্দরামকে সংবাদ দিবার মত তাহার অনেক কথা সংগ্রহ হইয়াছে, আর তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে বিলম্ব করা উচিত নহে।

তাহার গাড়ী তখনও দূরে দাঁড়াইয়া ছিল। সে সত্বর গাড়ীতে উঠিয়া বসিল—গাড়ী ছুটিতে লাগিল।

৩৩

গোবিন্দরাম নবাব সাজিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি জানিতেন যে, এক নবাব সাজে থাকিলে তাঁহার চলিবে না। এইজন্য তিনি আগে হইতেই দুই-তিনটা বাড়ী স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। কলুটোলার বাড়ীতে তিনি নবাব। সিমলার বাড়ীতে তিনি বৃদ্ধ নরহরি বাবু।

রামকান্ত আসিয়া গোবিন্দরামকে সেদিনকার সমস্ত কথা বলিল। ঘনশ্যাম যে কৃতান্ত, এ বিষয়ে রামকান্ত নিশ্চিত হইতে পারে নাই; তবে এটা স্থির যে, ঘনশ্যাম নৈহাটীর কোন ষ্টেশনে গিয়াছেন—সম্ভবতঃ ইঁহার কোন গুপ্ত আড্ডা আছে।

গোপাল ও তাহার কন্যা লীলার কথা শুনিয়া গোবিন্দরাম বিশেষ চিন্তিত হইলেন। তিনি প্রথম হইতে কৃতান্তের উপরে একটু সন্দেহ করিয়াছিলেন; এখন সেই সন্দেহ আরও বদ্ধমূল হইল।

গোপাল গোবিন্দরামের সহিত দেখা করিয়া কাগজ-পত্র দিয়াছে। তাহাতেই গোপাল জানিতে পারিয়াছে যে, সুহাসিনী নরেন্দ্রভূষণের একজন ওয়ারিসান্। নরহরিবেশী গোবিন্দরাম সুহাসিনীর মাতার সহিত দেখা করিতে তাহাকে বলিয়াছেন, গোপাল তাহাই বরাহ-নগরে রওনা হইয়াছে।

তখন প্রায় সন্ধ্যা আসন্ন, দিবালোক ম্লান হইয়াছে, চারিদিকে ধীরে ধীরে অন্ধকার ঘনীভূত হইতেছে।

সুহাসিনী উদ্যানমধ্যে চিন্তিতমনে বেড়াইতেছিল। সুরেন্দ্রনাথের ফাঁসীর হুকুম হওয়ায় তাহার হৃদয় একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, সে আর কাহারও সহিত কথা কহে না, সুবিধা পাইলেই বাগানে গিয়া

নির্জ্জনে বসিয়া থাকে, আর সুরেন্দ্রনাথের কথা ভাবে—আজও সে বাগানের এক কোণে গিয়া বসিয়াছিল—ভাবিতেছিল।

সহসা একটা শব্দ হওয়ায় সুহাসিনী মাথা তুলিল; দেখিল, বেড়ার বাহিরে দুইটি লোক দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহাকে মাথা তুলিতে দেখিয়া একব্যক্তি বেড়ার নিকটস্থ হইল। অতি সাবধানে মৃদুস্বরে বলিল, "তাঁহার বাপ একবার আপনার সহিত দেখা করিতে চান্।"

সুহাসিনী সত্বর উঠিয়া দাঁড়াইল; বলিল, "আমি জানি, তিনি আমাদের ত্যাগ করেন নাই, কোথায় তিনি ?"

"ঐ গাড়ীতে, তিনি বিশেষ কারণে লুকাইয়া আসিয়াছেন—না হইলে ত প্রকাশ্যভাবেই আসিতেন।"

"চল। কোথায় ?"

সুহাসিনী সত্বর বেড়া সরাইয়া পথে আসিল। সেদিকে একটা গলিপথ, সেই গলিপথের মধ্যে একখানা গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। এ পথে বড় লোকজন চলিত না। সুহাসিনী, সুরেন্দ্রনাথের পিতা গোবিন্দরাম আসিয়াছেন ভাবিয়া, কোনদিকে না চাহিয়া সত্বরপদে গাড়ীর নিকটস্থ হইল।

অপর লোকটি বেড়ার আড়ালে নিস্পন্দভাবে এতক্ষণ দাঁড়াইয়াছিল। সুহাসিনী তাহার দিকে না চাহিয়া গাড়ীর দ্বারে আসিল।

অমনই সেই লুক্কায়িত লোকটি নিমেষমধ্যে লাফাইয়া আসিয়া দুইহস্তে তাহাকে জড়াইয়া ধরিল; সুহাসিনী চীৎকার করিয়া উঠিল, তখনই অপর লোক তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া সবলে তাহাকে গাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করাইতে চেষ্টা করিল। সুহাসিনী আর চীৎকার করিতেও পারিল না।

এই সময়ে সেই গলিপথে একটি লোক আসিতেছিল, সে-ও ধীরে ধীরে আসিতেছিল, এক-একবার সুহাসিনীদের বাড়ীর দিকে চাহিতেছিল।

সহসা তাহার কাণে সুহাসিনীর অস্ফুট চীৎকারধ্বনি প্রবেশ করিল। লোকটি চমকিত হইয়া সেইদিকে ফিরিয়া দেখিল, দুইটি লোকে একটি বালিকাকে জোর করিয়া গাড়ীতে তুলিতেছে।

তখন সেইলোক লাফাইয়া উঠিল; তাহার হাতে এক প্রকাণ্ড লাঠী ছিল, সে পশ্চাৎ হইতে একব্যক্তির মস্তকে সজোরে সেই লাঠী মারিল।

লাঠী খাইয়া সুহাসিনীকে ছাড়িয়া দিয়া দুর্বৃত্ত পলাইয়া গেল; পরক্ষণে অপর একব্যক্তিও এই ব্যাপার দেখিয়া সজোরে সুহাসিনীকে ধরাতলে নিক্ষেপ করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলাইল।

লোকটি তাহাদের অনুসরণ করিল না, সুহাসিনী পড়িয়া গিয়াছিল, তাহার হাত ধরিয়া তুলিল; বলিল, "ভয় নাই, চল—কোথায় তোমাদের বাড়ী বল—রাখিয়া আসি। ইহারা কে?"

সুহাসিনী ব্যাকুলভাবে বলিল, "এই আমাদের বাড়ী।"

"তবে তোমারই নাম সুহাসিনী। ইহারা কে?"

"জানি না, আসুন বাড়ীতে। আমার এখানে বড় ভয় কর্‌ছে।"

"চল, আমি এদিকে না আসিলে ইহারা তোমাকে লইয়া যাইত। বাগানের দরজা কোন্‌দিকে আমি তাহাই খুঁজিতে খুঁজিতে এইদিকে আসিয়াছিলাম।"

"হাঁ, বাড়ীতে চলুন।"

সুহাসিনী লোকটির সহিত বাগানে প্রবেশ করিল; যাইতে যাইতে বলিল, "আপনি আমাদের কাছে আসিয়াছেন?"

"হাঁ, একটু কাজ আছে।"

সুহাসিনী আর কোন কথা কহিল না, সত্বরপদে বাড়ীর দ্বারে আসিল; তখন সে হঠাৎ লোকটির দিকে ফিরিয়া বলিল, "এ সকল কথা কাহাকেও বলিবেন না—এমন কি মাকেও না।"

বালিকাকে জোর করিয়া গাড়ীতে তুলিতেছে।

"কেন? এ রকম ব্যাপার কে করিতে সাহস করিয়াছিল; তাহার সন্ধান করা উচিত।"

"মা কেবল ব্যস্ত হইবেন। যাহাদের ষড়্যন্ত্রে তিনি ফাঁসী যাইতেছেন, তাহাদেরই এই কাজ।"

"কিসের ষড়্যন্ত্র? কে তাহারা?"

"তাঁহার পিতা নিশ্চয়ই এ কথা আপনাকে বলিয়াছেন, আপনি তাঁহার নিকট হইতে আসিতেছেন?"

"তোমার ভুল হইয়াছে, তুমি কাহার কথা বলিতেছ?"

"গোবিন্দরাম বাবু।"

"আমি তাঁহার নিকট হইতে আসি নাই।"

সুহাসিনী বিস্মিতভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনি তবে কাহার নিকট হইতে আসিয়াছেন?"

এই সময়ে সুহাসিনীর মা সেইদিকে আসিলেন; তিনি বলিলেন, "এ কে?"

লোকটি বলিল, "আমার নাম গোপাল, রেলে পয়েণ্টম্যানের কাজ করি। গরীবলোক—আপনাদের মত বড়লোকের বাড়ীতে আমার আসাই অন্যায়; তবে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি।"

"বল, কি কথা?"

"আপনার পিতামহীর ভাইএর নাম কি ছিল?"

সুহাসিনীর মা নিতান্ত বিস্মিতভাবে গোপালের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কোন কথা কহিলেন না।

গোপাল বলিল, "তাঁহার নাম কি নরেন্দ্রভূষণ বাবু?"

সুহাসিনীর মা বলিলেন, "প্রথমে আমি শুনিতে চাই যে, এ কথা জানিবার তোমার আবশ্যক কি?"

গোপাল বলিল, "আমি কতকগুলি কাগজ-পত্রে জানিয়াছি যে, আমার শাশুড়ীর মা নরেন্দ্রভূষণ বাবুর এক ভগিনী হইতেন; আমার একটি ছোট মেয়ে আছে; শুনিয়াছি, নরেন্দ্রভূষণ বাবুর কোন সন্তানাদি ছিল না, অথচ তিনি অনেক টাকা রাখিয়া গিয়াছেন। এই টাকা তাঁহার ওয়ারিসানগণ পাইবে। তাহা হইলে আমার মেয়ে আর আপনার এই মেয়ে তাঁহার ওয়ারিসান।"

সুহাসিনীর মা বলিলেন, "এ সকল খবর কে দিল?"

"আমার স্ত্রীর বাক্সে কতকগুলি কাগজ-পত্র পাইয়াছি, তাহাতে কতক জানিয়াছিলাম; তাহার পর নরহরি বাবু বলিয়া একটি লোকের কাছে গিয়া তাঁহাকে এ বিষয়ে সন্ধান করিতে অনুরোধ করি; তিনি এই রকম সব মাম্‌লার-তদ্বির করেন, তিনিই বলিলেন যে, নরেন্দ্রভূষণ বাবুর আর এক ওয়ারিসান আছে; সে আপনার মেয়ে; তিনিই আমাকে আপনার কাছে আসিতে বলিয়াছিলেন।"

"হাঁ, তাঁহার নাম নরেন্দ্রভূষণ ছিল বটে, তবে তুমি যে কাহার কথা বলিতেছ, তাহা আমি ঠিক জানি না।"

"এই নরেন্দ্রভূষণ বাবু পশ্চিমে গিয়া বড়লোক হইয়া অনেক টাকা রাখিয়া গিয়াছেন। অনেক দিন অবধি আদালত হইতে ইঁহার ওয়ারিসানদের সন্ধান হইতেছে; বোধ হয়, আমি সপ্রমাণ করিতে পারিব যে, ইনিই সেই নরেন্দ্রভূষণ বাবু।"

"আমি পিতার কাছে শুনিয়াছিলাম যে, তাঁহার মামা নরেন্দ্রভূষণ বাবু যখন পশ্চিমে গিয়াছিলেন, তখন বড় গরীব ছিলেন। তাহার পর তাঁহার আর কোন সন্ধান পান্ নাই।"

"খুব সম্ভব, আপনার কন্যাও তাঁহার সম্পত্তির একভাগ পাইবেন, নরহরি বাবু এ সন্ধান করিতেছেন।"

"তিনি কে ?"

"তাঁহার এই কাজ, সম্পত্তি যদি তিনি আমাদের দেওয়াইয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাকে শতকরা একটাকা করিয়া দিতে হইবে।"

"আমার মেয়ের যাহা আছে, যথেষ্ট।"

"কিন্তু আমার মেয়ে বড় গরীব।"

"সে পাইলে আমরা সুখী হইব।"

"যদি আমার মেয়ে ও আপনার মেয়ে যথার্থই সম্বন্ধে ভগিনী হয়, তাহা হইলে আপনার মেয়েও এই সম্পত্তি পাইবেন। নরেন্দ্রভূষণ বাবু এই মর্ম্মে একখানা উইল করিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহার ভগিনীগণের সন্তানাদির মধ্যে তাঁহার সম্পত্তি সমভাগে বিভক্ত হইবে।"

সুহাসিনী বলিল, "মা, ইঁহাকে ইঁহার মেয়েকে সঙ্গে করিয়া আনিতে বল, সে নিশ্চয়ই আমার ভগিনী।"

সুহাসিনীর মা বলিলেন, "হাঁ, আনিবে বই কি ; এ সম্বন্ধে আর কি হয়, জানিবার জন্য আমরা ব্যস্ত রহিলাম।"

গোপাল বলিল, "আমি নরহরি বাবুর সঙ্গে কাল আবার দেখা করিব, যদি কিছু নূতন কথা জানিতে পারি, আপনাদের বলিয়া যাইব।"

সুহাসিনী বলিল, "অনুগ্রহ করিয়া এবার আপনার মেয়েকে সঙ্গে আনিবেন।"

সুহাসিনী এই গরীব লোকটাকে এত সম্মান করিয়া কথা কহিতেছে দেখিয়া, সুহাসিনীর মা বিস্মিত হইলেন, কিন্তু কিছু বলিলেন না।

গোপাল বুঝিল, সে সুহাসিনীকে একটু পূর্ব্বে দস্যুদের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিল বলিয়াই, সে তাহাকে এত সম্মান করিতেছে।

"এবার যেদিন আসিব, লীলাকে সঙ্গে আনিব," বলিয়া গোপাল দমদমার দিকে ফিরিল। সেখানে বন্ধুর বাড়ীতে লীলাকে রাখিয়াছিল।

৩৬

গোপাল প্রায় রাত্রি আটটার সময়ে বন্ধুর বাড়ীতে উপস্থিত হইল; দ্বার হইতে ডাকিল, "লীলা—লীলা——"

তাহার কণ্ঠস্বর শুনিলে লীলা তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া আসে—কই, আজ সে আসিল না কেন? গোপাল ভাবিল, "হয় ত সে এতক্ষণে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।"

এই সময়ে তাহার বন্ধুও বাড়ীর বাহির হইয়া আসিয়া তাহাকে দেখিয়া নিতান্ত বিস্মিতভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার ভাব দেখিয়া গোপালও বিস্মিত হইল; বলিল, "লীলা কি এরই মধ্যে ঘুমাইয়াছে?"

বন্ধু সে কথায় উত্তর না দিয়া বলিল, "তুমি তাহা হইলে গাড়ীচাপা প'ড় নাই—মা কালী রক্ষা করিয়াছেন!"

"গাড়ী চাপা কি? তোমার কি মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে—অমন করিয়া আমার দিকে চাহিয়া আছ কেন? লীলা কোথায়?"

"লীলা কোথায়, তুমি কি তাহা জান না?"

গোপাল বিস্মিতভাবে বলিল, "আমি কিরূপে জানিব—আমি কি এখানে ছিলাম? তাহার কি হইয়াছে, শীঘ্র আমাকে বল।"

তখন সেই বন্ধু বলিল, "সন্ধ্যার সময়ে এক মেম এখানে এসে বলিল যে, তুমি গাড়ীচাপা পড়িয়া হাঁসপাতালে গিয়াছ, অবস্থা ভাল নয়, তাই লীলাকে দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছ। সে হাঁসপাতালের মেম—নিজেই লীলাকে লইতে আসিয়াছে।"

"আর তুমি প্রকাণ্ড আহাম্মুখের মত সেই কথা বিশ্বাস করিলে?"

"কি করিব—মেম—তাহাতে তাহার গাড়ীর উপর একজন পাহারা-ওয়ালা ব'সে—কেমন ক'রে অবিশ্বাস করিব ?"

গোপাল মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল ; বলিল, "সর্ব্বনাশ হইয়াছে ! দুই-দুইবার লীলাকে ভগবান্ রক্ষা করিয়াছিলেন। হায় হায় ! এবার তাহাকে হারাইলাম।"

গোপাল ব্যাকুলভাবে কাঁদিয়া উঠিল। তাহার বন্ধু লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়া বলিল, "এমন জাল, জুয়াচুরি, মিথ্যাকথা, মিথ্যাসাজ কেমন করিয়া বুঝিব ? তাহারা লীলাকে লইয়া কি করিবে ?"

"আর কি করিবে, আমার মাথা করিবে—মারিয়া ফেলিবে।"

"তবে পুলিসে খবর দাও—চল।"

গোপালও ভাবিল, বসিয়া বসিয়া ব্যাকুলভাবে কাঁদিলে লীলাকে পাইব না, পুলিসে সংবাদ দিলে কিছু বিহিত হইতে পারে ; তাহার পর নরহরি বাবুকেও এখনই সব কথা বলা উচিত, তিনিও তাহার সন্ধান করিতে পারেন। গোপাল জিজ্ঞাসা করিল, "গাড়ী কোন্‌দিকে গেল ?"

"কলিকাতার দিকে গিয়াছে।"

"ভাড়াটিয়া গাড়ী ?"

"না, ঘরের ভাল গাড়ী—ইহাতে কেমন ক'রে অবিশ্বাস করি।"

"তোমার দোষ কি, ভাই ? আমার অদৃষ্টের দোষ।"

"তবে চল, আর দেরি করিয়ো না।"

গোপাল বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া থানায় উপস্থিত হইল। ইন্‌স্পেক্টর তাহার এজাহার লিখিয়া লইয়া বলিল, "যাও, সন্ধান হইবে।"

হতাশচিত্তে গোপাল ফিরিল। তখন অনেক রাত্রি হইয়াছিল, সুতরাং তখন গেলে নরহরি বাবুর সহিত দেখা হইবার সম্ভাবনা নাই—কাজেই গোপাল বন্ধুর বাড়ীতে অতিকষ্টে সে রাত্রিটা কাটাইল।

পরদিবস প্রাতে রামকান্ত গোবিন্দরামের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল। আসিয়া দেখিল, তাঁহার দ্বারে গোপাল বসিয়া আছে।

গোপালের সমস্ত রাত্রি ঘুম হয় নাই, অন্ধকার থাকিতে-থাকিতেই সে নরহরি বাবুর সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিল। দ্বার খোলা না পাইয়া সেইখানেই বসিয়াছিল—বসিয়া বসিয়া অভাগিনী লীলার কথা ভাবিতেছিল।

রামকান্ত তাহাকে দেখিয়া বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হে, তুমি এত সকালে এখানে কি মনে করিয়া—খবর কি ?"

গোপাল লীলার সম্বন্ধে সকল কথা বলিল। রামকান্ত কোন কথা না বলিয়া তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে নরহরি বাবুর বাড়ীর ভিতরে লইয়া গেল।

তখন নরহরি বাবু সবে মাত্র উঠিয়া মুখ ধুইতে বসিয়াছিলেন। রাম-কান্ত বলিল, "এই লোকটির মেয়ে চুরি গিয়াছে, সেই যে মেয়ে——"

নরহরি বাবু একটু চমকিত হইয়া গোপালের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "সব কথা খুলিয়া বল।"

গোপাল বলিল, "কি খুলিয়া বলিব—আমার মাথার ঠিক নাই। এক মেম আসিয়া আমার বন্ধুর বাড়ী হইতে আমার মেয়েকে লইয়া গিয়াছে—সে বলিয়াছিল, আমি গাড়ী চাপা পড়িয়াছি—এ সবই মিথ্যাকথা।"

"কখন লইয়া গিয়াছে ?"

"সন্ধ্যার পর—কাল।"

"গাড়ী সঙ্গে ছিল ?"

"হাঁ, ঘরের গাড়ী—উপরে একজন পাহারাওয়ালা ছিল।

"তোমার বন্ধু তাহা হইলে এই গাড়ী চিনিতে পারিবে ? মেমকে দেখিলেও চিনিতে পারিবে ?"

"সম্ভব, তবে ঠিক বলিতে পারি না।"

"কাহারও উপরে তোমার সন্দেহ হয়?"

"কেমন করিয়া বলিব, আমি গরীবলোক।"

রামকান্ত বলিল, "ইহার পূর্ব্বেও একবার তাহাকে চুরি করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। সেবার এক বুড়ী তাহাকে ভুলাইয়া গাড়ীতে তুলিতেছিল।"

গোপাল বলিল, "হাঁ, সেদিন লীলা তাহার হাত কামড়াইয়া পলাইয়া আসিয়াছিল।"

নরহরি বাবু বলিলেন, "তুমি কাল সন্ধ্যার সময়ে কোথায় যাইবে, কাহাকেও সে কথা বলিয়াছিলে?"

"হাঁ, আমার বন্ধুকে বলিয়াছিলাম যে, আমি বরাহ-নগরে যাইতেছি।"

"সেখানে কি শুনিলে?"

"শুনিলাম, সুহাসিনী ও আমার মেয়ে সম্বন্ধে ভগিনী; আমার শাশুড়ীর মামা, আর সুহাসিনীর মাতামহের মামা, একই লোক—সেই নরেন্দ্রভূষণ বাবু। যাহারা আমার মেয়েকে চুরি করিয়াছে, তাহারাই এই সুহাসিনীকে জোর করিয়া লইয়া যাইতেছিল।"

গোবিন্দরাম বিস্মিত হইয়া গোপালের মুখের দিকে চাহিলেন। তিনি সুহাসিনীকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। কে সেই সুহাসিনীকেও সরাইতে চাহে—তাহাকে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া যাইতেছিল; তাহা হইলে এখন স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে, লীলা ও সুহাসিনী নরেন্দ্রভূষণ বাবুর ওয়ারিসান।

তাহার অন্য কোন ওয়ারিসান ইহাদের বিষয় জানিতে পারিয়াছে, সমস্ত সম্পত্তি নিজে ভোগ করিবার জন্য ইহাদের দুইজনের প্রাণনাশ করিবার চেষ্টায় আছে—এ লোক কে?

কৃতান্ত এ বিষয়ের অনুসন্ধান করিতেছিল, সে গোপালের কাছে গিয়াছিল, নিশ্চয় সে সুহাসিনীর মা'র কাছেও গিয়াছিল, সে সম্পত্তি সম্বন্ধে সকল কথাই বোধ হয় জানিতে পারিয়াছে; তাহা হইলেও তাহার এ সম্পত্তি পাইবার সম্ভাবনা কোথায়? ইহারা দুইজন মরিলে সে বিষয় পাইবে কেন? তবে কি সে-ও নরেন্দ্রভূষণ বাবুর একজন ওয়ারিসান—না, তাহা হইতে পারে না; তবে হয় ত সে অন্য কোন ওয়ারিসানকে হাত করিয়াছে। যাহা হউক, ইহার বিশেষ সন্ধান লইতে হইল; মনে হয়, যেন বিনোদিনীও এই নরেন্দ্রভূষণের একজন ওয়ারিসান ছিল।

তিনি সুহাসিনীর সম্বন্ধে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা গোপালকে আনুপূর্ব্বিক বলিতে বলিলেন। সকল শুনিয়া বলিলেন, "এই সুহাসিনীর কথা পরে হইবে—এখন কথা হইতেছে, তোমার মেয়েকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।"

গোপাল ব্যগ্রভাবে বলিল, "তাহা হইলে—তাহা হইলে লীলাকে পাওয়া যাইবে?"

"প্রায় কোন কাজেই আমি নিষ্ফল হই না। তবে একটা কথা আছে, বাপু।"

"বলুন।"

"আমি যে তোমার কাজে নিযুক্ত হইয়াছি, তাহা কাহাকেও বলিয়ো না; পুলিসে সংবাদ দিয়াছ ভালই, আমি স্বতন্ত্রভাবে সন্ধান করিব।"

"পুলিসের উপরে আমার ভরসা নাই।"

"আমারও বিশ্বাস যে, এই সম্পত্তির জন্য কোন লোক তোমার কন্যাকে হস্তগত করিয়াছে।"

"তাহা হইলেই ত হইল, তাহারা তাহাকে মারিয়া ফেলিবে, সে বাঁচিয়া থাকিলে তাহাদের উদ্দেশ্য সফল হইবে না।"

"প্রাণেও না মারিতে পারে—লুকাইয়া রাখিলেও তাহাদের কাজ উদ্ধার হইবে।"

"এখন উপায় ?"

"তোমার মেয়েকে তাহারা খুন করিতে ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই পারিত—তাহা হইলে চুরি করিয়া লইত না।"

"তবে তাহারা তাহাকে আটকাইয়া রাখিবে ?"

"সম্ভব, সেইজন্য আশা করিতেছি, তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিব," বলিয়া গোবিন্দরাম উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

গোপাল বলিল, "তবে আপনার কাছে কখন আসিব ?"

"সুবিধা মত আসিয়ো।"

"তাহা হইলে লীলাকে আমি পাইব ?"

"হাঁ, এত শীঘ্র হতাশ হইয়ো না। বমকুল হইলে মেয়ে আসিবে না।"

গোপাল ও রামকান্ত বিদায় হইলে গোবিন্দরাম, গোপাল যে কাগজগুলি দিয়া গিয়াছিল, তাহাই আবার ভাল করিয়া পড়িতে লাগিলেন। দেখিলেন, নরেন্দ্রভূষণের চারি ভগিনী প্রথমা ভগিনীর এক কন্যা হয়, তাহার বিবাহ হইয়াছিল; কিন্তু তাহার সন্তানাদি হইয়াছিল কি না, তাহা এ কাগজ-পত্রে নাই। দ্বিতীয়া ভগিনীর কন্যা গোপালের শাশুড়ী, গোপালের কন্যা লীলা। তৃতীয়া ভগিনীর পুত্র সুহাসিনীর মাতামহ।

গোবিন্দরাম বলিলেন, "এই কাগজ-পত্রে ত স্পষ্টই প্রমাণ হইতেছে যে, নরেন্দ্রভূষণের ওয়ারিসান, এই লীলা আর সুহাসিনী। তাহার বড় ভগিনীর কেহ আছে কি না, ইহাই অনুসন্ধানের বিষয়। এখন ছোট

ভগিনী সম্বন্ধে কি? ইহার ভিতরে তাহার কোন কথা নাই কেন? এই যে অন্য কাগজে তাহা আছে, দেখিতেছি।"

কনিষ্ঠা ভগিনীর এক পুত্র হইয়াছিল; তাহার ঔরসে এক কন্যা হয়, সেই কন্যা কুলত্যাগ করিয়া যায়; ইহারও একটি মেয়ে হইয়াছিল, সে যখন গৃহত্যাগ করিয়া যায়, তখন তাহার সেই মেয়েটির বয়স পাঁচ বৎসর মাত্র, মেয়েটির নাম বিনোদিনী।

গোবিন্দরাম বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "বিনোদিনী! যে স্ত্রীলোকের মৃতদেহ বাক্সের মধ্যে পাওয়া যায়, তাহারও নাম বিনোদিনী, ঠিক হইয়াছে—তবে আমার অনুমান ঠিক।"

৩৭

গোবিন্দরাম বহুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলেন। তিনি মনে মনে যে সন্দেহ করিয়াছিলেন, তাহা যে প্রকৃত হইবে, ইহা তিনি কখনও মনে করেন নাই। তবে বিনোদিনীও নরেন্দ্রভূষণ বাবুর একজন ওয়ারিসান? তবে বিনোদিনী নাম অনেক স্ত্রীলোকের থাকিতে পারে—এই বিনোদিনী—যে বিনোদিনী খুন হইয়াছে, সেই কি নরেন্দ্রভূষণ বাবুর ওয়ারিসান? তাহা যদি হয়, তাহা হইলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, এই বিনোদিনী—গোপালের কন্যা লীলা—এবং সুহাসিনী—এই তিনজন নরেন্দ্রভূষণ বাবুর ওয়ারিসান বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে। এই তিনজনের মধ্যে একজন খুন হইয়াছে, একজনকে একবার খুন করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, একবার চুরি করিবার চেষ্টা করিয়াছিল—আর শেষবার তাহাকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। তাহার পর সুহাসিনীও নিরাপদ নহে, তাহাকেও জোর করিয়া লইয়া

যাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। তাহা হইলে কেবল বাকী থাকিতেছে, নরেন্দ্রভূষণের জ্যেষ্ঠা ভগিনী, তাহার নিশ্চয়ই কোন ওয়ারিসান আছে, সেই এই তিনজনকে মারিবার চেষ্টা করিতেছে—একজনকে হত্যাও করিয়াছে। তবে কথা হইতেছে, এই বিনোদিনী যথার্থ নরেন্দ্রভূষণের ওয়ারিসান কি না? এইখানে গোবিন্দরামের চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইয়া গেল; সন্দেহবশে তিনি মনে মনে অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিলেন। এই বিনোদিনী, সেই বিনোদিনী কি না, তাহা তিনি ঠিক বলিতে পারেন না, তবে তাঁহার মন বারংবার বলিতে লাগিল যে, হাঁ, এই বিনোদিনীই সেই বিনোদিনী। তাহা যদি হয়, তবে সে খুন হইয়াছে—নরেন্দ্রভূষণের টাকার জন্য। এ অবস্থায় তাঁহার পুত্র সুরেন্দ্রনাথ যে খুন করে নাই, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বিনোদিনীকে নরেন্দ্রভূষণের ওয়ারিসান বলিয়া সপ্রমাণ করিতে পারিলে সুরেন্দ্রকে নির্দ্দোষী প্রমাণ করা কঠিন হইবে না। তাহা হইলে নরেন্দ্রভূষণের প্রথমা ভগিনীর ওয়ারিসানই খুনী, সে নিশ্চয়ই এখানে আছে—বিনোদিনীকে খুন করিয়াছে, লীলাকে চুরি করিয়াছে—সুহাসিনীকে সরাইতে পারিলেই সে একাই সমস্ত টাকা পাইবে। তাহা যদি সত্য হয়, তবে সে কে? কোথায় আছে? কৃতান্ত ত নিজে নহে? না—তাহা হইতে পারে না; এ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই, সন্দেহ করিবারও কোন কারণ দেখিতেছি না।"

তিনি এইরূপ মনে মনে আলোচনা করিতেছিলেন, এই সময়ে রামকান্ত তথায় উপস্থিত হইল। গোবিন্দরাম তাহাকে বলিলেন, "খবর কি?"

রামকান্ত বলিল, "বিশেষ কিছু না। গোপালের সেই সব কাগজ-পত্র পড়িলেন?"

"হাঁ পড়িয়াছি, নিশ্চয়ই এই গোপালের কন্যা লীলা নরেন্দ্রভূষণ বাবুর একজন ওয়ারিসান—আর সে আপাততঃ চুরি গিয়াছে। কিন্তু যখন আমরা জানিতে পারিব যে, কে মেয়েটিকে চুরি করিয়াছে, তখন এই রহস্য অনেকটা পরিষ্কার হইয়া যাইতে পারে।"

"হাঁ, তা' পারে, তবে আমরা কিরূপে জানিব যে, কে এই মেয়ে চুরি করিয়াছে ?"

"আমি জানি, আমার মাথা হইতে এ কথা কেহ সরাইতে পারিবে না।"

"কে সে ?"

"স্বয়ং কৃতান্ত।"

"কতকটা তাহাই মনে হয় ; তবে ঠিক করিয়া কিছু বলা যায় না।"

"সে যদি না হয়, তাহা হইলে আর কে করিবে ?"

"আপনি বলিতেছেন যে, আপনার নিকটে যে লোক আসিয়াছিল, সেই কৃতান্ত। তাহা যদি হয়, তবে সেদিন সে দমদমা ষ্টেশনে রেলে উঠিয়াছিল, সেই গাড়ীতে খুনের বাড়ীর দাসীও গিয়াছিল, তাহা হইলে নৈহাটির মধ্যে কোন জায়গায় তাহার একটা আড্ডা আছে। আমার বিশ্বাস, সেই মাগীটাই মেম সাজিয়া গোপালের মেয়েকে লইয়া গিয়াছে।"

"তুমি যাহা বলিতেছ, এ সমস্ত আমি ভাবিয়া দেখিয়াছি ; আমি মনে মনে একটা স্থিরও করিয়াছি। আজ আমার সঙ্গে কৃতান্তের দেখা করিবার কথা আছে।"

"সে নিজে আসিবে ?"

"না, ঘনশ্যাম মূর্ত্তিতে আসিবে—সে যাহা আমাকে বলিবে, আমি তাহা আগেই বুঝিয়াছি ; তাহাই যদি বলে, তবে তোমাকে আমার সঙ্গে দিন-কয়েক বাহিরে যাইতে হইবে।"

"কোথায় যাইতে হইবে, গুরুদেব ?"

"কৃতান্তের সঙ্গে দেখা হইবার পর তোমাকে সকল বলিব।"

রামকান্ত কোন কথা কহিল না। গোবিন্দরাম বলিলেন, "আর দেরী করা উচিত নয়, বেলা দুই প্রহরের পর কৃতান্তের আসিবার কথা আছে ; চল কলুটোলায়—সেখানে গিয়া আমাকে নবাব হইতে হইবে—তুমি আর্‌দালী হইবে।"

রামকান্ত মৃদুহাস্য করিয়া বলিল, "যো হুকুম।"

উভয়ে তখনই কলুটোলায় ফিরিলেন। রামকান্ত দেখিল, বাগবাজারের মুদী সেই বাড়ীর সম্মুখে ঘুরিতেছে। তাহাকে দেখিয়া রামকান্ত ভাবিল, "মুদীটা ফিরিয়াছে দেখিতেছি—এখন ইহার সহিত কথা কওয়া হইবে না, পরে দেখা যাইবে।"

তাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই নবাব ও আর্‌দালীর বেশ ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা গৃহে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন যে, স্বয়ং কৃতান্ত নবাবের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।

নবাব বলিলেন, "আমি দুই-একটা জিনিষ কিনিবার জন্য বাহির হইয়াছিলাম ; আপনাকে বোধ হয়, অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইয়াছে।"

কৃতান্ত বলিলেন, "না, এইমাত্র আসিয়াছি।"

"অনেক দিন আপনাকে দেখি নাই ?"

"সর্ব্বদাই কাজে ব্যস্ত থাকি, সময় পাই না।"

"আজ নিশ্চয়ই কোন কথা আছে ?"

"একটু—ঘনশ্যাম বাবুর উপর সন্তুষ্ট হইয়াছেন ?"

"হাঁ, তিনি আমার কাজে বিশেষ যত্ন করিতেছেন।"

"হাঁ, তাঁহার সঙ্গে কাল আমার দেখা হইয়াছিল।"

"তিনি আর কিছু সন্ধান পাইয়াছেন?"

"হাঁ, তিনি আমাকে ত বলিলেন যে, আর এক সপ্তাহের মধ্যেই তিনি আপনাকে নরেন্দ্রভূষণ বাবুর ওয়ারিসানদের সমস্ত সংবাদ দিবেন। তবে এ কথা বলিবার জন্য আপনার কাছে আসি নাই।"

"তবে কি জন্য, বলুন।"

"আপনার কাছে বিদায় লইতে আসিয়াছি।"

"সে কি! কোথায় যাইবেন?"

"দিন-কতকের জন্য পশ্চিমে যাইতে হইবে—একটা কাজ পড়িয়াছে।"

নবাব মুখখানা ম্লান করিয়া বলিলেন, "আপনার সঙ্গে আর দেখা হইবে না, বড় দুঃখিত হইলাম। আমি যদি আর এক সপ্তাহের মধ্যে নরেন্দ্রভূষণের বিষয় জানিতে পারি, তাহা হইলে আমিও শীঘ্রই দেশে ফিরিব, অনেক দিন এখানে রহিয়াছি।"

কৃতান্তকুমার বলিলেন, "তাহা ত নিশ্চয়—কাহার বাড়ী ছাড়িয়া বিদেশে থাকিতে ইচ্ছা হয়?"

নবাব বলিলেন, "আপনি কতদিনে ফিরিবেন?"

কৃতান্তকুমার বলিলেন, "বেশীদিন নয়, বোধ হয়, একমাসের মধ্যেই ফিরিতে পারিব।"

নবাব বলিলেন, "তাহা হইলে হয় ত আমার সঙ্গে দেখা হইলেও হইতে পারে।"

কৃতান্তকুমার বলিলেন, "সম্ভব, পাছে দেখা না হয় বলিয়া দেখা করিতে আসিলাম।"

নবাব জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহা হইলে ঘনশ্যাম বাবু এক সপ্তাহের পরেই আমার সঙ্গে দেখা করিবেন?"

"হাঁ, তিনিও আপাততঃ বাহিরে যাইতেছেন।"

"তাহা হইলে নরেন্দ্রভূষণ বাবুর ওয়ারিসান কলিকাতায় নাই?"

"তিনি আমাকে এখনও বিশেষ কিছু বলেন নাই।"

এই বলিয়া কৃতান্ত উঠিলেন। নবাব তাঁহাকে আর থাকিবার জন্য অনুরোধ করিলেন না; কৃতান্ত বিদায় হইলেন।

কৃতান্তকুমার চলিয়া গেলে রামকান্ত আসিয়া বলিল, "এ কি মৎলবে এবার আসিয়াছিল? কি বলিল?

গোবিন্দরাম বলিলেন, "ঠিক বলিতে পারি না, তবে এখন ঠিক বুঝিয়াছি, কৃতান্ত ও ঘনশ্যাম একই লোক; বলিল, বিদেশে যাইতেছে। আর আমরা নিশ্চিন্ত বসিয়া থাকিলে লীলা ও সুহাসিনী দুইজনকেই রক্ষা করিতে পারিব না।"

"তাহা হইলে আপনি মনে করেন ইহারই লোক লীলাকে চুরি করিয়াছে? সুহাসিনীকেও জোর করিয়া লইয়া যাইতেছিল?"

"হাঁ, আমি এ বিষয়ে প্রায় নিশ্চিত হইয়াছি। সেদিন পারে নাই, আবার তাহাকে ধরিয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করিবে।"

"তাহা হইলে বিনোদিনীকে নরেন্দ্রভূষণের ওয়ারিসান বলিয়া এই লোকেই খুন করিয়াছে?"

"খুব সম্ভব।"

"এ কথা পুলিস কমিশনারকে সংবাদ দিলেই ত সুরেন্দ্র বাবু খালাস হইতে পারেন।"

"এখন ইহার বিরুদ্ধে তেমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই; এখন পুলিসে সংবাদ দিলে কোন কাজই হইবে না।"

"তবে এখন উপায়?"

"উপায়, ইহাকে হাতে-নাতে ধরিতে হইবে।"

"কিরূপে ইহাকে ধরা যাইবে?"

"আমার বিশ্বাস, কলিকাতার কাছে নৈহাটীর মধ্যে কোনস্থানে কৃতান্তের একটা আড্ডা আছে। খুব সম্ভব, সেইখানে ঝী-মাগীটা আছে, সেইখানেই গোপালের মেয়েকে লুকাইয়া রাখিয়াছে। সেইখানেই এ সুহাসিনীকেও পাঠাইবে, তাহার পর কোন গতিকে ইহাদের দুইজনকে হত্যা করিবে; তাহা হইলে নরেন্দ্রভূষণের অন্য ওয়ারিসান সমস্ত টাকা পাইবে——"

"সে কে, কৃতান্ত ত নিজে নয়?"

"ঠিক বলিতে পারি না—সম্ভবতঃ নয়, কোন এক ওয়ারিসানকে সে হাত করিয়াছে।"

"এখন বোধ হইতেছে, কৃতান্তই হাবার মাথায় মৃতদেহ চাপাইয়া লইয়া যাইতেছিল।"

"খুব সম্ভব, ইহার একখানা ঘরের গাড়ী আছে, এই গাড়ীই সেদিন হাতীবাগানে রাখিয়াছিল—এই গাড়ীতেই গোপালের মেয়েকে লইয়া গিয়াছে।"

"তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে সেদিন দমদমার রেলে উঠিয়া এইখানে

"হাঁ, আমার এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।"

"এখন কি করিতে বলেন?"

"ইহার এই আড্ডা খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, ইহার সঙ্গ লইলে আজই হউক, কালই হউক, ইহার আড্ডা জানিতে পারিবে। সম্ভবতঃ, তুমি এবার আর তাহাকে চোখের আড়াল হইতে দিয়ো না।"

রামকান্ত সবেগে বলিল, "আবার! আর যাদু আমার চোখে ধূলা দিতে পারিতেছেন না।"

গোবিন্দরাম গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আমি এখন যাহা ভাবিতেছি—তাহা সমস্তই অনুমান মাত্র; এখনও কোন প্রমাণ পাই নাই। ভগবান্ করুন, আমি যাহা ভাবিতেছি, তাহাই যেন ঠিক হয়। এখনও পনের দিন সময় আছে—এই পনের দিনের মধ্যে সুরেন্দ্রের ফাঁসী হইবে না। ভগবান্ নিশ্চয়ই আমাদের সহায় হইবেন। এই পনের দিনের মধ্যে সমস্ত রহস্যেরই উচ্ছেদ করিতে হইবে।"

৩৮

রামকান্তকে কৃতান্তের অনুসরণ করিতে পাঠাইয়া গোবিন্দরাম সুহাসিনীর জননীকে একখানি পত্র লিখিতে আরম্ভ করিলেন।

তাঁহাকে কন্যা সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হইতে অনুরোধ করিলেন, আরও লিখিলেন যে, সুরেন্দ্রের খালাস পাইবার বিশেষ সম্ভাবনা হইয়াছে, হতাশ হইবার কোন কারণ নাই।

তিনি পত্রখানি বন্ধ করিতেছিলেন, এমন সময়ে ম্লানমুখে রামকান্ত তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। এত শীঘ্র যে সে ফিরিবে, ইহা গোবিন্দরাম আশা করেন নাই। সেইজন্য একটু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "কি ব্যাপার, এত শীঘ্র ফিরিলে যে?"

রামকান্ত বিষণ্ণভাবে বলিল, "সয়তান তাহার সহায়—এবারও সে আমার চোখে ধূলা দিয়াছে।"

"সে কি! তুমি বড় অসাবধান।"

"হাঁ, কি করিব? সে একেবারেই বাড়ীতে যায় নাই, ঘনশ্যামের যে ঠিকানা দিয়াছিল, সেখানে গিয়া জানিলাম, ঘনশ্যামও আজ সকালে রেলে কোথায় গিয়াছে।"

"কেমন করিয়া জানিলে কৃতান্ত বাড়ী যায় নাই?"

"তাহার বিশেষ সন্ধান লইয়াছি, সে কাল রাত্রি হইতে একেবারেই বাড়ী যায় নাই।"

"ইহাতে লোকটার যে অনেক আড্ডা আছে, তাহা বেশ জানা যাইতেছে।"

"এখন উপায়?"

"উপায়, ইহার আড্ডার সন্ধান করা, আর চুপ্ করিয়া থাকিলে চলিতেছে না। আমি যাহা করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, আর তোমাকে যাহা করিতে হইবে, সব তোমাকে বুঝাইয়া বলিতেছি।"

"বলুন, আপনি যাহা বলিবেন, তাহা প্রাণপণে করিব।"

"প্রথম—কৃতান্ত ভিন্ন ভিন্ন নামে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাস করে, ইহার কলিকাতার বাহিরেও একটা আড্ডা আছে।"

"এ ত স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে।"

"হাঁ, তবে এ আড্ডা কোথায়, এটা জানা গিয়াছে যে, এই আড্ডা কলিকাতা হইতে নৈহাটীর মধ্যে কোন স্থানে; অথচ কলিকাতা হইতে খুব দূরে নহে, সেখানে ঘোড়ার গাড়ীতেও যাওয়া যায়।"

"আমিও তাহাই মনে করি।"

"তাহা হইলে এই স্থান হইতে সাত-আট ক্রোশের বেশী নয়, ঘোড়ার গাড়ী ঘোড়া না বদ্‌লাইয়া ইহাপেক্ষা অধিক দূরে যাইতে পারে না।"

"বিশেষতঃ ঘরের গাড়ী।"

"হাঁ, ইহাও ঠিক, সেই গাড়ী সেই আড্ডাতেই থাকে, সেই গাড়ীর কোচ্‌ম্যান, সহিস তাহারই দলের লোক; এই গাড়ীতেই লীলাকে লইয়া গিয়াছে, তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, এই আড্ডা ব্যারাকপুর ও কলিকাতার মধ্যে কোন স্থানে।"

"আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহাই ঠিক।"

"যখন এখানে গাড়ী যায়, তখন এ স্থান নিশ্চয়ই ট্রাঙ্ক রোডের উপরে বা ইহার নিকটে, অথচ কোন রেল ষ্টেশনের কাছে।"

"তাহা হইলে এখান হইতে ব্যারাকপুর পর্য্যন্ত আমাদের সকল জায়গায় অনুসন্ধান করিতে হইবে?"

"হাঁ, ইহাই আমি স্থির করিয়াছি।"

"কি বেশে? নবাব ও আরদালী হইয়া গেলে কি সুবিধা হইবে?"

"না, তুমি মুসলমান বাক্সওয়ালা হইবে, আর আমি পাট কিনিতে বাহির হইব।"

"দুইজনে তাহা হইলে একত্রে যাওয়া হইবে না?"

"না, তুমি বাক্সে সাবান, ছুরি, কাঁচি, রুমাল, মোজা প্রভৃতি লইয়া গ্রামে গ্রামে বেচিবে, আলাহিদা যাইবে, সব বাড়ী দেখিবে, কোথায় ইহার আড্ডা সন্ধান লইবে। আমিও পাট ও ভূষিমালের দালাল হইয়া স্বতন্ত্রভাবে গিয়া সন্ধান লইব। এরূপ করিলে দুই-চারিদিনের মধ্যেই জানিতে পারিব, এ কোথায় যায়, আর কোথায় থাকে।"

"বুঝিয়াছি, কবে রওনা হইবেন?"

"আজ সমস্ত ঠিক করিয়া লও, কাল সকালেই রওনা হইব।"

রামকান্ত বাক্সওয়ালা সাজিবার জন্য বাজারে বাহির হইল। গোবিন্দরামও প্রস্তুত হইবার জন্য সমস্ত অয়োজন করিতে লাগিলেন।

তাঁহাদের উভয়ের সিমলার বাড়ীতে রাত্রে মিলিত হইবার কথা ছিল। যখন গোবিন্দরাম ও রামকান্ত মিলিত হইলেন, তখন উভয়ের এমনই পরিবর্ত্তন হইয়াছে যে, আগে হইতে জানা থাকিলে উভয়ে উভয়কে চিনিতে পারিতেন না।

কাহার সাধ্য রামকান্তকে মুসলমান না বলে—ঠিক সেই বেশ, সেই

ভাব, মাথায় মুসলমানী টুপী, পরিধানে লুঙ্গি, সঙ্গে মুটের মত [illegible]। এই মুটে গোবিন্দরামের বহুকালের বিশ্বাসী ভৃত্য।

গোবিন্দরামকে দেখিলে নব্য বাঙ্গালী যুবক বলিয়া বোধ হয়, তাঁহার পরিধানে রেলির থান, তাহার উপর চাপকান, হাতে একটা গ্নাডষ্টোন ব্যাগ।

তাঁহারা সেই রাত্রিতেই সিমলার বাড়ী পরিত্যাগ করিলেন। এক-খানা গাড়ী আনিয়া রামকান্ত শিয়ালদহ ষ্টেশনে গেলে, তথা হইতে প্রাতের গাড়ীতেই রওনা হইবে।

গোবিন্দরাম আর একখানা গাড়ীতে বেলঘরিয়ার দিকে চলিলেন।

রামকান্ত ঘুঘুডাঙ্গা ও দম্‌দমা ক্যাণ্টনমেণ্ট প্রভৃতি স্থানে প্রায় বাড়ী বাড়ী ঘুরিলেন, কিন্তু কৃতান্ত বা ঘনশ্যাম বা সেই ঝীর কোন সন্ধানই পাইলেন না, তখন তিনি সোদপুর রওনা হইলেন। বেলঘরিয়া দেখিয়া গোবিন্দরামের খড়দহ দেখিবার কথা ছিল।

বেলঘরিয়ায় গিয়া গোবিন্দরামের সহিত বিনয়কুমার নামে একটি ভদ্রলোকের দেখা হইল; কথায় কথায় সুধামাধব ও বিনোদিনীর খুনের কথা উঠিল। তিনি বলিলেন, "সুধামাধব আমার বিশেষ বন্ধু ছিলেন।"

গোবিন্দরাম বিস্মিতভাবে বলিলেন, "তাহা হইলে আপনি খুনের মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দিয়াছিলেন।"

"না, আমাকে কেহ ডাকে নাই, আমি অনর্থক সাক্ষ্য দিতে যাইব কেন? তবে আমি তাঁহার সকল কথাই জানিতাম। তিনি যেদিন খুন হ'ন, সেদিন অনেক রাত্রে আমার সঙ্গে সেই বাড়ীর কাছে তাঁহার দেখা হইয়াছিল।"

গোবিন্দরাম বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "তাহা হইলে আপনি এ বিষয়ে সকলই জানেন; আমি কতক শুনিয়াছিলাম।"

"আমি যাহা জানি, তাহা আর কেহ জানে না।"

"আপনার পুলিসে সংবাদ দেওয়া উচিত ছিল।"

"গায়ে পড়িয়া? আপনি ত খুব লোক দেখিতেছি, অনর্থক পুলিস হাঙ্গামায় যায় কে?"

"আপনার সঙ্গে তাঁহার সে রাত্রে দেখা হইয়াছিল?"

"সেই বাড়ীর কাছে, আমাকে স্ত্রীলোকটার কথা বলিয়া তাঁহার বাড়ী সে রাত্রে লইয়া যাইবার জন্য অনেক জেদাজেদী করিয়াছিলেন।"

"আপনি সঙ্গে গেলে বোধ হয়, তিনি খুন হইতেন না।"

"হাঁ, দুইটার জায়গায় তিনটা খুন হইত।"

"দুইজন থাকিলে কি সাহস করিত?"

"তাহারাও দলে ভারি ছিল, হাবাটা ত ছিলই, স্পষ্ট জানা যাইতেছে। আর তাঁহার যে এইরূপ একটা কিছু ঘটিবে, তাহা আমি জানিতাম।"

"কিরূপে জানিতেন?"

"সেইদিনই তিনি বলিয়াছিলেন যে, আর একটা লোক তাঁহার পিছনে বড় লাগিয়াছে, স্ত্রীলোকটি তাহাকে না কি আগে ভালবাসিত, এখন আবার সে ইহার কাছে যাওয়া-আসা করিতেছে, ইহাকে লইয়া স্ত্রীলোকটির সহিত তাঁহার প্রায়ই ঝগড়া হইতেছিল। আমি তখনই ভাবিয়াছিলাম, সুধামাধবের অদৃষ্টে দুঃখ আছে, শেষে খুন পর্য্যন্ত হইল।"

"তিনি আর কিছু বলেন নাই?"

"বলেন নাই! আমি তাঁহাকে বলিলাম, 'বাপু, ভাল চাও ত এ স্ত্রীলোককে ছাড়িয়া দাও।' সে বলিল, 'ছাড়িয়া দিব, সে যদি আবার আসে, তাহা হইলে তাহার হাড় এক জায়গায়, মাস এক জায়গায় করিব, আর ইহার বাড়ীতে আসিলে তাহারই একদিন কি, আমারই একদিন।'"

"সে কে, তিনি তাহা কি কিছু বলিয়াছিলেন ?"

"হাঁ, বলিয়াছিলেন, সুরেন্দ্র বলিয়া একটা লোক। তা' ঠিক হইয়াছে, তাহার ফাঁসী হইয়াছে। খুন কি কখনও চাপা থাকে ? একটা সামান্য মেয়ে মানুষের জন্যে দুটো ভদ্রলোক মারা গেল, স্ত্রীলোকটাও মরিল, ইহা দেখিয়া শুনিয়াও লোকের শিক্ষা হয় না।"

গোবিন্দরাম ভাবিলেন, তবে ইহারও বিশ্বাস সুরেন্দ্রই খুনী।

তিনি অতিকষ্টে মনোভাব গোপন করিলেন। সেখান হইতে বিদায় হইতেছিলেন, এমন সময়ে একজন বৈরাগী আসিয়া গান ধরিল ;—

"বল মাধাই, মধুর স্বরে।
হরিনাম বিনে আর কি ধন আছে সংসারে ?
এই নামের গুণে, গহন বনে, শুষ্ক তরু মুঞ্জরে।
বল মাধাই——"

বিনয়কুমার বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "বাপু, গান বন্ধ কর, এখানে কিছু হইবে না।"

বৈরাগী গান বন্ধ করিয়া বলিল, "রাগ করিতেছেন কেন ? আজ আর গান না করিলেও চলিবে ; আজ যে বিদেশী বাবু গঙ্গার ধারের বাগানে আছেন, তিনি আমাকে বেশ দু-পয়সা দিয়েছেন।"

"তাহা দিবে না কেন ? সে বদ্ধ মাতাল।"

গোবিন্দরাম বলিলেন, "এ বাবুটি কে ?"

বৈরাগী বলিল, "মহৎ লোক।"

বিনয়কুমার বলিলেন, "ঘোর মাতাল, দিন রাত মদ খাইতেছে, ত্রি-সংসারে কেহ নাই, বলে কোথায় পূর্ব্বাঞ্চলে তা'র জমিদারী আছে।"

গোবিন্দরাম বলিলেন, "তাহা হইলে ইহার নিকটে পাটের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে।"

বিনয়কুমার বলিলেন, "হাঁ, ভাল লোক স্থির করিয়াছেন, বরং মদের সন্ধান লইবেন, কাজ হইবে।"

গোবিন্দরাম হাসিয়া বলিলেন, "আপনি দেখিতেছি, লোকটার উপরে বড় বিরক্ত।"

বিনয়কুমার বলিলেন, "মহাশয়, তাহার সঙ্গে আমার আলাপ নাই, লোকে যাহা বলে তাহাই বলিতেছি; লোকটা প্রায় ছয়মাস এখানে আছে, কোন ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করে না; কোথায় বাহির হয় না, কাহারও সঙ্গে দেখা করে না; তাহার পর সে যে বাগানে আছে, সেটা পড়োবাগান, বাড়ীটা ভাঙ্গা, চিরকাল শুনিয়া আসিতেছি, বাড়ীটায় ভূত আছে, এখানকার কেহ সন্ধ্যার পর সেদিকে যায় না। এখন আপনি বুঝিয়া দেখুন, এ লোকটা কেমন।"

গোবিন্দরাম বলিলেন, "এইজন্যই যে লোকটা খারাপ, এ কথা বলা যায় না।"

"সে আপনার ইচ্ছা, আপনি আলাপ করিয়া দেখিবেন।"

এই বলিয়া বিনয়কুমার বিরক্তভাবে চলিয়া গেলেন। বৈরাগীও প্রস্থান করিয়াছিল।

গোবিন্দরাম চিন্তিতভাবে বলিলেন, "এই লোকটাকে আমায় একবার দেখিতে হইল।"

৩৭

রাত্রে পেনেটির গঙ্গার ঘাটে গোবিন্দরাম ও রামকান্তের মিলিত হইবার কথা ছিল। সন্ধ্যা হইবামাত্র গোবিন্দরাম ঘাটে উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন, রামকান্ত তাহার পূর্ব্বে আসিয়া ঘাটে বসিয়া আছে।

রামকান্ত গোবিন্দরামকে দেখিয়া বলিল, "গুরুদেব, অনেক কথা জানিয়াছি।"

গোবিন্দরাম বলিলেন, "প্রথমে শুনিতে চাই, কেহ ত তোমার অনুসরণ করে নাই?"

রামকান্ত বলিল, "না, কোন ভয় নাই, আমি খুব সাবধানে আছি।"

"আমার সঙ্গে এখানে একটা লোকের আলাপ হইয়াছে, সে কতকটা বোধ হয়, আমাকে সন্দেহ করিয়াছে—সে আমাদের সঙ্গ লইতে পারে।"

"তাহার নাম বিনয় না?"

"তুমি কেমন করিয়া জানিলে?"

"অনেক কথা জানিয়াছি; এখানকার সব লোকেই তাহাকে চিনে, আর তাহাকে খারাপ লোক বলে।"

"যাক্ তাহার কথা—কোন সূত্র পাইলে?"

"দুইটা পাইয়াছি।"

"কি—কি?"

"প্রথম—সোদপুরে গঙ্গার ধারে একজন হিন্দুস্থানী একটা বাগান ভাড়া লইয়াছে, এখানে সে ও তাহার সঙ্গে একটি বাঙ্গালী স্ত্রীলোক, মধ্যে মধ্যে আসে, তাহারা এখানে বাস করে না, দুই-একদিন থাকিয়া চলিয়া যায়—আমরা এই রকমই ত খুঁজিতেছি।"

"এটার সন্ধান ভাল করিয়া লইতে হইবে। আর কি জানিয়াছ?"

"আর একটি বিদেশী লোক এখানে গঙ্গার ধারের একটা বাগানে থাকে।"

"আমি তাহার কথা শুনিয়াছি। তুমি ইহার বিষয় কি শুনিয়াছ, বল শুনি।"

"এই লোকটা দারুণ মাতাল, দিন রাত মদে ডুবিয়া আছে। লোকটা কাহারও সঙ্গে দেখা করে না, কাহারও সঙ্গে আলাপ নাই, কেবল দুইটা চাকর আর একটা দাসী আছে।"

"ইহাতে বলা যায় না, সে কৃতান্তের দলের লোক।"

"হাঁ, তাহা নয়—তবে এ লোকটার সন্ধান লইতে হইবে। শুনিয়াছি, ইহাদের একখানা গাড়ী আছে।"

"কোথায়ও যায় না, তবে গাড়ী লইয়া কি করে?"

"এইজন্যই ত সন্দেহ।"

"ইহারও সন্ধান লইতে হইবে। গোপালের মেয়ের কোন সন্ধান পাইলে?"

"না, অনেককেই জিজ্ঞাসা করিয়াছি, কেহ ইহার কোন সন্ধান বলিতে পারে না। এই বিদেশী লোকটার চাকরদের বিষয়ে একটু নূতনত্ব আছে।"

"কি রকম?"

"শুনিলাম চাকরদের দুইজন মধ্যে মধ্যে কোথায় চলিয়া যায়, তখন দুইজন নূতন লোক আসে—আবার তাহারা চলিয়া গেলে পুরাতন দুইজন ফিরিয়া আসে।"

"হাঁ, এটা সন্দেহজনক নিশ্চয়।"

"নিশ্চয়ই। আমি স্থির করিয়াছি, কাল এই বাগানে প্রবেশ করিব।"

"জিনিষ বেচিতে ?"

"হাঁ, মাতালের মুখ হইতে কথা বাহির করিতে বিশেষ বিলম্ব হইবে না।"

"আমিও পাটের সন্ধানে এই বাবুর সঙ্গে আলাপ করিতে যাইব। তুমি চাকরদের দিকে নজর রাখিয়ো।"

"এই ঠিক বন্দোবস্ত।"

"তাহার পর কাল রাত্রে আবার এখানে আসিয়া উভয়ে মিলিব।"

"হাঁ, তাহাই করিব।"

"যাহাই হউক, আর সময় নাই—আর কেবল বারটা দিন আছে মাত্র—এই বারদিনের মধ্যে সকল কাজ শেষ করিতে হইবে, নতুবা সুরেন্দ্রের রক্ষার আর কোন উপায় নাই।"

"গুরুদেব! আমরা যাহা ভাবিয়াছি, তাহা যদি ঠিক না হয় ?"

"না হয়, ভগবান্ সহায়—তবে এ পর্য্যন্ত আমার অনুমান কখনও মিথ্যা হয় নাই।"

"ভগবান্ করুন, তাহাই হউক।"

এই সময়ে গোবিন্দরাম রামকান্তের পা টিপিলেন। এতক্ষণ ঘাটে কেহ ছিল না, তাঁহারা কাহার শব্দ শুনিলেন। কে ধীরে ধীরে যেন ঘাটের দিকেই আসিতেছিল।

গোবিন্দরাম অনুচ্চস্বরে বলিলেন, "যাও, তুমি অন্যদিকে যাও—আমি এইদিকে যাই, কাল আবার এখানে দেখা হইবে।"

উভয়ে অন্ধকারে অন্তর্হিত হইলেন। একটু অগ্রসর হইয়া গোবিন্দরাম যে ব্যক্তি আসিতেছিল, তাহাকে দেখিবার চেষ্টা পাইলেন। স্পষ্ট দেখিলেন, সে বিনয়কুমার।"

গোবিন্দরাম মনে মনে বলিলেন, "লোকে বড় মিথ্যা বলে নাই।"

৪০

পরদিবস গোবিন্দরাম প্রাতেই গঙ্গার ঘাটের দিকে চলিলেন। চারিদিকেই ভাল ভাল বাগান। একটা ক্ষুদ্র গলির ভিতরে একটা পড়োবাগান দেখিতে পাইলেন। তাহার মধ্যস্থ বাড়ীটিও ভগ্নপ্রবণ, কোন লোক যে এ বাড়ীতে আছে বলিয়া বোধ হয় না।

গোবিন্দরাম বলিলেন, "নিশ্চয়ই এই সেই বাগান, এইটাই ভাঙ্গাবাড়ী—এইখানেই সে লোক থাকে।" তিনি অগ্রসর হইয়া বাড়ীর দ্বারের দিকে চলিলেন, কিন্তু সহসা এক ব্যক্তির প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল; তিনি দেখিলেন, একটি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত গোছের লোক গঙ্গার দিকে যাইতেছেন। গোবিন্দরাম ভাবিলেন, হয় ত লোকটি স্নানে যাইতেছে, কিন্তু এদিকে ত ঘাট নাই—সবই ভাল করিয়া দেখা ভাল। তিনি পথিপার্শ্বস্থ একটি বৃক্ষের অন্তরালে দাঁড়াইলেন।

তখন তিনি দেখিলেন, ব্রাহ্মণ একটি লোককে কি সঙ্কেত করিতেছে। পর মুহূর্ত্তে তিনি দেখিলেন, আর একটি লোক উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাত নাড়িয়া কি সঙ্কেত করিল। তৎপরে তাহারা কোথায় গেল, তিনি আর তাহাদের দেখিতে পাইলেন না। তাহারা বাগানের প্রাচীরের পশ্চাতে কোথায় চলিয়া গেল। তিনি অগ্রসর হইলে উভয়ের কাহাকেই আর দেখিতে পাইলেন না।

গোবিন্দরাম বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "লোক দুইটা কোন্‌দিকে কোথায় গেল? নৌকায় যায় নাই ত? কিন্তু তিনি গঙ্গার ধারে আসিয়া দেখিলেন, সেখানে একটা অর্দ্ধভগ্ন মন্দির রহিয়াছে, ব্রাহ্মণ ও সেই লোকটি এই মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। গোবিন্দরাম ভাবিলেন, "বোধ হয়, ব্রাহ্মণ এই মন্দিরের পুরোহিত, লোকটা মন্দিরের চাকর—

যাক্, ইহাদের কথা ভাবিয়া লাভ কি, যাহা করিতে আসিয়াছি, তাহাই করা যাক্।”

তিনি বাগানের ভিতর প্রবেশ করিলেন, সেখানেও এক নূতন ব্যাপার দেখিলেন। বাগানের ভিতরে জল আনিবার জন্য গঙ্গা হইতে একটা বড় নালা রহিয়াছে; ঐ নালার মুখে একটা কবাট, একব্যক্তি সেই কবাটের পার্শ্বে কোদাল লইয়া মাটী কাটিতেছে। লোকটা গোবিন্দরামের পদশব্দ শুনিয়া, মাথা তুলিয়া তাঁহার দিকে চাহিল; তৎক্ষণাৎ সে উর্দ্ধ-শ্বাসে ছুটিয়া একদিকে পলাইল।

গোবিন্দরাম বলিলেন, “এ লোকটা মাটী কাটিতেছিল, আমায় দেখিয়া পলাইল কেন? এ বাড়ীর কাছে অনেক অদ্ভুত ব্যাপার দেখিতেছি; দেখা যাক্, বাড়ীর মালিকটি কি রকম।”

তিনি বাড়ীর দ্বারে আসিলেন। দেখিলেন, নীচের একটি ঘরে একটি লোক কি রন্ধন করিতেছে। তাহাকে দেখিয়া গোবিন্দরাম ভাবিলেন, “এইটিই দেখিতেছি, বাবুর চাকর, ঠিক একটি বনমানুষ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।”

সে ফিরিয়া চাহে না দেখিয়া গোবিন্দরাম গলার শব্দ করিলেন। তখন সে মূর্ত্তি তাঁহার দিকে ফিরিয়া বলিল, “এখানে কি চাও?”

গোবিন্দরাম বলিলেন, “তোমার বাবুর সঙ্গে দেখা করিতে চাই।”

“বাবু কাহারও সঙ্গে দেখা করেন না।”

“তাঁহার কাছেই আসিয়াছি—কিছু লাভ হইবে—তোমারও দুই পয়সা আছে।”

“তিনি ঘুমাচ্ছেন।”

“এখনই উঠিবেন—আমি অপেক্ষা করিতে পারি।”

“কি দরকার?”

"আমার মদের কারবার আছে—শুনিয়াছি, বাবুর অনেক মদের দরকার।"

"অনেক।"

"আমার কাছ থেকে লইলে তোমাকে খুসী করিব।"

"ধারে?"

"ধারে দিব বই কি—বাবু বড়লোক।"

"কত আমার?"

"এখন দশ টাকার নোটখানা লও—পরে আরও খুসী করিব।"

ভৃত্য সত্বর নোটখানি বস্ত্র মধ্যে রাখিয়া বলিল, "যাও—উপরে।"

গোবিন্দরাম সত্বর উপরে উঠিতে লাগিলেন। দুই-তিনটা গৃহে কাহাকে দেখিতে পাইলেন না; পরে দেখিলেন, একটা ঘরে একটা ফরাসের উপরে একটা তাকিয়া ও একটি বাবু; বাবুটি অর্দ্ধশায়িত হইয়া ফরাসীতে তামাক টানিতেছেন। তিনি সেই ধূমপানরত বাবুটির নিকটস্থ হইয়া বলিলেন, "আপনার নাম শুনিয়া আসিয়াছি।"

বাবুটি বলিয়া উঠিলেন, "তুমি কে হে বাপু?"

গোবিন্দরাম বিনীতভাবে বলিলেন, "আমার মদের কারবার আছে—আপনার অনেক খরচ—তাহাই।"

"সব বেটা মদওয়ালাকে আমি চিনি—ধারে কেবল জল।"

"আপনার মত বড়লোককে ধার দিব না? আপনি মহৎ লোক।"

"ঠকাইবার আর জায়গা পাও নাই—আমি লোককে ঠকাই?"

"মহৎ লোকের মহৎ কথা! কত বোতল পাঠাইব?"

"চুপ রও।"

এই বলিয়া তিনি একটা বোতল হইতে গেলাসে মদ ঢালিয়া গলাধঃকরণ করিলেন; তৎপরে বলিলেন, "খেয়ে থাক?"

গোবিন্দরাম বিনীতভাবে বলিলেন, "না, হুজুর।"

বাবু বলিয়া উঠিলেন, "গাধা!"

গোবিন্দরাম তটস্থভাব দেখাইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। বাবু আর এক গ্লাস মদ উদরস্থ করিলেন; তৎপরে বলিলেন, "তার পর?"

গেবিন্দরাম বলিলেন, "তবে কত বোতল পাঠাইব?"

বাবু বলিলেন, "ধারে?"

"হাঁ হুজুর, আপনাকে ধারে দিব না ত কাহাকে দিব?"

"কে তোমাকে আমার কাছে পাঠিয়েছে—সে-ই?"

"কাহার কথা বলিতেছেন, বুঝ্‌লাম না; আমি আপনার নাম শুনিয়া আসিয়াছি।"

"আচ্ছা, চা'র ড়জন আজই পাঠাইবে—টাকার জন্য ভয় নাই।"

"আপনার কাছে টাকার ভয় কি?"

"আমি শীঘ্রই চার-পাঁচ লাখ টাকা পাইব।"

"আপনার টাকার অভাব কি?"

"এখন আছে—শীঘ্রই থাকিবে না—ক্রোড়পতি হইব।"

"হইবেন বই কি?"

"চুপ্ রও—না হইতেও পারি।"

"হুজুর যা বলেন।"

"পাই ত তাহার জন্যই পাইব—তাহাকে বখ্‌রা দিতে হইবে।"

"সে কে?"

"তোমার বাপু, সে কথায় কাজ কি?"

"না, নিশ্চয়ই কিছুই কাজ নাই।"

"আমি ক্রোড়পতি।"

"নিশ্চয়ই।"

"এখন নয়—হইব।"

"হইবেন বই কি—তা' না হ'লে আমাদের চলিবে কিসে ?"

গোবিন্দরাম একটু নীরব থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "তবে আপনি অন্য কাহারও সম্পত্তি পাইবেন ?"

বাবুটি রাগত হইয়া বলিলেন, "মিথ্যাকথা, কে তোমাকে সম্পত্তির কথা বলিল—আমি না-ই পাই, তোমার কি হে, বাপু ?"

গোবিন্দরাম যেন খুব অপ্রস্তুত হইলেন, এরূপ ভাব দেখাইয়া বলিলেন, "না, তাহাই বলিতেছি। তবে এখন বিদায় হইতে পারি—আপনি—আপনার নামটা জানিতে পারিলে বোতলগুলা পাঠাইয়া দিতে পারি।"

"আমার নাম—চমৎকাব নাম, শ্যামসুন্দর ; এই মদনমোহনের পাশা-পাশি—সকলেই আমাকে জানে।"

"অবশ্যই, আপনাকে কে না চেনে ?"

"কালই যেন সব বোতল আসে।"

"অবশ্যই আসিবে।"

"তবে এখন অনুগ্রহ ক'রে দূর হও।"

গোবিন্দরাম গমনোদ্যত হইয়া দ্বার পর্য্যন্ত গিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন ; বলিলেন, "আপনার জননীর মাতুল মহাশয় বড়ই মহৎ লোক ছিলেন।"

শ্যামসুন্দর চক্ষু বিস্তৃত করিয়া বলিলেন, "আমার মা'র মামাকে তুমি কিরূপে চিনিলে ? বাবা, তুমি সব্জান্তা দেখিতেছি।"

গোবিন্দরাম বলিলেন, "আমাদের কার্‌বার অনেক দিনের—তিনি আমাদের দোকান হইতে মাল লইতেন। আমাদের সাবেক খাতার প্রতি পাতায় তাঁহার নাম জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে।"

"বটে—বটে—তবে তিনি নিশ্চয়ই মহৎ লোক ছিলেন—আজ যদি তিনি বেঁচে থাক্‌তেন, তবে ত তিনি আমার প্রধান ইয়ার।"

"হাঁ, নরেন্দ্রভূষণ বাবু বড় মহৎ লোক ছিলেন।"

শ্যামসুন্দর চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া প্রায় লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইবার উপক্রম করিলেন; কিন্তু উঠিলেন না—তিনি বোতল হইতে একপাত্র সুরা ঢালিয়া তৎক্ষণাৎ গলায় দিলেন।

তিনি আর কোন কথা কহেন না দেখিয়া, গোবিন্দরাম আর এখানে বিলম্ব করা আবশ্যক বিবেচনা করিলেন না। তিনি একটি নমস্কার করিয়া ধীরে ধীরে বিদায় হইলেন। শ্যামসুন্দর আর কোন কথা কহিলেন না।

বাহিরে আসিয়া গোবিন্দরাম ভাবিলেন, "কতকটা স্থির হইল, এই লোকটার সঙ্গে কৃতান্তের আলাপ আছে; লোকটা সম্পূর্ণই তাহার হাতের মধ্যে—কৃতান্ত যাহা বলে, তাহাই করে। কেবল ইহাই নহে, দেখা যাইতেছে যে, এই শ্যামসুন্দর শীঘ্রই কাহারও সম্পত্তি পাইবার আশা করিতেছে। তাহার পর নরেন্দ্রভূষণের নাম বলায় যেরূপ ভাব দেখিলাম, তাহাতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, এই শ্যামসুন্দরও নরেন্দ্রভূষণের একজন ওয়ারিসান। তবে ইহাকে যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে এ লোকটা সম্পূর্ণ অপদার্থ, ইহাকে অন্যে হাত করিয়াছে, এ অন্য লোকের হাতের পুতুলমাত্র—সে কে? নিশ্চয়ই কৃতান্ত। এখনও কি আমার অনুমান মিথ্যা হইবে? আমার যদি ভুল হয়, তাহা হইলে কি সর্ব্বনাশ হইবে! আর দশদিন মাত্র সময় আছে—ভাবিলে প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে, বৃদ্ধ বয়সে ভগবান্ অদৃষ্টে এত কষ্ট লিখিয়াছিলেন! আর দশদিন মাত্র সময় - এই দশদিনের মধ্যে কিছু করিতে না পারিলেই—কি করিব—কি হইবে—ভগবান্ই জানেন।" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে গোবিন্দরাম পুনরায় বেলঘরিয়ার বাজারের দিকে চলিলেন; সেইখানে তিনি বাসা লইয়াছিলেন।

৪১

এদিকে রামকান্তও প্রাতে তাহার জিনিষ-পত্রের বাক্স লইয়া বাহির হইয়াছিল। সে তাহার দ্রব্যাদি দুই-একস্থানে দুই-একটা বিক্রয় করিয়া প্রায় বেলা দ্বিপ্রহরের সময়ে শ্যামসুন্দরের বাগান-বাড়ীর দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে আসিয়া দেখিল, দূরে গোবিন্দরাম যাইতেছেন, রামকান্ত সে সময়ে তাঁহার সহিত দেখা করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিল না। ভাবিল, "গুরুদেব কতদূর কি করিয়াছেন, তাহা সন্ধ্যার সময়ে দেখা হইলেই জানিতে পারা যাইবে।"

রামকান্ত ধীরে ধীরে বাগানের ভিতরে প্রবেশ করিয়া চাকরদের ঘরের দিকে চলিল। বাড়ীর পশ্চাদ্ভাগে ভৃত্যদের থাকিবার ঘর; রামকান্ত সেইদিকে গেল। সেই গৃহের নিকটে আসিয়া কাহাকেই দেখিতে পাইল না। সেইদিকে কেহ আছে বলিয়া তাহার বোধ হইল না; তথাপি সে তাহার উপস্থিতি জ্ঞাপন করিবার জন্য গলার শব্দ করিল, তৎপরে হস্তস্থ যষ্টি দ্বারা দ্বারে আঘাত করিতে লাগিল। তখন ভিতর হইতে স্ত্রীকণ্ঠে ক্রুদ্ধভাবে কে বলিয়া উঠিল, "কে রে?"

রামকান্ত বলিল, "ওগো আমি ফিরিওয়ালা, কিছু জিনিষ বেচ্‌তে এসেছি।"

সহসা দ্বার খুলিয়া গেল। একটি স্ত্রীলোক বাহিরে আসিল। রামকান্ত এরূপ স্ত্রীমূর্ত্তি আর কখনও দেখে নাই। যদি ডাকিনী বলিয়া সংসারে কিছু থাকে, তাহা হইলে এইখানেই তাহার আবির্ভাব হইয়াছে।

মাগীটা কঠোরস্বরে বলিল, "কে তুমি—কি চাও?"

রামকান্ত বিনম্রস্বরে বলিল, "আপনি কিছু জিনিষ কিন্‌বেন ব'লে এসেছি, আপনার নাম গ্রামে অনেক শুনিয়াছি—বড় আশা ক'রে এসেছি।"

মাগীটা তিক্তস্বরে বলিল, "আমরা কিছু কিনি না—আমাদের কোন জিনিষের দরকার নাই।"

রামকান্ত কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইল, এরূপ স্ত্রীলোকের হাতে পড়িতে হইবে, সে তাহা আগে ভাবে নাই। তবে কি সমস্ত কার্য্যই পণ্ড হইল? ক্ষণপরে মস্তক কণ্ডূয়ন করিতে করিতে বলিল, "বড়—বলিতেছিলাম—বড়—বড়ই—আশা—করে——"

মাগীটা ধম্‌কাইয়া বলিয়া উঠিল, "আরে যাঃ, দূর হও—এখনই—এখনই——"

রামকান্ত বলিল, "আমি—আমি সব জিনিষই খুব সস্তায় বিক্রী করি, আর আমি জিনিষ বেচ্‌তে আসিনি—আমার জলপিপাসায় প্রাণ যায়—একটু জল দিলে প্রাণটা বাঁচে।"

"এ কি জলছত্র পেয়েছ নাকি?"

"এই দুই প্রহরে, রোদে কাঠ ফাটিতেছে, কোথায় যাই—কাছে কাহারও বাড়ী নাই, আমি পয়সা দিতে রাজী আছি," বলিয়া রামকান্ত তাহার কোমর হইতে লম্বা থলীটা সশব্দে বাহির করিল।

স্ত্রীলোকটি লোলুপনেত্রে সেই থলীর দিকে চাহিল। থলীটা নাড়া পাওয়ায় দুই-একবার তন্মধ্যস্থিত টাকাগুলি ঝম্ ঝম্ করিয়া উঠিল। স্ত্রীলোকটি বলিল, "দেখ্‌ছি তোমার ঢের টাকা।"

রামকান্ত বলিল, "হাঁ, প্রায় তিন শত টাকা আছে, যা' কিছু বিক্রী ক'রে পাই, সঙ্গেই রাখি; প্রায় সব জিনিষই বিক্রী হ'য়ে গেছে, তাই এত টাকা জমেছে; কাল কলিকাতায় গিয়ে আবার গস্ত ক'রে বাহির

হইব আপনাদের এখানে যদি আমাকে আজ রাতটা থাকতে দেন—দেখুন, পায়ের অবস্থা, আর পা চলে না।”

স্ত্রীলোকটা নিমেষের জন্য কি ভাবিল; তাহার পর বলিল, “আমরা এখানে কাহাকেও থাকিতে দিই না—তবে দেখ্‌ছি, তুমি চল্‌তে পার না।”

সুবিধা বুঝিয়া রামকান্ত ব্যগ্রভাবে বলিয়া উঠিল, “দেখুন-না পায়ের অবস্থা, একেবারেই চল্‌তে পার্‌ছি না।”

“দেখেছি।”

“আর বেচ্‌বার মত বেশী কিছু নাই, আর একটু জিরুতে পার্‌লে শরীরটা অনেক ভাল হবে, তখন সকালেই কলিকাতায় চ’লে যাব।”

“ভাল তাই হবে—তবে বাবু যেন তোমাকে দেখ্‌তে না পান্‌।”

“বাবু আবার কে, তিনি কোথায় থাকেন?”

“তিনি আমাদের মনিব—ঐ বাড়ীতে থাকেন, তিনি বাজে লোকজন মোটে দেখ্‌তে পারেন না।”

“বটে, আমি তবে ওদিকে মোটেই যাব না। এখন একটু জল পেলে যে হয়—তৃষ্ণায় প্রাণ যায়।”

“যাও বাপু, ঐ ঘরে গিয়ে বসো—এখনই জল এনে দিই,” বলিয়া মাগীটা হাত নাড়িয়া সম্মুখস্থ একটি ঘর দেখাইয়া দিল। সেটা একটা ভাঙা ঘর; বোধ হয়, এক সময়ে আস্তাবল ছিল।

রামকান্ত সেই ঘরের দিকে চলিল। বলা বাহুল্য, সে চক্ষু মুদিত করিয়া যাইতেছিল না—চারিদিকে বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছিল। যাইতে যাইতে রামকান্ত একটা ব্যাপার দেখিয়া বিস্মিত হইল। দেখিল যে বাড়ীটার ত্রিতলের ছাদের উপরে একজন লোক দাঁড়াইয়া একটা দূরবীক্ষণ দিয়া কলিকাতার পথের দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছে। দেখিয়া বুঝিয়াছিল যে, এ লোকটা লুকাইয়া দূর হইতে এই উচ্চ

স্থান হইতে কাহাকে লক্ষ্য করিতেছে। অবশ্যই ইহার একটা গূঢ়তর অভিপ্রায় আছে।

রামকান্ত বেশ বুঝিতে পারিল যে, এ বাড়ীতে থাকিতে না পারিলে এখানকার কোন সন্ধানই পাইব না, সেইজন্য সে অন্য কিছু আর ভাবিল না; সেই ভাঙা ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিল। সে দেখিল, সেখানে একখানা অর্দ্ধভগ্ন তক্তাপোষ পড়িয়া আছে, তাহার উপর-একখানা অর্দ্ধছিন্ন, অতি পুরাতন কম্বল।

রামকান্ত তাহার বাক্সটা একপাশে রাখিয়া বিশ্রামের জন্য শুইয়া পড়িল। সকাল হইতে রৌদ্রে ঘুরিয়া সে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াও পড়িয়াছিল। বিশ্রামেও শান্তিলাভ হইল না, সেই অদ্ভুতপ্রকৃতি মাগীটার কথা ভাবিতে লাগিল; মাগীটা তাহাকে প্রথমে দূর্ দূর্ করিয়াছিল, তখনই আবার তাহার টাকার থলী দেখিয়া অন্যভাব ধরিল কেন? সে একেবারে তাহাকে এখানে রাত্রিযাপন করিতে অনুমতি দিল; নিশ্চয়ই ইহার কোন মৎলব আছে। যাহাই মৎলব থাক্, রামকান্ত কিয়ৎক্ষণ এই বাড়ীতে থাকিবে বলিয়াই আসিয়াছিল, এত শীঘ্র ও এত সহজে যে, তাহার এ উদ্দেশ্য পূর্ণ হইবে, ইহা সে কখনও ভাবে নাই।

৪০

কিয়ৎক্ষণ পর সেই মাগী রামকান্তকে জল আনিয়া দিল। তৎপরে বলিল, "এইখানে শুয়ে থাক, বাহিরে যেও না, বাবু দেখ্‌লে অনর্থ কর্‌বে।"

রামকান্ত বলিল, "না, আমি বাহিরে যাব না, দরকার কি।"

রামকান্ত অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত্ত, প্রায় এক ঘটী জল খাইয়া ফেলিল, তৎপরে মুখ বিকৃতি করিয়া বলিল, "জলটা এমন বিস্বাদ কেন? বিশ্রী।"

সে বলিল, "আমরা কুয়ার জল খাই।"

"সেইজন্যই এমন?"

"হাঁ, এই জল ঢেলে দিচ্ছি, ঘটীটা মেজে দাও—তুমি মুসলমান, আমি তোমাকে স্থান দিয়েছি, বাবু জান্‌লে অনর্থ কর্‌বে।"

"এই যে মেজে দিই, তবে সন্ধ্যার সময়ে কিছু মিষ্টি এনে খাব—আপনাদের কষ্ট পেতে হবে না।"

সে কথার উত্তর না দিয়া স্ত্রীলোকটি চলিয়া গেল। রামকান্ত আবার শুইয়া পড়িল।

কিয়ৎক্ষণ পরে তাহার বড়ই ঘুম আসিতে লাগিল। সে মনে মনে বলিল, "কি আপদ্! আমি কি এখানে ঘুমাইতে আসিয়াছি? গুরুদেব কি বলিবেন? কোথায় সব সন্ধান লইব, না দুই চোখ ভাঙ্গিয়া ঘুম আসিতেছে।" রামকান্ত দুই হস্তে সবলে চক্ষু মার্জ্জিত করিল, তৎপরে কষ্টে চাহিবার চেষ্টা পাইয়া বলিল, "কি মুস্কিল! চোখে যে কম দেখিতেছি।"

সহসা একটা কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল; তখনই সে লম্ফ দিয়া উঠিবার চেষ্টা পাইল; কিন্তু পারিল না। তখন তাহার সর্ব্বশরীর অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল।

রামকান্ত বলিয়া উঠিল, "কি ভয়ানক! কি সর্ব্বনাশ! মাগী আমাকে জলের সঙ্গে বিষ খাইয়েছে; ঠিক বিষ নয়, ধুতুরার বীচির গুঁড়া খাওয়াইয়াছে, আমাকে অজ্ঞান করিবার উদ্দেশ্য—তার পর—তার পর—কি সর্ব্বনাশ, টাকাগুলি চুরি করিয়া লইবে, টাকা যায় যাক্, গুরুদেবের কাজ মাটী করিলাম। বিষ হইলেই ভাল ছিল; আমার মরাই উচিত!"

রামকান্ত উঠিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা পাইতে লাগিল; কিন্তু ক্রমশঃ তাহার সর্ব্বাঙ্গ অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল, উঠিতে পারিল না।

তখন রামকান্ত চীৎকার করিবার চেষ্টা পাইল, কিন্তু তাহার জিহ্বা শুষ্ক ও অবশ হইয়া গিয়াছিল। কথা কহিতেই পারিল না। নীরবে পড়িয়া রহিল।

কিন্তু তাহার মানসিক শক্তি এ অবস্থায়ও বেশ প্রখর ছিল। সে ক্ষণ-পরে একবার বেশ স্পষ্ট শুনিতে পাইল যে, দুইজনে পাশের একটি ঘরে অনুচ্চস্বরে কথা কহিতেছে। কণ্ঠস্বরে বেশ বুঝিতে পারিল, সেই দুইজনের একজন পুরুষ—একজন স্ত্রীলোক; স্ত্রীলোকটি সেই আশ্রয়দাত্রী ভয়ঙ্করী, পুরুষটি কে বুঝিতে পারিল না; ভাবিল, যে ব্যক্তি ত্রিতলের ছাদে দূরবীণ্ দেখিতেছিল, সেই-ই হইবে। হয় ত সেই-ই এই বাড়ীর মালিক।

পুরুষ বলিল, "এতক্ষণে তাহার আসা উচিত ছিল। বড় জ্বালাতন কর্‌ছে।"

স্ত্রীলোক বলিল, "কাজ শেষ কর্‌বে, তার পর গাড়ী ক'রে কলিকাতা থেকে আস্‌বে—দেরী ত হবেই।"

"এবারও যদি না পারে? অপদার্থ অকর্ম্মার কতদিন আশায় আশায় থাক্‌ব।"

"এ আমাদের খাওয়াচ্ছে—এর নিন্দা করো না।"

"নিন্দা ত কর্‌ব না, কবে তা'র টাকা যে পা'ব, তার কোন ঠিকানা নাই—এই আজ-কাল ক'রে কতদিন গেল।"

"যাক্, এক সময়ে পাওয়া ত যাবে——"

"তার পর এই ছুটোকে কতদিন রাখ্‌তে হবে—সেইখানেই কাজ শেষ কর্‌লেই ত পার্‌ত।"

"এখানে শীঘ্রই কাজ শেষ হ'য়ে যাবে।"

"তার পর, আমাদেরই রেলের উপর রাত্রে তাদের শুইয়ে আস্‌তে হবে।"

"কেন, রেলের উপরে আবার কেন ?"

"কেন ? সকলেই মনে কর্‌বে যে, তা'রা রেলগাড়ী চাপা পড়েছে।"

"এখান থেকে যত শীঘ্র যেতে পার্‌লে হয়।"

"কতদিনে দেবে—বেটাকে আমার বিশ্বাস হয় না।"

"না-না—তা ঠিক নয়, দেবে বই কি।"

"আর দিয়েছে।"

"আজ কিছু ত হবে।"

"কিসে ?"

"বাক্সওয়ালা বেটার কাছে তিনশ টাকা আছে।"

"বটে, তার পর ?"

"জলের সঙ্গে সেই গুঁড়া খাইয়েছি, বেটা অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়ে আছে।"

"তবে এই সময়—আর দেরী নয়, বেটা এসে পড়্‌লে এই কাজটা ফেঁসে যাবে।"

"দেখে এস।"

"আর দেখে কি হবে, কাজ সেরে দাও।"

রামকান্ত সকল কথা বেশ শুনিতে পাইল; তাহার টাকা লইবার জন্য সেই মাগীটা নিশ্চয়ই তাহাকে জলের সহিত কিছু খাওয়াইয়াছে—যাহা ভাবিয়াছিল, তাহাই ঘটিল। এখন উপায় ? তাহার উঠিবার ক্ষমতা নাই, নড়িবার ক্ষমতা নাই, হাত পা সরাইবারও ক্ষমতা নাই। কি সর্ব্বনাশ! চীৎকার করিয়া কাহাকে ডাকিবে, এমন ক্ষমতাও তাহার নাই। ইহারা কি তাহার প্রাণনাশ করিবে ? এতদিনে এই দুরাত্মা-দিগের হাতে কি প্রাণটা গেল ? এমন বিপদ্ কি কখনও কাহার ঘটিয়াছে ? তাহার জ্ঞান আছে, অথচ ক্ষমতা নাই—কি ভয়ানক! অসহায়ভাবে দুরাত্মাদের হাতে মরিতে হইবে। সহসা এই সময়ে

কিসের একটা শব্দ হইল। বোধ হইল, যেন কে একটা বড় চাকা ঘুরাইতেছে।

রামকান্ত বুঝিতে পারিল, সে যে তক্তাপোষের উপর শয়ন করিয়া আছে, তাহা নড়িতেছে; ক্ষণপরে তক্তাপোষের একদিক্, উপর দিকে উঠিতে লাগিল। পরক্ষণে তাহার বোধ হইল, যেন তক্তাপোষখানা একেবারে উল্টাইয়া গেল—সে পড়িয়া গেল; কোথায় পড়িল, তাহা বুঝিতে পারিল না; বোধ হইল, যেন আকাশ হইতে নীচের দিকে যাইতেছে।

৪১

সেই সময়ে তাহার জ্ঞান লোপ পাইল। সে কোমল মৃত্তিকার উপর সবেগে পতিত হইল, তৎপরে তাহার আর কোন জ্ঞান থাকিল না।

যখন তাহার জ্ঞান হইল, তখন সে দেখিল যে, নরম কর্দ্দমের উপর মুখ গুঁজড়াইয়া পড়িয়াছে, সর্ব্বাঙ্গ কর্দ্দমাক্ত হইয়াছে; কিন্তু এখন আগেকার সেই অবসন্নতার অনেক হ্রাস হইয়াছে; ইচ্ছামত হাত পা সঞ্চালন করিতে পারিতেছে, উঠিয়া বসিতেও পারা যায়। মনে মনে বুঝিতে পারিল, অনেকক্ষণ তরল কর্দ্দমের মধ্যে পড়িয়া থাকায় সেই বিষাক্ত গুঁড়ার প্রকোপটা কমিয়া গিাছে; এবং এই কর্দ্দমে আরও একটা উপকার হইয়াছে, উচ্চস্থান হইতে সে স্খলিত হইয়া পড়িলেও তাহার শরীরের কোনস্থানে তেমন গুরুতর আঘাত লাগে নাই।

রামকান্ত কতক্ষণ এখানে অজ্ঞান অবস্থায় ছিল, তাহাও স্থির করিতে পারিল না; কোথায় পড়িয়াছে, তাহাও বুঝিতে পারিল না; চারি-দিকে অন্ধকার—কিছুই দেখা যায় না। সে আপাততঃ নীরব থাকাই

যুক্তি-সঙ্গত মনে করিল। ভাবিল, উপরের তাহারা যদি জানিতে পারে যে, আমি মরি নাই, বাঁচিয়া আছি, তাহা হইলে অন্য উপায়ে আমাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিবে, সুতরাং কোন শব্দ করা এখন উচিত নয়।

রামকান্ত কিয়ৎক্ষণ নীরবে রহিল, সে যে গৃহমধ্যে পতিত হইয়াছিল, তথায় আর কিছু আছে কি না, তাহাই জানিবার জন্য ব্যগ্র হইল। প্রথম হইতেই তাহার মনে হইতেছিল, যেন কি একটা শব্দ গৃহমধ্যে হইতেছে। যেন কাহার নিঃশ্বাস পড়িতেছিল, অথবা যেন কোন সর্প তথায় বাহির হইয়াছে।

রামকান্ত ভাবিল, "শেষে এই অন্ধকূপের মধ্যে বিঘোরে প্রাণটা গেল! আমার আগেই সাবধান হওয়া উচিত ছিল। ইহারা যাহা আমাকে খাইতে দিয়াছিল, তাহা না খাওয়াই উচিত ছিল। আমি গাধা—প্রকাণ্ড গাধা বলিয়াই ইহাদের সন্দেহ করি নাই। যাহা হউক, বোধ হয়, ভোর হইয়াছে, ঘরে একটু একটু আলো আসিতেছে; উপরে তাহা হইলে একটা জানালা কি কোন রকম খোলা জায়গা আছে, না হইলে আলো আসিবে কোথা হইতে? আলো হইলে কোথায় আছি, দেখিতে পাইব; ইহারা ভাবিয়াছে, আমি মরিয়াছি—এখনও আশা আছে, তবে আশা ছাড়িব কেন?" এই সময়ে অতিশয় বিস্ময়ের সহিত "এ কে!" বলিয়া রামকান্ত সত্বর উঠিয়া বসিল।

রামকান্ত এবার স্পষ্ট মনুষ্যের নিঃশ্বাসের শব্দ শুনিতে পাইল; তাহার বোধ হইল, সেখানে এক কোণে ছায়ামূর্ত্তির মত যেন কে বসিয়া আছে, তাহারই নিঃশ্বাসের শব্দ এতক্ষণ শুনিতে পাওয়া যাইতেছিল।

এখন তাহার সম্পূর্ণ জ্ঞান হইয়াছে, তাহার আর সে অবসন্নতা নাই। মনে পড়িল, তাহার পকেটে দিয়াশলাই আছে, সে সত্বর পকেটে হাত দিল। পকেট হইতে দিয়াশলাই বাহির করিয়া জ্বালিল।

তখন সেই আলোকে তাহাকে দেখিয়া রামকান্ত অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিল। সে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিতপ্রায় রহিল। কে এ? তাহারা যাহাকে অনুসন্ধান করিতেছিল, সে-ই এখানে এরূপ-ভাবে রহিয়াছে, লীলাকেও এই পাষণ্ডগণ এইখানেই লুকাইয়া রাখিয়াছে।

লীলা তাহাকে চিনিতে পারিল না, ভয়ে এককোণে সরিয়া গেল। রামকান্ত আর একবার দিয়াশলাই জ্বালিল; দেখিল, তাহার আহারের জন্য কতকগুলি মুড়ি, একটা ভাঁড় ও এক কলসী জলও সেইখানে রহিয়াছে।

রামকান্ত ভাবিল, "তাহা হইলে এই অন্ধকূপ ইহাদের কয়েদখানা, এখানে আটকাইয়া রাখিবারই ব্যবস্থা—এই অন্ধকূপের মধ্যে ফেলিয়া মারিবার ইচ্ছা ইহাদের নয়। এখন তাহা হইলে আটকাইয়া রাখিবে, পরে সুবিধা মত ব্যবস্থা করিবে।"

রাত্রে সেই মাগী ও আর একটা লোক যে কথাবার্ত্তা কহিতেছিল, তাহা এখন তাহার স্পষ্ট মনে পড়িল; ইহারা বলিয়াছিল যে, এইখানে কাহাদের হত্যা করিয়া পরে রেল-লাইনে ফেলিয়া আসিবে; লোকে ভাবিবে, তাহারা রেলে চাপা পড়িয়াছে। একজন ত লীলা—অপরটী কে? সম্ভবতঃ সে-ই নিজে—না, তাহা হইতে পারে না তাহার মনে পড়িল, ইহারা কাহার প্রতীক্ষা করিতেছিল, কাহাকে এখানে কে লইয়া আসিবে, তাহাই বলিতেছিল। সে কে?

রামকান্তের মনে মুহূর্ত্তের জন্য এই সকল কথা উদিত হইল। সে এ সকল কথা মন হইতে দূর করিয়া ভাবিল, "যাহা হউক, লীলাকে পাইয়াছি, যেমন করিয়া হউক, প্রথমে ইহাকে রক্ষা করিতে হইবে; এখন ত স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে যে গুরুদেব যাহা ভাবিয়াছেন, তাহাই ঠিক—নরেন্দ্রভূষণ বাবুর টাকার জন্যই এ সকল কাণ্ড; বিনোদিনী

খুন হইয়াছে, এই টাকার জন্য—লীলাকেও ইহারা খুন করিবার জন্য এখানে আটকাইয়া রাখিয়াছে; সুহাসিনীকেও নিশ্চয়ই এখানে আনিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিল—হয় ত তাহারা তাহাকে এখানে আনিতেছে—খুব সম্ভব তাহাই। এখন এই মাগী আমার টাকার লোভে আমাকে হত্যা করিতে না চাহিলে আমি এ ঘরে আসিতে পারিতাম না—লীলার সন্ধানও পাইতাম না। যাক্, এখনও যখন আমি মরি নাই, তখন শীঘ্র মরিব না; যেমন করিয়া হউক, এখান হইতে যাইতে হইবে—লীলাকেও রক্ষা করিতে হইবে; তবে কিরূপে যে এখান হইতে বাহির হইতে পারিব, তাহা ত এখন ভাবিয়া পাইতেছি না, দেখা যাক্।"

৪২

রামকান্ত উঠিয়া লীলার নিকটে আসিল। লীলা ভয় পাইয়া আরও কোণের দিকে সরিয়া গেল। রামকান্ত বলিল, "ভয় করিয়ো না, চিনিতে পারিতেছ না—আমি তোমাকে লইয়া যাইব বলিয়া, তোমার বাবার নিকট হইতে আসিয়াছি।"

লীলা ব্যাকুলভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কোন কথা কহিল না। রামকান্ত বলিল, "সেই দম্‌দমায় তোমার বাবার সঙ্গে আমাকে দেখিয়াছিলে—মনে পড়ে না?"

এইবার লীলার মনে পড়িল। সে ছুটিয়া রামকান্তের নিকটে আসিয়া দুইহাতে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিল। এই সময়ে ঊর্দ্ধে দ্বার নাড়িবার শব্দ হইল। রামকান্ত লীলার কাণে কাণে বলিল, "শুয়ে পড়—এরা উপরের দরজা খুলিতেছে। দেখাও—যেন ঘুমাইয়া আছ,—আমিও যেন মরিয়া গিয়াছি, এই রকম ভাবে পড়িয়া থাকি।"

এই বলিয়া রামকান্ত অন্যদিকে গিয়া নিমীলিত নেত্রে শুইয়া পড়িল।

তাহার শয়নের সঙ্গে সঙ্গে উপর হইতে কেহ দড়ী দিয়া একটা লণ্ঠন নীচে ঝুলাইয়া দিল। কেহ উপর হইতে লণ্ঠনের আলোকে গৃহমধ্যে কি হইতেছে দেখিল; রামকান্তের কথামত লীলাও ইতিমধ্যে শুইয়া পড়িয়াছিল; সুতরাং উপর হইতে যাহারা লণ্ঠন নামাইয়া দিয়াছিল, তাহারা দেখিল যে, একজন লোক ঠিক মড়ার মত পড়িয়া আছে—লীলাও মৃতবৎ শায়িত। উপর হইতে কে বলিল, "ও দুটার কাজ এতক্ষণ শেষ হ'য়ে গেছে—এখন এটাকেও নামিয়ে দাও।"

রামকান্ত এক চক্ষু অর্দ্ধোন্মীলিত করিয়া দেখিল, উপর হইতে কাহার দেহ নামিয়া আসিতেছে। দেহটার হাত পা মুখ কাপড়ে বাঁধা—দড়ী দিয়া ঝুলাইয়া দিতেছে। কাহার দেহ, সে মৃত না জীবিত, রামকান্ত তাহার কিছুই জানিতে পারিল না।

রামকান্ত উঠিতে সাহস করিল না—নিস্পন্দভাবে পূর্ব্ববৎ পড়িয়া রহিল। পরক্ষণে শব্দে বুঝিল, দেহটা তাহার নিকটেই পড়িয়াছে, লণ্ঠন উঠিয়া গিয়াছে, উপরের দরজাও বন্ধ হইয়াছে—বোধ হয়, কাহারা তখন সেই দ্বারের উপরে কোন গুরুভার দ্রব্য রাখিতেছে। এই সাবধানতার প্রয়োজন ছিল না, গৃহতল হইতে এই দ্বার বহু উচ্চে, সুতরাং রামকান্ত বা কাহারও এই দ্বারের নিকটে আসিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না।

রামকান্ত কিয়ৎক্ষণ নীরবে পড়িয়া রহিল। সাবধানের মার নাই; ভাবিল, যদি এখনও কেহ উপরে থাকে—কিন্তু অনেকক্ষণ নিস্তব্ধভাবে থাকিয়াও সে আর কোন শব্দ শুনিতে পাইল না। তখন ভাবিল, ইহারা আমাদের সকলকেই মৃত স্থির করিয়াছে, সুতরাং আর এখন আসিবে না; বোধ হয়, রেল-লাইনে মৃতদেহ ফেলিবার আশা ত্যাগ

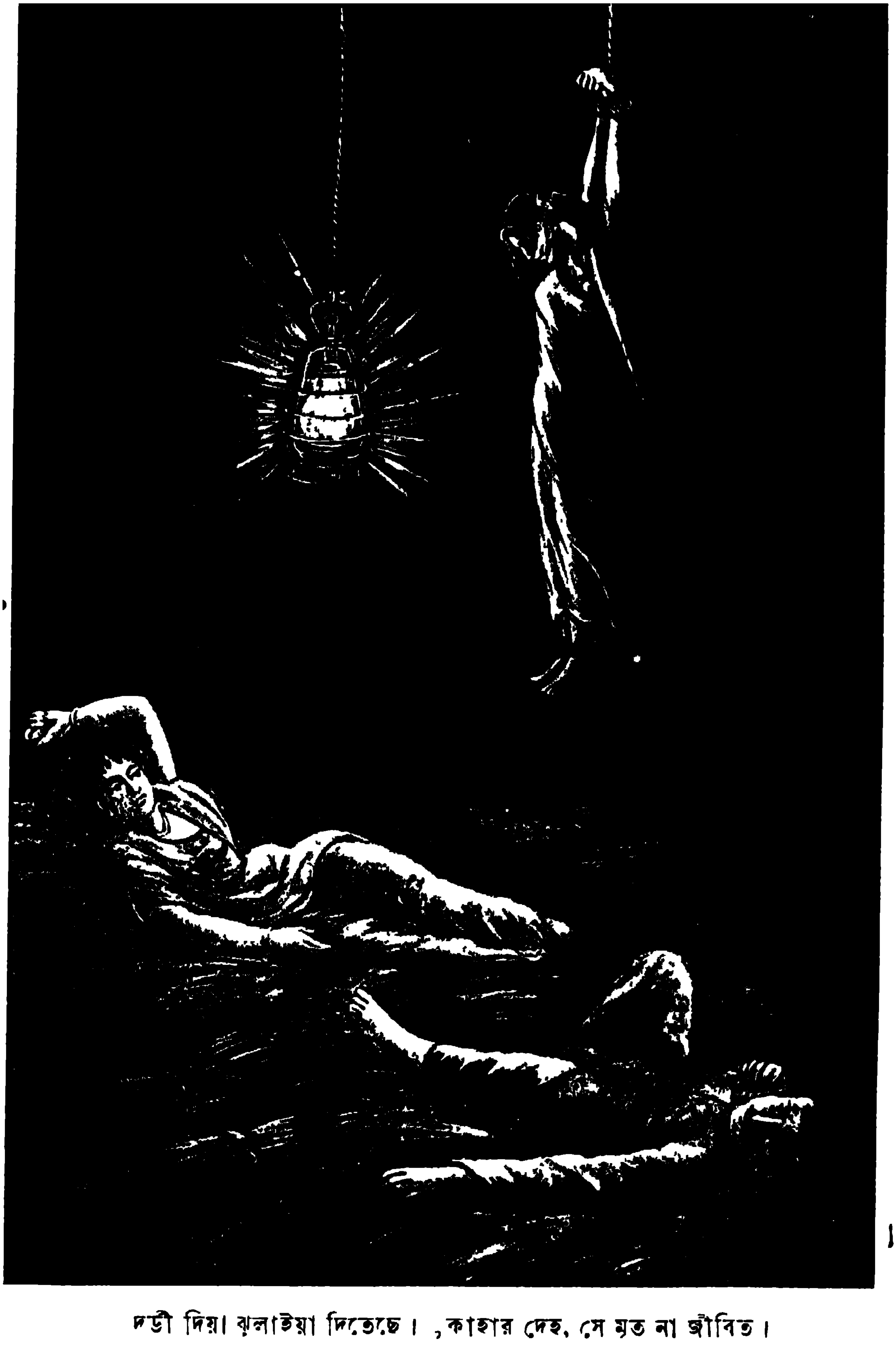

দড়ী দিয়া ঝুলাইয়া দিতেছে। ,কাহার দেহ, সে মৃত না জীবিত।

[প্রতিজ্ঞা-পালন—২০২ পৃষ্ঠা

করিয়াছে—যাহা হউক, এখন দেখা যাক্, আবার কাহাকে ইহারা এই অন্ধকূপে নামাইয়া দিল।"

রামকান্ত আবার দিয়াশলাই জ্বালিল। সেই দেহের নিকটস্থ হইয়া দেখিল, কাপড় দিয়া তাহার মুখ বাঁধা সুতরাং কোন শব্দ করিবার উপায় নাই। হাত ও পা সুদৃঢ়রূপে রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ; রামকান্ত তাহার মুখ ভাল করিয়া দেখিতে পাইল না, তথাপি মনে হইল, এ মুখ যেন পরিচিত, কোথায় সে একবার দেখিয়াছে—তাহার পর সহসা বিদ্যুদ্বিকাশের ন্যায় চকিতে মনে পড়িয়া গেল—এ যে সেই বরাহ-নগরের সুহাসিনী।

রামকান্ত কালবিলম্ব না করিয়া সুহাসিনীর মুখের বন্ধন খুলিয়া দিল। তাহার হাত পায়ের দড়ীও খুলিয়া দিল; তখন সে দেখিল যে, সুহাসিনী মরে নাই, নিঃসংজ্ঞ অবস্থায় রহিয়াছে।

সুহাসিনী ধীরে ধীরে চক্ষুরুন্মীলন করিল; অতি মৃদুস্বরে বলিল, "আমি কোথায়?"

রামকান্ত বলিল, "পাষণ্ডগণ তোমাকে, আমাকে আর ঐ ছোট মেয়েটাকে হত্যা করিবার চেষ্টায় আছে; ভয় নাই, আমি তোমাদের রক্ষা করিব।"

"আপনি কে? আপনাকে কোথায় দেখিয়াছি বলিয়া, বোধ হয়।"

"এখান হইতে বাহির হইলে সকলই বলিব—এখন এইমাত্র জান যে, আমি গোবিন্দরামের লোক।"

সুহাসিনী বিস্মিতভাবে বলিল, "গোবিন্দরাম!"

"হাঁ, সুরেন্দ্রনাথের পিতা; নিশ্চয়ই—ইহারা তাঁহার নাম করিয়া তোমাকে ভুলাইয়া বাড়ীর বাহির করিয়া আনিয়াছিল।"

"হাঁ, আপনি ঠিক বলিয়াছেন। আমি ইহাদের কথা বিশ্বাস করিয়া ভাল করি নাই।"

"বুঝিয়াছি, তাহার পর তোমার হাত পা মুখ বাঁধিয়া এখানে আনিয়াছে।"

"হাঁ, তাহাই ঠিক।"

"পাছে এখানে কেহ আসে বলিয়া এই দুরাত্মাদের একজন ভূত সাজিয়া বাগানে চারিদিকে বেড়ায়—এ কৃতান্ত ব্যতীত আর কাহারও কাজ নয়।"

"সে কে?"

"একবার এখান হইতে বাহির হইতে পারিলে সব বলিব—তবে কিরূপে বাহির হইব, তাহা জানি না; যেমন করিয়া হউক, একটা উপায় করিতেছি।"

"এই মেয়েটীকে আগে রক্ষা করুন।"

"ইহাকে যদি রক্ষা করিতে পারি, তাহা হইলে তোমাকেও রক্ষা করিব—সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও রক্ষা করিব।"

৪৩

রামকান্ত একথা বলিল বটে, কিন্তু কিরূপে যে এ কার্য্যোদ্ধার হইবে, তাহা কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না; এবং সুহাসিনীকে তাহার মনের ভাব প্রকাশ করিয়া বলাও যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিল না। ভাবিল, "আমরা যে মরিয়াছি, তাহা ইহারা কখনই ভাবে নাই। যদি আমি একা হইতাম, তাহা হইলে ইহারা আমার দিকে চাহিত না—আমি এই অন্ধকূপে অনাহারে মরিয়া যাইতাম। তবে ইহারা দুইজন রহিয়াছে, ইহাদের হত্যা করিবার জন্যই এখানে আনিয়াছে; ইহারা বাঁচিয়া থাকিতে নরেন্দ্রভূষণের টাকা হস্তগত হইবে না, সুতরাং ইহাদের

শীঘ্রই হত্যা করিবে। তবে কিরূপে হত্যা করিবে—সেই হইতেছে কথা।” সহসা তাহার মনে হইল যে, নিশ্চয় কৃতান্ত জানে না যে, আমি এখানে আসিয়াছি। এ সেই বদ্‌জাত মাগীটা আমার টাকা লইবার জন্যই আমাকে এখানে ফেলিয়াছে। যাহাই হউক, আর সময় নষ্ট করা কর্ত্তব্য নহে—রামকান্ত উঠিল। তখন বাহিরে বোধ হয়, বেশ বেলা হইয়াছে, গৃহমধ্যে আর তত অন্ধকার নাই। এখন সব বেশ স্পষ্ট দেখা যায়, বিশেষতঃ সে অনেকক্ষণ অন্ধকারে থাকায় অন্ধকারেও বেশ দেখিতে পাইতেছিল।

রামকান্ত দেখিল, পূর্ব্বে গৃহমধ্যে কেবল কর্দ্দম ছিল, এখন একটু জল জমিয়াছে। জল দেখিয়া রামকান্তের হৃদয় আরও দমিয়া গেল।

কি ভয়ানক! নিশ্চয়ই এই গৃহে জোয়ারের জল আসে, তাহাই এখানে এত কর্দ্দম—ইহারা জলে ডুবাইয়া মারিবার জন্যই তিনজনকে এই গৃহে আট্‌কাইয়া রাখিয়াছে। এখন হইতেই ক্রমশঃ ঘরে জল ঢুকিতেছে। উপরে চাহিয়া রামকান্ত বুঝিতে পারিল যে, পূর্ণজোয়ারে এই ঘর জলে পরিপূর্ণ হইয়া যায়, উপর পর্য্যন্ত জলের দাগ রহিয়াছে, এখন উপায়?

রামকান্ত মনে মনে বলিল, “বেটারা ভাবিয়াছে যে, আমি পড়িয়া খোঁড়া হইয়াছি, জলে সাঁতার দিতে পারিব না—তাহার পর সুহাসিনী, তাহার হাত পা বাঁধা আছে—আর লীলা সে ত সাঁতার জানে না, সুতরাং তিনজনেই জলের মধ্যে থাকিবে। সংসারে বদ্‌মাইসগণ যাহা করিতে চাহে, তাহা সকল সময়ে ঘটে না, ইহাই পরমসৌভাগ্য; নতুবা কাহারই নিস্তার ছিল না।”

গৃহটীর চারিদিক্ দেখিয়াই রামকান্ত মনে মনে একটা বিষয় স্থির করিয়া লইয়াছিল। সে দেখিল, উপরে প্রায় ছাদের নিম্নে একটা ছোট

জানালা আছে, ঐখানে উপস্থিত হইতে পারিলে অনায়াসে বাহির হইতে পারা যায়, কিন্তু জানালাটী অনেক উচ্চে, সেখানে উঠিবার কোন উপায় নাই। ভাবিল, তবে এক উপায় হইতে পারে—যখন জোয়ারের জলে ঘঁর পূর্ণ হইয়া যাইবে, তখন সাঁতার দিয়া ঐ জানালা ধরা যাইতে পারে; জানালার কাঠের গরাদে ভাঙিতে কতক্ষণ? খুব সম্ভব, ঐ জানালাটী গঙ্গার দিকে—না-ই হউক, যে কোনখানে হোক যাইতে পারিব—একবার এই অন্ধকূপ হইতে বাহির হইতে পারিলে দেখা যাইবে—বেটারা রাম-কান্তকে এখনও চিনে নাই।"

রামকান্ত সুহাসিনীর দিকে ফিরিয়া বলিল, "তুমি মা, সাঁতার জান?"

সুহাসিনী বিস্মিত হইয়া বলিল, "জানি, কেন?"

রামকান্ত বলিল, "দেখিতেছ না—এই ঘরে জল আসিতেছে।"

ভয়বিহ্বলা সুহাসিনী ইহা পূর্ব্বে লক্ষ্য করে নাই, এখন পায়ের উপর জল জমিতে দেখিয়া সভয়ে বলিয়া উঠিল, "হাঁ, তাই ত!"

"ভয় নাই, এই জলই আমাদিগকে রক্ষা করিবে।"

"কেমন ক'রে?"

"ঐ উপরের জানালাটী ব্যতীত আমাদের এখান হইতে বাহির হইয়া যাইবার আর কোন উপায় নাই।"

"তবে কি হবে?"

"জল ঘরে আসিলে সাঁতার দিয়া আমরা ঐ জানালা ধরিব, গরাদে ভাঙিয়া ইহার ভিতর দিয়া বাহির হইতে পারিব।"

"যদি তাহারা বাহিরে থাকে?"

"রামকান্তের বয়স হইলেও এখনও এ রকম বদ্মাইসদের দুই-দশ-টাকে কাবু করিবার শক্তি রাখে।"

সুহাসিনী আর কথা কহিল না—রামকান্ত গৃহতলস্থ জল দেখাইয়া দিয়া বলিল, "এখন খুব জোয়ার আসিয়াছে—হুহু করিয়া ঘরে জল আসিতেছে।"

সুহাসিনী লীলাকে দেখাইয়া বলিল, "এ মেয়েটী ত সাঁতার দিতে পারিবে না ?"

রামকান্ত লীলার নিকটস্থ হইয়া বলিল, "কোন চিন্তা নাই, আমি ইহাকে কোলে করিয়া সাঁতার দিব। এ মেয়েটী সম্পর্কে তোমার ভগিনী।"

সুহাসিনী বিস্মিতভাবে বলিল, "ভগিনী! এ কাহার কন্যা ?"

"গোপালের—এইজন্যই তোমাদের দুইজনকে খুন করিতে চায়।"

"কে, কেন ?"

"সব পরে বলিব, এখন প্রাণে বাঁচিয়া এখান হইতে বাহির হইতে পারিলে হয়।"

"তবে এই সেই লীলা—আমি সব শুনিয়াছি।"

"পরে সমস্তই বলিব—এখন সাঁতার দিতে চেষ্টা কর।"

এই সময়ে জল প্রায় কটিদেশ-পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। রামকান্ত লীলাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইল।

ক্রমে জল আরও বাড়িতে লাগিল। তখন রামকান্ত সুহাসিনীকে সন্তরণ করিবার জন্য ইঙ্গিত করিয়া লীলাকে স্কন্ধে তুলিয়া লইল। তৎপরে সন্তরণ আরম্ভ করিল। সুহাসিনীকে বলিল, "জানালার দিকে এস—কোন ভয় নাই।"

সুহাসিনীও সন্তরণে সুদক্ষা ছিল, সে-ও রামকান্তের পশ্চাতে পশ্চাতে জানালার দিকে চলিল।

যথা সময়ে গোবিন্দরাম গঙ্গার ঘাটে আসিলেন। তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু রামকান্তের এখনও দেখা নাই। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত গোবিন্দরাম ঘাটে অপেক্ষা করিলেন, কিন্তু রামকান্ত আসিল না। কে জানে, সে কেন এত বিলম্ব করিতেছে? গোবিন্দরাম বড়ই ভাবিত হইলেন; নিশ্চিত বুঝিলেন যে, তাহার কোন বিপদ্ ঘটিয়াছে, নতুবা রামকান্ত যে তাঁহার সহিত দেখা করিবে না, ইহা কখনই হইতে পারে না।

গোবিন্দরাম চিন্তিত ও উৎকণ্ঠিতহৃদয়ে বাসায় ফিরিলেন। স্বয়ং রামকান্তের অনুসন্ধান করিলে লোকে সন্দেহ করিবে, সমস্ত কাজও পণ্ড হইতে পারে, এই ভাবিয়া তিনি সেই রাত্রেই কলিকাতায় ফিবিলেন। সেই রাত্রেই শ্যামকান্তের সহিত দেখা করিয়া তাহাকে সমুদয় বুঝাইয়া বলিলেন; তাহার পর তাহাকে রামকান্তের অনুসন্ধানে সোদপুরে প্রেরণ করিলেন।

তাঁহার তাড়াতাড়ি কলিকাতায় আসিবার আরও একটা বিশেষ কারণ ছিল। পরদিন তাঁহার সহিত কৃতান্তের দেখা করিবার কথা ছিল; গঙ্গার ধারে সেই বাগান-বাড়ীতে মাতালের সহিত কথা কহিয়া তাঁহার সন্দেহ বিশ্বাসে পরিণত হইয়াছিল; তাহাই তিনি এখন কৃতান্তের সহিত দেখা করিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন।

তিনি রাত্রেই কলুটোলার বাড়ীতে আসিয়া নবাব সাজিলেন। প্রাতেই ঘনশ্যামের আসিবার কথা ছিল। ঘনশ্যামই যে কৃতান্ত এ বিষয়ে তাঁহার আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

অতি প্রাতেই ঘনশ্যাম উপস্থিত হইলেন; নবাব তাঁহার বিশেষ সমাদর করিয়া বসাইলেন। তৎপরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহার পর—কতদূর কি করিলেন?"

ঘনশ্যাম বলিলেন, "আপনার কার্য্যোদ্ধার করিয়াছি। নরেন্দ্রভূষণ বাবুর ওয়ারিসানের সন্ধান পাইয়াছি।"

"ওয়ারিসান্ কেবল একজনই আছেন?"

"কেবল একজনই আছেন, বলিয়াই ত এখন জানিতে পারিয়াছি—অন্যান্য সকলে জীবিত নাই।"

"ইনি কে? কোথায় আছেন?"

"ইনি কলিকাতার নিকটেই আছেন।"

"কোথায় আছেন?"

"সোদপুরে—গঙ্গার উপরে একখানা বাগান-বাড়ীতে থাকেন। ইঁহার নাম শ্যামসুন্দর, ইনি নরেন্দ্রভূষণ বাবুর জ্যেষ্ঠা ভগিনীর দৌহিত্র।"

গোবিন্দরাম মনে মনে বলিলেন, "তবে আমার ভুল হয় নাই—এই অপদার্থটাকে হাত করিয়া দুরাত্মা সমস্ত টাকা নিজেই আত্মসাৎ করিবার চেষ্টায় আছে।" পরে প্রকাশ্যে গম্ভীরভাবে বলিলেন, "তাহা হইলে নরেন্দ্রভূষণ বাবুর ইনিই একমাত্র ওয়ারিসান্—আর কেহ নাই। ইঁহাকে এ সম্পত্তির কথা বা আমার কথা বলিয়াছেন?"

"না, এখনও কিছু বলি নাই।"

"তবে আর ইঁহাকে বলিতে বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নয়। আমিও যে তাঁহাকে যথেষ্ট টাকা দিব, তাহাও বলিবেন; তবে নরেন্দ্রভূষণ বাবুর আরও ওয়ারিসান্ থাকিলে আমি আরও সন্তুষ্ট হইতাম।"

"আমি কাল ইঁহাকে আপনার কাছে লইয়া আসিব।"

"তাহা হইলে আজই সোদপুরে যাইতেছেন?"

"হাঁ, আজ বৈকালে গিয়া তাঁহাকে সকল কথা বলিব, কাল সঙ্গে করিয়া আনিব।"

এই সময়ে তথায় আর এক ব্যক্তি উপস্থিত হইল। তাহার ছদ্মবেশসত্ত্বেও গোবিন্দরাম তাহাকে দেখিবামাত্র চিনিলেন, সে রামকান্ত। ঘনশ্যামবেশী কৃতান্ত তাহাকে চিনিল কি না, তাহা গোবিন্দরাম বুঝিতে পারিলেন না। কৃতান্তও উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন; নবাব সাহেবকে সেলাম করিয়া সহাস্যবদনে বিদায় হইলেন।

তিনি গৃহ হইতে বাহির হইতে-না-হইতে রামকান্ত বলিয়া উঠিল, "ওকে যেতে দিবেন না।"

গোবিন্দরাম বলিলেন, "এখনও সময় হয় নাই—কাল সদলে জালে পড়িবে।"

"আপনি জানেন না—সব কথা; এ লোক কাল সুহাসিনী, লীলা আর আমাকে তিনজনকেই ডুবাইয়া মারিবার চেষ্টা করিয়াছিল। ভগবানই আমাদের রক্ষা করিয়াছেন।"

"সে কি? সব বল।"

রামকান্ত বলিতে লাগিল—গোবিন্দরাম কিয়দংশ শুনিয়া বলিলেন, "ইহারা তোমাদের আটকাইয়া রাখিয়াছিল কেন? লীলা ও সুহাসিনী জীবিত থাকিলে ত ইহাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ হইত না।"

"জীবিত থাকিত না—জলে ডুবিয়া মরিত; তাহার পর রাত্রে মৃতদেহ দুইটা রেল লাইনে ফেলিয়া আসিত।"

"যাহা হউক, এখন তাহারা কোথায়?"

"আমি তাহাদের সঙ্গে করিয়া আনিয়া, এখন বরাহ-নগরে রাখিয়া আসিয়াছি।"

"কিরূপে বাহির হইলে?"

"জলে ঘর পূর্ণ হইলে সাঁতরাইয়া জানালা দিয়া বাহির হইয়া আসিলাম। একেবারে গঙ্গায় আসিয়া পড়িলাম, সাঁতরাইয়া তীরে উঠিয়া একেবারে বরাহনগরে—বেটারা এতক্ষণ জানিতে পারিয়াছে—আপনি ইহাকে ছাড়িয়া দিয়া ভাল করিলেন না।"

"কাল ইহাদের সদলে ধরিব। এখন প্রমাণ যথেষ্ট পাওয়া গিয়াছে, ইহারাই বিনোদিনীকে খুন করিয়াছে, ইহারাই লীলা ও সুহাসিনীকে খুন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, ইহারাই মাতালটার সঙ্গে মিলিয়া নরেন্দ্রভূষণের টাকা পাইবার চেষ্টা পাইতেছে; এখন সুরেন্দ্র খালাস পাইবে, কালই ইহারা ধরা পড়িবে।"

"কৃতান্ত সেখানে গিয়া যখনই দেখিবে যে, আমরা পলাইয়াছি, তখনই সে সদলে সরিয়া পড়িবে।"

"এ কথাও ঠিক, আমাদের আর দেরী করা উচিত নয়।"

"তবে কি করিতে বলেন?"

"চল—এখনই পুলিসে সংবাদ দিয়া সোদপুরে গিয়া ইহাদের গ্রেপ্তার করি। ইহারা পলাইলে সব কাজ পণ্ড হইবে।"

"তাই চলুন, আর দেরি করিবেন না।"

তখন তাঁহারা উভয়ে ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া লালবাজারের পুলিস-আফিসের দিকে চলিলেন। তথায় আসিয়া বড় সাহেবের সহিত দেখা করিলেন।

সাহেব সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "আপনি এখানে!"

গোবিন্দরাম বলিলেন, "হাঁ, আমি রামকান্তকেও সঙ্গে আনিয়াছি।"

"আপনি জানেন যে, পুলিস আপনাদের দুইজনকেই অনুসন্ধান করিতেছে?"

"হাঁ জানি, আপনি সকল শুনিলে আর এ কথা বলিতেন না। আমার পুত্র যে নির্দ্দোষী, তাহা আমি সপ্রমাণ করিতে আসিয়াছি।"

সাহেব কিয়ৎক্ষণ বিস্মিতভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। গোবিন্দরাম বলিলেন, "আপনি মনে করিতেছেন যে, এখন প্রমাণ প্রয়োগ বৃথা।"

"হাঁ, পরশ্বঃ ফাঁসী হইবে।"

"তাহাও জানি, কালই খুনীদের ধরাইয়া দিব—সেইজন্য আপনার কাছে আসিয়াছি। সহজ লোকের সহিত কাজ নহে, তাহাই এতদিন কিছু করিতে পারি নাই।"

"সহজ লোক নহে—কে সে?"

"নিজে কৃতান্ত।"

সাহেব মৃদুহাস্য করিলেন; তৎপরে ধীরে ধীরে বলিলেন, "আমি জানিতাম, আপনি কৃতান্তের স্কন্ধেই এ খুনের দায় চাপাইবেন। আপনি আমাদের পুরাতন কর্ম্মচারী, সুতরাং আপনার ত্রুটি ধরিব না। আপনি কি করিয়াছেন, কি না করিয়াছেন, সব আমরা জানি।"

গোবিন্দরাম বিস্মিতভাবে বলিলেন, "আপনারা জানেন! কি জানেন?"

"এই নবাব প্রভৃতি সাজিবার কথা।"

"হাঁ, তাহা ত ছেলেকে নির্দ্দোষী সপ্রমাণ করিবার জন্য।"

"আপনি কৃতান্তের প্রতি যেরূপ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন, তাহাও আমরা সব জানি।"

"আপনি তাহাকে সাবধান করিয়া দেন নাই?"

"আমরা আপনার শত্রু নই।"

"আমি আপনার নিকটে বিশেষ কৃতজ্ঞ রহিলাম।"

"দুঃখের বিষয়, আপনি এত করিয়াও পুত্রকে রক্ষা করিতে পারিলেন না।"

"আমি তাহাকে রক্ষা করিয়াছি। আমি সপ্রমাণ করিব যে, কৃতান্তই সেই স্ত্রীলোককে—বিনোদিনীকে খুন করিয়াছে।"

"বলুন, সব শুনি।"

"সংক্ষেপেই আপনাকে সব বলিতেছি। আপনি জানেন যে, কৃতান্ত কোন সম্পত্তির এক ওয়ারিসানের অনুসন্ধান করিতেছিল।"

"হাঁ, নরেন্দ্রভূষণ বাবুর সম্পত্তি। এ বিষয়ে সে কিছুই গোপন করে নাই; সম্প্রতি সে আমাকে বলিয়াছে যে, একজন ওয়ারিসানকে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছে।"

"সে তাহাকে অনেকদিন পাইয়াছে, তাহাকে হাত করিয়া এ সম্পত্তি নিজে গ্রাস করিবার চেষ্টায় ছিল। নরেন্দ্রভূষণের আরও তিনজন ওয়ারিসান্ আছে, তাহার মধ্যে একজন এখন আর নাই। সে বিনোদিনী —তাহাকে কৃতান্ত খুন করিয়াছে।"

"কি! এই বিনোদিনী নরেন্দ্রভূষণের ওয়ারিসান্?"

"হাঁ, আরও দুইজন আছে—ইহাদের তিনজনকেই হত্যা করিয়া কৃতান্ত সমস্ত টাকা গ্রাস করিবার চেষ্টায় ছিল। তাহার পর অন্য ওয়ারিসান্ বরাহ-নগরে, নাম সুহাসিনী—যাহার সহিত আমার পুত্রের বিবাহ স্থির হইয়াছে।"

"এ সকল আপনি প্রমাণ করিতে পারিবেন?"

"প্রমাণ সংগ্রহ না হইলে এ সকল কথা আপনাকে বলিতাম না।"

"অন্য ওয়ারিসান্ কে?"

"চন্দন-নগরের পয়েণ্টম্যান গোপালের কন্যা—লীলা।"

"লীলা! যে লীলা চুরি গিয়াছে?"

"হাঁ, কৃতান্তই তাহাকে লইয়া গিয়াছিল, একবার চন্দন-নগরে রেল লাইনে টাকা ছড়াইয়া ইহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল; আর একবার দম্‌দমায় ইহাকে চুরি করিবার চেষ্টা করিয়া সফল হয় নাই; তাহার পর ইহাকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়া সোদপুরের বাগানে আটকাইয়া রাখিয়াছিল।"

"ইহা কি সব সত্য?"

"প্রমাণ না পাইলে আপনাকে বলিতাম না। কৃতান্ত সুহাসিনীকেও চুরি করিয়া সেইখানে লইয়া গিয়াছিল। দুইজনকেই ডুবাইয়া মারিবার চেষ্টায় ছিল, কেবল রামকান্তই তাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছে। এই বাড়ীতেই নরেন্দ্রভূষণের ওয়ারিসান্ শ্যামসুন্দরকে রাখিয়াছে, সে অপদার্থ—মাতাল—কৃতান্তের হাতের পুতুল।"

"প্রমাণের কথা বলুন।"

"সুহাসিনী ও লীলাকে ডাকিয়া পাঠান। এই শ্যামসুন্দরকে গ্রেপ্তার করিয়া আনুন। আমার বিশ্বাস, এই বাড়ীতে বিনোদিনীর সেই নিরুদ্দিষ্টা দাসীও থাকে, সে-ও ধরা পড়িবে।"

রামকান্ত বলিল, "এখানে একটা স্ত্রীলোক ও একটা পুরুষ আছে, ইহারা এই বাড়ীর দাসী—ইহাদের গ্রেপ্তার করিলে সকল কথা প্রকাশ হইয়া পড়িবে। ইহারাই সুহাসিনী আর লীলাকে খুন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। আমার দফাও প্রায় রফা করেছিল, অনেক কষ্টে রক্ষা পাইয়াছি।"

বড় সাহেব চিন্তিতভাবে গোবিন্দরামকে বলিলেন, "আপনার কথা অবিশ্বাস করিতে চাহি না, নিশ্চয়ই আপনি প্রমাণ পাইয়াছেন।"

গোবিন্দরাম সগর্ব্বে বলিলেন, "ইহারা ধরা পড়িলে আপনিও সকল প্রমাণ পাইবেন।"

"আচ্ছা, আপনার কথায় নির্ভর করিয়া ইহাদের গ্রেপ্তারের বন্দোবস্ত করিতেছি—তবে আপনি কি একবার আপনার পুত্রের সহিত দেখা করিতে চাহেন?"

"দেখা করিতে চাহি, এ কথা আপনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন? ইহাদের ধরিয়া আনি, তাহার পর দেখা করিব—তাহাকে খালাস করিব।"

সাহেব বলিলেন, "বরং এখন একবার দেখা করিবেন, চলুন।"

৪৫

গোবিন্দরাম পুত্রের সহিত দেখা করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন, সেইজন্য এ প্রস্তাবে আপত্তি করিলেন না। দুই-এক ঘণ্টা দেরিতে কৃতান্ত ও তাহার দল তাঁহার হাত হইতে পলাইতে পারিবে না; বিশেষতঃ শ্যামকান্তকে তাহাদের পাহারায় পাঠাইয়াছেন, তবুও আবার তৎক্ষণাৎ রামকান্তকে সোদপুরে পাঠাইলেন। তাহাকে বলিয়া দিলেন, জেল হইতে ফিরিয়া তিনি সাহেবের সহিত যত শীঘ্র পারেন, সোদপুরে উপস্থিত হইবেন।

গোবিন্দরাম সাহেবের সহিত জেলে আসিলেন। ফাঁসীর আসামী-দিগের ঘর জেলের একপার্শ্বে স্থাপিত। সেইদিকে আসিয়া সাহেব বলিলেন, "যদি ইচ্ছা করেন, আপনি একাকী দেখা করিতে পারেন—তবে দেখিবেন——"

গোবিন্দরাম বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "না—না—আপনিও থাকিবেন, আমি জানি, সে নির্দ্দোষী; সুতরাং আমি কোন ভয় করি না।"

সাহেব কোন কথা না কহিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। যে প্রকোষ্ঠে সুরেন্দ্রনাথ অবরুদ্ধ ছিলেন, একজন প্রহরী তাহার লৌহদ্বার সশব্দে খুলিয়া দিল। গোবিন্দরাম দেখিলেন, হাতে হাত-কড়ী ও পায়ে বেড়ী পরিয়া সুরেন্দ্রনাথ বিমর্ষভাবে এককোণে নীরবে বসিয়া আছেন।

সুরেন্দ্রনাথ পিতাকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে এ অবস্থায় দেখিয়া গোবিন্দরাম অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না; কিন্তু সুরেন্দ্রের চোখে জল নাই।

গোবিন্দরাম বলিলেন, "আমি তোমাকে রক্ষা করিতে আসিয়াছি। আজ তুমি নির্দ্দোষ সপ্রমাণ হইবে।"

সুরেন্দ্রনাথ রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে বলিলেন, "বাবা আমি ত নির্দ্দোষ নই।"

গোবিন্দরাম ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "এ কথা বলিয়ো না, আমি বিনোদিনীর খুনীকে বাহির করিয়াছি, সে তোমার সর্ব্বনাশ করিবার জন্য যথাসাধ্য করিয়াছে, সে আর কেহ নহে—সে কৃতান্ত।"

সুরেন্দ্রনাথ বিস্ময়-বিস্ফারিতনেত্রে চাহিয়া বলিলেন, "কৃতান্ত!"

"হাঁ, কৃতান্ত—কৃতান্ত বিনোদিনীকে জানিত।"

"আমিও ইহাকে জানিতাম।"

এই কথা শুনিয়া সাহেব সুরেন্দ্রনাথের নিকটস্থ হইলেন। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আমি মরিতে প্রস্তুত হইয়াছি, সুতরাং সমস্ত কথা এখন বলিতে পারি।" তৎপরে তিনি পিতার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "সকল শুনিলে হয় ত আপনি আমার এই মৃত্যুকালে আমাকে ক্ষমা করিতে পারেন।"

গোবিন্দরাম ব্যাকুলমুখে বলিলেন, "তবে কি আমারই ভুল?"

সুরেন্দ্র দৃঢ়ভাবে বলিলেন, "আমি অনেক দূর পর্য্যন্ত মিথ্যাকথা বলিয়াছি, আর মিথ্যাকথা বলিব না; সকল কথা আজ আপনাকে

খুলিয়া বলিব। আমিই খুনের পরদিন রাত্রে বাগবাজারের বাড়ীতে গিয়াছিলাম; বিনোদিনীর ছবি সে নিজে আমাকে দিয়াছিল, তবে সে যে খুন হইয়াছে, আমি তখনও তাহা জানিতাম না।"

গোবিন্দরাম ব্যগ্রভাবে বলিয়া উঠিলেন, "তাহা হইলে আমি ঠিক জানি, তুমি তাহাকে খুন কর নাই।"

সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আমি ছেলেবেলায় এক সময়ে এই বিনোদিনীকে চিনিতাম—তাহার পর তাহার কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম; সে সুধামাধব রায়ের রক্ষিতা হইয়াছিল। আমার সঙ্গে ইহার অনেক কাল দেখা-সাক্ষাৎ নাই। কয়েক মাস হইল, হঠাৎ একদিন ইহার সহিত আমার দেখা হয়; আমি চলিয়া যাইতেছিলাম, কিন্তু ইহার কাকুতি-মিনতিতে ইহার বাড়ীতে গেলাম। তখন শুনিলাম, যদিও এ সুধামাধব রায়ের আশ্রয়ে আছে, তবুও একজন তাহার উপরে বড় অত্যাচার করিতেছে। তাহার হাত হইতে তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য সে আমাকে অনেক অনুনয়-বিনয় করিল।"

গোবিন্দরাম বলিলেন, "আমরা জানিয়াছি, কেন সে খুন হইয়াছে।"

সুরেন্দ্রনাথ বলিতে লাগিলেন, "আমি মধ্যে মধ্যে তাহার সহিত দেখা করিতে সম্মত হইলাম। মধ্যে মধ্যে তাহার কাকুতি-মিনতিপূর্ণ পত্র পাইয়া তাহার সঙ্গে বাধ্য হইয়া দেখা করিয়াছিলাম। এই সুধামাধবও আমাকে দেখিতে পায়, ইহাতে সে ঈর্ষায় উন্মত্তপ্রায় হইয়াছিল, তবে আমাকে কিছু বলে নাই। একদিন বিনোদিনী আমাকে জোর করিয়া তাহার একখানা ছবি দিয়া বলিল, 'আমি বেশীদিন বাঁচিব না, এখানা থাকিলে তবুও আমার কথা তোমার মনে পড়িবে।' আমি ছবিখানা পকেটে রাখিলাম। সেইদিন তাহার কাছে শুনিলাম যে,

একটা লোক তাহাকে বহুদিন হইতে কষ্ট দিতেছে; এমন কি, তাহাকে খুন করিবার ভয় দেখাইয়াছে।”

গোবিন্দরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, “এই লোকটা কি বিনোদিনীর বাড়ীতে তোমায় দেখিয়াছিল?”

সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, “দেখিয়াছিল কিনা বলিতে পারি না। তবে বিনোদিনীর দাসী ইহার করতলগত ছিল; সুতরাং সে নিশ্চয়ই তাহাকে আমার কথা বলিয়াছিল।”

গোবিন্দরাম বলিলেন, “তাহা হইলে সে-ই বিনোদিনীকে খুন করিয়া তোমার স্কন্ধে খুনের দায় চাপাইবার জন্য সমস্ত আয়োজন করিয়াছিল?”

সুরেন্দ্রনাথ কহিলেন, “হাঁ, এই লোকই বিনোদিনীকে খুন করিয়াছিল।”

গোবিন্দরাম সাহেবের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, “আপনি শুনিলেন।”

সাহেব বলিলেন, “দুঃখের বিষয়, আদালতে তুমি এ সকল কথা কিছুই বল নাই—এ লোকটার নাম বোধ হয়, তুমি শুনিয়া থাকিবে।”

সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, “হাঁ, ইহাকে কখনও দেখি নাই বটে, কিন্তু ইহার নাম বিনোদিনীর কাছে শুনিয়াছিলাম—ইহার নাম কৃতান্ত।”

গোবিন্দরাম সাহেবকে আবার সবেগে বলিয়া উঠিলেন, “শুনিলেন?”

সুরেন্দ্রনাথ বিমর্ষভাবে বলিলেন, “আমি বিনোদিনীকে খুন করি নাই বটে—তথাপি আমি খুনী—আমি বাঁচিতে ইচ্ছা করি না।”

গোবিন্দরাম ও সাহেব উভয়েই সমস্বরে বিস্মিতভাবে বলিয়া উঠি-লেন, “তুমি খুনী! তবে তুমি কাহাকে খুন করিয়াছ?”

সুরেন্দ্রনাথ দৃঢ়স্বরে বলিলেন, “সুধামাধব রায়কে।”

৪৬

সাহেব বলিলেন, "ইহা খুন স্বীকার করা হইতেছে, আমি তোমাকে প্রথমেই সাবধান করিয়া দিতেছি।"

সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "সাবধান হইবার আবশ্যকতা নাই—আমি খুন করিয়াছি, সুতরাং আমি মরিতে প্রস্তুত আছি।"

গোবিন্দরাম অস্পষ্টস্বরে বলিলেন, "তবে সত্যই ?"

সাহেব বলিলেন, "যদি ইচ্ছা কর, কি ঘটিয়াছিল বলিতে পার।"

সুরেন্দ্রনাথ বলিতে লাগিলেন, "আমি খুনের দিন প্রায় রাত্রি দশটার সময় বিনোদিনীর সঙ্গে দেখা করিতে যাই—দেখি, তাহার বাড়ীর দরজা খোলা রহিয়াছে—ভিতর হইতে আলো দেখা যাইতেছে—আমি ভিতরে প্রবেশ করিয়া বসিবার গৃহে আসিয়া দেখিলাম, তথায় সুধামাধব বসিয়া মদ খাইতেছে; সে আমাকে দেখিবামাত্র বাঘের মত লাফাইয়া আমাকে আক্রমণ করিল—একখানা ছোরা বাহির করিয়া আমার বুকে বসাইতে চেষ্টা করিল। আমি দুর্ব্বল নহি, নতুবা সে আমাকে নিশ্চয়ই খুন করিত; আমি নিরুপায় হইয়া তাহাকে সবলে দূরে ঠেলিয়া দিলাম; তাহার মাথাটা সেইখানে এক পাথরের টেবিলে আঘাতিত হইল, টেবিল ও সে দুই-ই ভূমিসাৎ হইল। সে পড়িয়া আর নড়ে-চড়ে না দেখিয়া আমি তুলিতে গেলাম—কিন্তু তাহার বিকট চাহনি দেখিয়া বুঝিলাম, সে মরিয়াছে; তখন আমি ভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে তথা হইতে পলাইলাম।"

সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিনোদিনীর সহিত দেখা করিলে না ?"

সুরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "না, আমি সে বাড়ীতে আর এক মুহূর্ত্তও

ছিলাম না। সেদিন সে রাত্রিটা কিরূপে কাটাইয়াছিলাম, তাহা অন্তর্য্যামী ভগবান্ জানেন। কতবার ভাবিলাম, হয় ত লোকটা মরে নাই, কেবল অজ্ঞান হইয়াছিল। সে বাঁচিয়া আছে কি না, আর বিনোদিনীই বা কোথায়, ইহা জানিবার জন্য আমি পরদিন প্রায় বারটা রাত্রে সেই বাড়ীতে গেলাম; দেখি বাড়ীতে কেহ নাই—অথচ দরজা খোলা—আমি বিনোদিনীর শয়ন-গৃহে গিয়া তাহাকে ডাকিলাম, তাহার পর যাহা হইয়াছিল, আপনারা সকলই জানেন।"

সাহেব বলিলেন, "আদালতে এ সব কথা বলা তোমার উচিত ছিল; তুমি আত্মরক্ষা করিবার জন্য সুধামাধবকে দূরে ফেলিয়া দিয়াছিলে; তাহাতে তাহার মাথায় আঘাত লাগিয়া তাহার মৃত্যু হইয়াছিল; এ অবস্থায় কখনই তোমার ফাঁসীর হুকুম হইত না।"

"আমিই তাহাকে খুন করিয়াছি, সুতরাং আমার দণ্ড আমিই লইব; আমি কাহারও উপরে দোষ দিই না; দোষ আমার অদৃষ্টের। সুহাসিনী ভাবিত, আমি খুনী——"

গোবিন্দরাম বলিলেন, "সে এ কথা ভাবিত না—ইহারা তাহাকেও খুন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল।"

সুরেন্দ্রনাথ বলিয়া উঠিলেন, "সে কি! তাহাকে খুন করিতে চাহিয়াছিল? সে কে—কেন?"

গোবিন্দরাম বলিলেন, "সে সব পরে বলিব, এখন আর সময় নাই; এখন তৎপর না হইলে বদ্‌মাইসগণকে গ্রেপ্তার করিতে পারিব না।"

সাহেবও এ প্রস্তাবে অনুমোদন করিলেন। তখন উভয়ে সত্বর জেল হইতে বাহিরে আসিলেন।

বাহিরে আসিয়া গাড়ীতে উঠিয়া গোবিন্দরাম সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখনও কি আপনি সুরেন্দ্রকে দোষী মনে করেন?"

সাহেব বলিলেন, "আমার বিশ্বাস হইয়াছে, আপনার পুত্র স্ত্রীলোকটীকে খুন করে নাই।"

"তাহার পর অপরটী টেবিলে পড়িয়া মাথায় আঘাত লাগায় মরিয়াছে।"

"সেটা প্রমাণ সাপেক্ষ।"

"এ বিষয়ে সে মিথ্যাকথা বলিবে কেন?"

"না বলাই সম্ভব, তবে এতদিন গোপন করাই সন্দেহজনক হইয়াছে।"

"যাহা হউক, কৃতান্ত ও তাহার দল ধরা পড়িলেই আপনি সকল ব্যাপার জানিতে পারিবেন।"

"আপনি বলিতেছেন বটে, তাহারাও আত্মসমর্পণ করিবে—সকল কথা অস্বীকার করিবে—তাহাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ চাই—সেই হাবাকে পাওয়া যায় নাই—এ সমস্ত বিষয়ের জন্য সময় আবশ্যক।"

"হাঁ, তাহা নিশ্চয়।"

"তাহা হইলে সময় কোথায়? পরশ্বঃ সকালে ইহার ফাঁসী হইবে—ফাঁসী বন্ধ করিবার উপায় কি?"

"লাটসাহেবকে টেলিগ্রাফ করিলে হইতে পারে।"

"প্রমাণ চাহি—অনর্থক টেলিগ্রাফ করিলে কি ফল হইবে?"

গোবিন্দরামের বুক দমিয়া গেল, তিনি হতাশভাবে বলিলেন, "তবে উপায়?"

সাহেব বলিলেন, "আমার ক্ষমতায় যাহা সম্ভব, তাহা সমস্তই আপনার জন্য আমি করিতে প্রস্তুত আছি।"

"আমি নিজেই কৃতান্তকে সদলে গ্রেপ্তার করিয়া আনিব।"

"আমার কয়জন সুদক্ষ লোক আপনার সঙ্গে দিতেছি।"

"তাহা হইলেই হইবে, ভগবান্ আমার সহায়।"

"যান্, ভগবান্ আপনার পুত্রকে রক্ষা করুন, ইহাতে আমরা সকলেই বিশেষ সুখী হইব।"

জেল হইতে ফিরিয়া পুলিসের লোক সংগ্রহ করিতে গোবিন্দরামের অনেক বিলম্ব হইয়া গেল। গোবিন্দরাম লোকজন লইয়া গাড়ী করিয়া সোদপুরের দিকে প্রস্থান করিলেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে তাঁহারা সকলে সেই বাগান-বাড়ীর নিকটবর্ত্তী হইলেন।

৪৭

গোবিন্দরাম যাহা করিবেন, তাহা সমস্তই মনে মনে আগে হইতে স্থির করিয়াছিলেন, সুতরাং ভাঙা বাড়ীর নিকটে আসিয়াই সেইরূপ কার্য্য আরম্ভ করিলেন। পুলিসের লোক দিয়া সর্ব্বাগ্রে বাড়ীটার চারিদিক্ ঘিরিয়া ফেলিলেন। শ্যামকান্ত ও রামকান্ত উভয়েই পূর্ব্ব হইতে বাড়ীর পাহারায় ছিল, এক্ষণে তাহারা গোবিন্দরামকে দেখিয়া নিকটে আসিল।

সেই বদ্জাত মাগীটা ছিল, যে ঘরের নীচেকার গহ্বরে রামকান্ত, লীলা ও সুহাসিনীকে ফেলিয়া দিয়াছিল; তাঁহারা প্রথমে সেই ঘরটা অনুসন্ধান করা আবশ্যক বিবেচনা করিলেন।

এই ঘরটী বাড়ীর পশ্চাতে—একটু দূরে অবস্থিত—সম্ভবতঃ পূর্ব্বে গোশালা ছিল। তাঁহারা এই গৃহে আসিলেন। ঘরের দ্বার খোলা—ভিতরে কেহ নাই।

তাহারা ঘরটী বিশেষরূপে দেখিয়া কোন কিছুই দেখিতে পাইলেন না। যে দ্বার দিয়া তাহারা রামকান্তকে ফেলিয়া দিয়াছিল, তাহা খোলা

পড়িয়া আছে—লম্বা দড়ী ও কুয়া হইতে ঘটী তুলিবার একটা বড় কাঁটা পড়িয়া আছে, উঁকি মারিয়া তাহারা দেখিলেন, ভিতরে জল নাই।

তখন রামকান্ত বলিল, "যাহা ঘটিয়াছে, তাহা আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি; কৃতান্ত আপনার সহিত দেখা করিবার জন্য ঘনশ্যাম হইয়া কলিকাতায় গেলে, ইহারা আমাদের মৃতদেহ জল হইতে তুলিবার জন্য এই কাঁটা ফেলিয়াছিল, তাহার পর জল ভাটায় বাহির হইয়া গেলে এই অন্ধকূপের ভিতরে কিছুই দেখিতে না পাইয়া বুঝিয়াছে যে, আমরা পলাইয়াছি, কৃতান্ত আসিয়া এ কথা শুনিয়াছে, সুতরাং সকলেই তখনই অন্তর্হিত হইয়াছে; তবে আশ্চর্য্যের বিষয়, কিরূপে পলাইল, আমরা তাহার কিছুই জানিতে পারিলাম না।"

গোবিন্দরাম ক্ষুণ্ণমনে বলিলেন, "এই রকমই হইয়াছে, আর এখানে সময় নষ্ট করা বৃথা—বাড়ীটা দেখা যাক্।"

তাহারা সত্বর সেই বাড়ীর দিকে চলিলেন। দরজা জানালা সমস্ত খোলা, এ বাড়ীতে কেহ আছে, তাহা বাহির হইতে বুঝিতে পারা যায় না। গোবিন্দরাম বলিলেন, "এত করিয়াও এই দুরাত্মাদের ধরিতে পারিলাম না, এত করিয়াও সুরেন্দ্রকে বাঁচাইতে পারিলাম না।"

সহসা একটা ঘরে ঢুকিয়া রামকান্ত একবার বিস্ময়সূচক শব্দ করিয়া উঠিল; সকলে "ব্যাপার কি!" বলিয়া সেইদিকে ছুটিলেন। দেখিলেন, শ্যামসুন্দর মাতাল অবস্থায় অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছে।

তাহার নড়িবার বা উঠিবার ক্ষমতা নাই। ইহাকে দেখিয়া গোবিন্দ-রামের হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইল; তিনি বলিলেন, "অন্ততঃ একটাকে পাওয়া গিয়াছে—দেখা যাক্, ভগবান্ কি করেন?"

এক ব্যক্তিকে শ্যামসুন্দরের পাহারায় রাখিয়া গোবিন্দরাম সদলে তখন নীচের সমস্ত ঘর অনুসন্ধান করিয়া উপরে চলিলেন। উপরের ঘরে

কেহ নাই; ত্রিতলে আসিয়া দেখিলেন, সিঁড়ীর ঘরের পার্শ্বে একটি ছোট ঘর আছে, স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, এই ঘরে একটি স্ত্রীলোক থাকিত, তাহার চুল বাঁধিবার উপকরণাদি তখনও গৃহতলে এরূপভাবে পড়িয়া আছে যে, দেখিয়া বোধ হয়, চুল বাঁধিতে-বাঁধিতেই সে পলাইয়াছে।

রামকান্ত একখানা খাম তুলিয়া লইয়া বলিলেন, "এই ত কৃতান্তের নাম।"

প্রকৃতই এই খামের উপর কৃতান্তের নাম ঠিকানা ছিল। তাঁহারা সেই ঘনশ্যামের নামে লিখিত দুই-একখানা খামও পাইলেন। শেষে বিনোদিনীর একখানা পত্রও পাইলেন। সেই পত্রে সে তাহাকে অনেক কাঁদাকাটি করিয়া তাহার প্রতি অত্যাচার করিতে নিষেধ করিয়াছে।

রামকান্ত বলিল, "আর প্রমাণ কি চাই—তবে পাখী উড়িয়া গিয়াছে।"

গোবিন্দরাম বলিলেন, "নিশ্চয়ই বেশীদূর পলাইতে পারে নাই—ধরিতে হইবে।"

"কলিকাতায় নিশ্চয় যায় নাই।"

"ষ্টেশনে ষ্টেশনে এখনই টেলিগ্রাফ করিলে ধরা পড়িবে।"

"তাহা হইলে আর দেরি করিবেন না।"

"আমি হারাটাকেই চাই, নিশ্চয় তাহাকেও তাহারা সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছে, অথবা কোথায় আটকাইয়া রাখিয়াছে—যাহা হউক, তুমি এখনই গিয়া সাহেবকে সংবাদ দাও, আমরা যাহা যাহা এখানে পাইয়াছি, সব তাঁহাকে বলিয়ো; যাহাতে ফাঁসী স্থগিত থাকে, তাহা করিতে যেন ত্রুটি করেন না। একদিন ফাঁসী স্থগিত থাকিলে আমি নিশ্চয়ই সুরেন্দ্রকে রক্ষা করিতে পারিব।"

রামকান্ত বলিল, "আমি এখনই চলিলাম—এ অবস্থায় নিশ্চয়ই ফাঁসী স্থগিত থাকিবে।"

গোবিন্দরাম এখন স্পষ্টই বুঝিলেন, কৃতান্ত পলাইয়াছে—সে যেরূপ ধূর্ত্ত, তাহাতে তাহাকে ধরা সহজ হইবে না; অথচ আর সময় নাই—এক-দিন মাত্র, একদিনের মধ্যে সে কি ধরা পড়িবে?

তিনি বাড়ীতে পাহারা রাখিয়া বাহিরে আসিলেন। সহসা দূরে এক ব্যক্তির উপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। এই লোকটীকে তিনি সেদিন গঙ্গাতীরে একটি যুবকের সহিত মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছিলেন; সেইদিন হইতে ইঁহার উপর তাঁহার একটু সন্দেহ হইয়াছিল, লোকটির আকৃতি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের মত।

তাঁহাকে দেখিবামাত্র গোবিন্দরাম ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া তাঁহার নিকটস্থ হইলেন; বলিলেন, "মহাশয় কি একটী যুবকের সঙ্গে ঐ মন্দিরে পরশ্বঃ গিয়াছিলেন?"

"হাঁ, কেন বলুন দেখি।"

"আমার ছেলের জীবন আপনার কথার উপর নির্ভর করিতেছে।"

"সে কি—আপনি বলেন কি!"

"সে লোকটী কে?"

"একজন হাবা-কালা লোক।"

গোবিন্দরাম আনন্দে রুদ্ধপ্রায়কণ্ঠে বলিলেন, "আমিও তাহাই ভাবিয়াছিলাম।"

ব্রাহ্মণটী গোবিন্দরামকে পাগল স্থির করিয়া মৃদু হাসিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু গোবিন্দরাম তাঁহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন; বলিলেন, "মহাশয় আমাকে পাগল ভাবিতেছেন, আমি পাগল নই—ঐ হাবা লোকটীর উপরে আমার ছেলের জীবন নির্ভর করিতেছে।"

"আমি আপনার কথা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

"উহার বিষয়ে আপনি কি জানেন?"

"এই জানি যে, সে আমার কাছে কথা কহিতে ও লিখিতে শিখিতেছে। আমি হাবাদিগকে শিখাইতে জানি।"

"কোথায় ইহার বাড়ী?"

"ঐ বাগানে যে বাবুটী থাকিতেন, তাঁহারই লোক; কিন্তু আমার ভারি অনুগত, আমি দয়া করিয়া তাহাকে গোপনে ঐ মন্দিরে শিখাইতেছিলাম।"

"কিছু শিখিয়াছে?"

"অনেক—এখন মনের ভাব বেশ প্রকাশ করিতে পারে—আপনি এ সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন?"

"বাগবাজারে একটী স্ত্রীলোক খুন হইয়াছিল, এ কথা আপনি শুনিয়াছিলেন?"

"হাঁ, একটী নয় দুটী।"

"আপনি আরও শুনিয়া থাকিবেন, এই স্ত্রীলোকের মৃতদেহ এক হাবা লইয়া যাইতেছিল।"

"হাঁ, তাহাও শুনিয়াছিলাম বটে।"

"সেই হাবা নিরুদ্দেশ হইয়াছে, তাহাকে পাইলে আসামীর দণ্ড হইত না।"

"আসামী কি আপনার কেহ হ'ন্?"

"আমার ছেলে।"

"আপনার ছেলে!"

"হাঁ, আপনি এখন তাঁহার প্রাণরক্ষা করিতে পারেন।"

"আমি? সে কি! আমি কি জানি?"

"আপনাকে সকল কথা পরে বলিব। এ বাড়ীতে কৃতান্ত বলিয়া একটা লোক ছিল, সে-ই স্ত্রীলোকটীকে খুন করে; আপনি যে হাবাকে শিখাইতেছেন, সেই হাবাই মৃতদেহটা লইয়া যাইতেছিল।"

"আপনি বলেন কি! আমি কখনও ইহা সন্দেহ করি নাই।"

"আর একদিনের মধ্যে ইহাদিগকে ধরিতে না পারিলে আমার ছেলের ফাঁসী হইবে। এখন এই হাবা কোথায়, আমায় শীঘ্র বলুন।"

"এই বাড়ীতে যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা আজ চলিয়া গিয়াছেন। বোধ হয়, সেই হাবাও তাঁহাদের সঙ্গে গিয়াছে; তবে সে আমার যেরূপ অনুগত, আমার কাছে বিদায় না লইয়া যাইবে না। কাল আমাকে বলিয়াছিল যে, রাত্রে তাঁহারা রওনা হইবেন; তাহা হইলে বোধ হয়, এখানে কোথায় গিয়াছে—এখনই আসিবে।"

"তাহা হইলে আপনি মনে করেন, সে নিশ্চয়ই একবার আসিবে?"

"আমার সঙ্গে দেখা না করিয়া যাইবে না। আমি তাহার সঙ্গে দেখা করিবার জন্যই এদিকে এখন আসিয়াছি।"

এই সময়ে একজন পাহারাওয়ালা আসিয়া বলিল, "তিনজন পুরুষ ও দুইজন স্ত্রীলোক বাড়ীটার ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে।"

গোবিন্দরাম বলিয়া উঠিলেন, "তাহারা ত তোমাদের দেখিতে পায় নাই?"

"না, আমরা সকলে ঝোপের আড়ালে লুকাইয়া আছি।"

"বেশ, খুব সাবধান—আমি এখনই যাইতেছি।"

পাহারাওয়ালাকে বিদায় করিয়া দিয়া গোবিন্দরাম ব্রাহ্মণের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "আপনিই এখন আমার ছেলের প্রাণরক্ষা করিতে পারেন।"

"কিরূপে, বলুন।"

"আপনি হাবাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে নিশ্চয়ই আপনাকে সকল কথা বলিবে—আপনার সাক্ষ্যেই আমার ছেলে রক্ষা পাইবে।"

"এরূপ ব্যাপারে আমার অসম্মত হওয়া পাপ—আপনি বলিলে আমি সাক্ষ্য দিব।"

"আপনাকে আজই আমার সঙ্গে যাইতে হইবে।"

"যখন বলিবেন, তখনই যাইব—আমার দ্বারা যদি একজনের প্রাণ রক্ষা হয়।"

"চিরকালের জন্য আপনার কেনা হইয়া রহিলাম।"

ব্রাহ্মণের ঠিকানা জানিয়া লইয়া গোবিন্দরাম পুলিস-কর্ম্মচারীদিগের কাছে গেলেন। তাহাদিগকে বলিলেন, "আমরা ভাবিয়াছিলাম, দুরাত্মারা পলাইয়াছে; তাহা নহে, পাঁচজন বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছে, একজন সেই বদ্‌মাইস মাগী—দ্বিতীয় বিনোদিনীর ঝী—অপর দুইজন কৃতান্তের অনুচর—আর অপর স্বয়ং কৃতান্ত। ইহাদিগের গ্রেপ্তার করিতে হইবে—এখন হইতে সকলের প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক; এরূপ লোক সহজে ধরা দিবে বলিয়া বোধ হয় না।"

তখন বেশ রাত্রি হইয়াছে, চারিদিকে অন্ধকারে পূর্ণ হইয়াছে। সহসা কি এক আলোক চারিদিকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল—সকলে বলিয়া উঠিলেন, "আগুন—বাড়ীতে আগুন লাগিয়াছে।"

গোবিন্দরাম বলিলেন, "মাতালটা বাড়ীতে আগুন লাগাইয়া দিয়াছে—চল—চল—শীঘ্র চল।"

একজন বলিল, "কাঠের সিঁড়ীতে আগুন ধরিয়াছে—আর সিঁড়ী নাই—জানালা দিয়া লাফাইয়া না পড়িলে পুড়িয়া ছাই হইবে।"

গোবিন্দরাম বলিলেন, "যেমন করিয়া হয়, ইহাদিগকে রক্ষা করিতে হইবে।"

৪৮

গৃহমধ্য হইতে পুনঃ পুনঃ স্ত্রীলোকের আর্ত্তনাদ ধ্বনি উঠিতে লাগিল। এমন সময়ে উপরের একটা জানালা কে সবলে খুলিয়া ফেলিল—সে স্বয়ং কৃতান্ত। কৃতান্ত বাড়ীর চারিদিকে পুলিস দেখিতে পাইয়া সেইখান হইতে ব্যাঘ্রের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া উঠিল।

গোবিন্দরাম চীৎকার করিয়া বলিলেন, "লাফ দাও—লাফ দাও—আমার লোকে তোমাকে ধরিবে।"

কৃতান্ত গোবিন্দরামকে চিনিয়া বলিল, "ও! তুই—তুই সেই বুড়ো বদ্‌মাইস, আমার কাজ শেষ হইয়াছে, তোর ছেলেও কাল ভোরে ফাঁসী যাইবে।" সঙ্গে সঙ্গে পিস্তলের আওয়াজ হইল, একটী গুলি গোবিন্দ-রামের কাণের পাশ দিয়া চলিয়া গেল।

একজন লোক গোবিন্দরামকে বলিল, "সাবধান আপনার মৃত্যু হইলে আপনার ছেলে বাঁচিবে না—কৃতান্ত পিস্তল ধরিয়াছে।"

গোবিন্দরাম বৃক্ষান্তরালে দাঁড়াইলেন। বাড়ীটীর দ্বিতলের মেঝে কাষ্ঠনির্ম্মিত, সোপানশ্রেণীও কাষ্ঠনির্ম্মিত, তা' ছাড়া পুরাতন জানালা-দরজা, কড়ি-বরগা, শুকাইয়া বারুদের ন্যায় হইয়াছিল—আগুন পাইয়া চারিদিক্ হইতে ধূ ধূ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল। এই মহা অগ্নিকাণ্ড হইতে কাহারও রক্ষা পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

এই সময়ে একটি প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক মহা আর্ত্তনাদ করিতে করিতে যে গবাক্ষে কৃতান্ত দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, সেইদিকে ছুটিয়া আসিল; এবং গবাক্ষ দিয়া লাফাইয়া পড়িবার উপক্রম করিল; কিন্তু কৃতান্ত-কুমার দুইহাতে সবেগে তাহাকে নিজের বুকের উপর জড়াইয়া ধরিল।

স্ত্রীলোকটী আরও চীৎকার করিয়া উঠিল। কৃতান্তকুমার বিকট অট্টহাসি হাসিয়া বলিল, "কোথায় যাইবে, আমাকে ফেলিয়া কোথায় পলাইবে? সে উপায় নাই—এক যাত্রায় পৃথক্ ফল! কখনই তাহা হইবে না—আমি মরিব, তোমাকেও আমার সঙ্গে মরিতে হইবে।"

কৃতান্তকুমার তাহাকে সেইভাবে সবলে ধরিয়া রহিল।

স্ত্রীলোকটী প্রাণভয়ে আরও চীৎকার করিতে লাগিল। বলিল, "ওগো, ছেড়ে দাও, আমি মরিতে রাজী আছি, কিন্তু এমন করিয়া জীয়ন্তে আগুনে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে পারিব না—আগুন—আগুন—চারিদিকে আগুন—ধূ—ধূ—ধূ——"

কৃতান্তকুমার বলিল, "আরে পোড়ামুখী! মরিতে ভয় পাইতেছিস্—আমি পুড়িয়া মরিতে পারিব, আর তুই পারিবি না? আয়, তোর পোড়া-মুখ আরও পুড়াইয়া দিই।"

এই বলিয়া কৃতান্তকুমার বিকটহাস্যে চারিদিক্ প্রকম্পিত করিয়া সেই স্ত্রীলোকটীকে বুকে চাপিয়া পশ্চাদ্বর্ত্তী নিবিড় ধূম্র ও অগ্নিরাশির মধ্যে প্রবেশ করিল। আর তাহাদিগকে দেখা গেল না, ধূম্রাগ্নির বিচিত্র যবনিকার অন্তরাল হইতে কেবল সেই স্ত্রীলোকের আকুল আর্ত্তনাদ ও কৃতান্তের বিকট অট্টহাস্য যুগপৎ ধ্বনিত হইতে লাগিল।

পরক্ষণে সেই স্ত্রীলোকটী চীৎকার করিতে করিতে আবার সেই উন্মুক্ত গবাক্ষের দিকে ছুটিয়া আসিল। তখন তাহার পরিহিত বস্ত্রাদিতে অগ্নিসংযোগ হইয়াছে, তাহার উন্মুক্ত কেশদামেও লেলিহান অগ্নি শিখা-বিস্তার করিয়াছে—আর রক্ষা নাই—রমণী প্রাণভয়ে গবাক্ষ হইতে লাফাইয়া ভূতলে পড়িল। সকলে স্তম্ভিত—পড়িয়াই রমণী অজ্ঞান হইল। তখন গোবিন্দরাম ও অন্যান্য আর সকলে আসিয়া তাহাকে অগ্নিমুখ হইতে রক্ষা করিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিলেন; তৎক্ষণাৎ অগ্নি নির্ব্বাপিত

হইল, কিন্তু রমণীর রক্ষার কোন উপায় দেখা গেল না—তাহার সর্ব্বাঙ্গ তখন একেবারে ঝলসিয়া গিয়াছে।

ক্ষণপরে সকলের একান্ত চেষ্টায় রমণীর সংজ্ঞালাভ হইল; সে মাটিতে পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল, কেবল 'জল' 'জল' করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। কখন বলিল, "হাঁ, আমার পাপের ফল ঠিক হইয়াছে—উঃ! কি জ্বালা, আর যে পারি না গো!" একবার বলিল, "বিনোদিনি! বিনোদিনি! আমায় রক্ষা কর, আমার কোন দোষ নাই।"

গোবিন্দরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিনোদিনী তোমার কে?"

রমণী বলিল, "বিনোদিনী আমার কেউ নয়, আমি তার বাঁদী; কিন্তু সে আমাকে তাহার নিজের বোনের মত ভালবাসিত; কিন্তু এমন পোড়াকপালী কালামুখী আমি—আমিই তাকে খুন করিয়াছি—আমার জন্যই সে মরিয়াছে।"

গোবিন্দরাম বলিলেন, "তুমি তাহাকে খুন করিলে কেন? সে তোমার কি করিয়াছে?"

রমণী বলিল, "কি করিয়াছিল? বেশি যত্ন করিত—বেশি ভাল-বাসিত—আমাকে বেশি সুখে রাখিয়াছিল—তাই। মহাপাপী কৃতান্তের কথায় ভুলিয়া, টাকা-গহনার লোভে পড়িয়া বিশ্বাসঘাতিনী হইয়াছি।"

গোবিন্দরাম বলিলেন, "কি হইয়াছিল, আমাদের সব বল; নিজমুখে সব স্বীকার করিলে তোমার কিছু পাপ ক্ষয় হইতে পারে।"

রমণী বলিল, "এ পাপের ক্ষয় নাই; তা' নাই থাক, সব বলিব; সবই বলিতে হইবে। যখন আমি বিনোদিনীর কাছে ছিলাম, তখন কৃতান্ত আমার সঙ্গে গোপনে দেখা করিয়া নানা রকমে লোভ দেখাইতে লাগিল; আমি লোভে পড়িয়া তাহার কথায় ভুলিলাম। কৃতান্ত আগেও অনেকবার বিনোদিনীকে খুন করিবার চেষ্টা

করিয়াছিল, কাজে কিছুই করিয়া উঠিতে পারে নাই; বিনোদিনী ভয় পাইয়া সাবধান হইয়া গিয়াছিল। তখন কোন রকমে কিছু সুবিধা করিতে না পারিয়া কৃতান্ত আমাকে হস্তগত করিল। দুইজনে মিলিয়া বিনোদিনীকে খুন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। আমার মনে খুব বিশ্বাস ছিল, বিনোদিনীকে খুন করিতে পারিলে তাহার হীরামুক্তার গহনাগুলি সব আমার হইবে। একদিন রাত্রে আমি বিনোদিনীর ঘরে ঢুকিয়া পালঙ্কের নীচে লুকাইয়া রহিলাম; বিনোদিনী ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িল। যখন বুঝিতে পারিলাম, সে ঘুমাইয়াছে, আমি দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া কৃতান্তকে খবর দিলাম। কৃতান্ত বাহিরে বাগানে লুকাইয়া ছিল। সে আসিয়া আমাকে খুন করিতে বলিল; আমি কিছুতেই রাজী হইলাম না। তখন কৃতান্ত আমাকে একখানা তাস বিনোদিনীর বুকের উপরে চাপিয়া ধরিতে বলিল; আমি তাহাই করিলাম। কৃতান্ত সেই তাসের উপর দিয়া বিনোদিনীর বুকে ছুরি বসাইয়া দিল। তখনই সে বিনোদিনীর লাসটা একটা বাক্সে পূরিয়া ফেলিল; তাহার পর লাসটা সেখান হইতে সরাইবার জন্য একটা খাবার মাথায় সেই লাসশুদ্ধ বাক্সটা চাপাইয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া গেল।"

গোবিন্দরাম বলিলেন, "হাঁ, আমরা জানি, বিনোদিনীর বুকে আমরা সে তাস দেখিয়াছি; সেখানা ইস্কাবনের টেক্কা। সে তাস তুমি কোথায় পাইয়াছিলে?"

"সে তাস বিনোদিনীরই ছিল।"

"কিন্তু আমরা সেই তাসের তাস বহুবাজারে সুরেন্দ্রনাথের বাসায় দেখিয়াছি। সে তাসগুলির সবই আছে, কেবল ইস্কাবনের টেক্কাখানিই নাই; বলিতে পার, কেন এরূপ হইল?"

"বিনোদিনীকে সুরেন বাবু সেই দামী তাস কিনিয়া দিয়াছিলেন, সেই তাস বিনোদিনীর বড় আদরের জিনিষ ছিল। আমি একদিন ঐ তাসগুলি হইতে ইস্কাবনের টেক্কাখানি হারাইয়া ফেলি; আমার মনে মনে বড় ভয় হইল; বুঝিলাম, আমি সেই তাস নষ্ট করিয়াছি জানিতে পারিলে বিনোদিনী রক্ষা রাখিবে না। আমি তাসগুলি লুকাইয়া রাখিলাম; তাহার পর একদিন সুরেন্দ্রবাবু আসিলে তাঁহাকে তাস হারাইবার কথা বলিলাম, বিনোদিনীকে কোন কথা বলিতে মানা করিয়া দিলাম, ঠিক ঐ রকম তাস মিলাইয়া কিনিয়া আনিবার জন্য ঐ তাসগুলি তাঁহাকে দিলাম। সুরেন্দ্রবাবু তাসগুলি পকেটে ফেলিয়া লইয়া গেলেন। তাহার পর একদিন সেই হারান ইস্কাবনের টেক্কাখানি পাওয়া গেল। কিন্তু সুরেন্দ্রবাবুর দেখা না পাইয়া সেই তাসগুলি আর চাহিয়া লইতে পারি নাই। আর যখন বিনোদিনী খুন হইল, তখন আর সে তাসেই বা দরকার কি? সে তাসগুলি এখনও সুরেন্দ্রবাবুর কাছেই আছে।"

রমণীর অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইতেছিল। ক্রমেই যন্ত্রণার বৃদ্ধি—সে যাহা বলিল, তাহাতে বিনোদিনীর খুন সম্বন্ধে সকল রহস্যেরই উদ্ভেদ হইয়া গেল। গোবিন্দরাম তাহার মুখে যাহা শুনিলেন, একখানা কাগজে সব লিখিয়া ফেলিলেন; এবং সেখানে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের কাছে সাক্ষর করাইয়া লইলেন।

গোবিন্দরাম ভাবিয়া দেখিলেন, বিনোদিনীর দাসীর মৃত্যু আসন্ন, তাহার জীবনাশা একেবারে নাই, অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যেই তাহাকে ইহলোক ত্যাগ করিতে হইবে। আর কৃতান্ত! সহস্রশিখ অগ্নিগ্রাস হইতে কে তাহাকে রক্ষা করিবে? এতক্ষণ তাহারও এই দাসীর দশা ঘটিয়াছে; তবে আর এখানে অপেক্ষা করিয়া ফল কি? হয় ত ঠিক সময়ে

কলিকাতায় না পৌঁছিতে পারিলে সকল শ্রম পণ্ড হইবে—সুরেন্দ্র বাঁচিবে না।

গোবিন্দরাম বলিলেন, "ইহাদিগকে রক্ষা করিবার কোন আশা নাই, তবুও চেষ্টা করিয়া দেখ—আমি আর সময় নষ্ট করিতে পারি না; আজ রাত্রের মধ্যে কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া ফাঁসী স্থগিত করিতে হইবে—নতুবা—নতুবা—"

তিনি ঊর্দ্ধশ্বাসে ব্রাহ্মণের বাড়ীর দিকে ছুটিলেন। তথায় গিয়া দেখিলেন, যথার্থই হাবা তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে—ব্রাহ্মণ তাহাকে বসাইয়া রাখিয়াছেন; নতুবা সে-ও নিশ্চয় সেই বাড়ীতে কৃতান্তের সহিত প্রবেশ করিত, তখন সুরেন্দ্রকে রক্ষা করিবার কোন উপায় থাকিত না।"

গোবিন্দরাম ব্রাহ্মণকে কালবিলম্ব করিতে দিলেন না। তাঁহাকে ও হাবাকে লইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ষ্টেশনের দিকে ছুটিলেন।

কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য যে, তাঁহারা যেমন ষ্টেশনে প্রবেশ করিলেন, অমনই গাড়ী ষ্টেশন ছাড়িয়া চলিয়া গেল। কি সর্ব্বনাশ!

৪৯

আজ প্রাতে সুরেন্দ্রনাথের ফাঁসী হইবে। তিনি প্রসিদ্ধ ডিটেক্‌টিভ গোবিন্দরামের পুত্র এবং নিজে উকীল সুতরাং তাঁহার ফাঁসী দেখিবার জন্য লোকে-লোকারণ্য হইয়াছে।

রামকান্ত ও শ্যামকান্ত সমস্ত রাত্রি নানাস্থানে ছুটাছুটি করিয়াছে, কিন্তু কিছুই করিতে পারে নাই, ফাঁসী স্থগিত হয় নাই। কেবল কথার উপর নির্ভর করিয়া ফাঁসী স্থগিত হইবে কেন?

হতাশচিত্তে রামকান্ত গোবিন্দরামকে একথা বলিবার জন্য ষ্টেশনে ছুটিল। ক্ষণপরে একখানা ট্রেণ আসিল, শেষে আরও একখানা ট্রেণ আসিল, কিন্তু তাহাতেও গোবিন্দরাম আসিলেন না। রামকান্ত ভাবিল, বোধ হয়, তিনি ধরিতে পারেন নাই—ঘোড়ার গাড়ীতে আসিতেছেন।

সমস্ত রাত্রি গেল, তবুও গোবিন্দরাম আসিলেন না। তখন রামকান্ত নিতান্ত অস্থির হইয়া উঠিল; ভাবিল, হয় ত তিনি বরাবর জেলে গিয়াছেন। এইরূপ ভাবিয়া সে শ্যামকান্তকে সঙ্গে লইয়া জেলে উপস্থিত হইল। তথায় ভীষণ জনতা। সে জনতা ঠেলিয়া যাওয়া সহজ নহে। তখন প্রায় ভোর হইয়াছে, চারিদিক্ পরিষ্কার হইয়া আসিতেছে, ঠিক ছয়টার সময় ফাঁসী হইবে।

রামকান্ত বলিল, "আর কি! গুরুদেব কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন নাই—সেই দুঃখে আর আসেন নাই।"

শ্যামকান্ত বলিল, "তাহা নয়—তিনি সে প্রকৃতির লোক নহেন—ঐ দেখ তিনি আসিয়াছেন, ঐ জেলের ভিতর যাইতেছেন—সঙ্গে কে রহিয়াছে।"

রামকান্ত দেখিল, প্রকৃতই গোবিন্দরাম দুইটী লোকের সঙ্গে জেলে প্রবেশ করিলেন; তখন দুইজন সাহেব গোবিন্দরামের নিকটস্থ হইলেন।

শ্যামকান্ত বলিল, "এতদূর হইতে ভাল চিনিতে পারিতেছি না—সাহেব দুটী কে?"

"বোধ হয়, জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট।"

"এই ত বড় সাহেবও আসিয়াছেন—এইবার আসামীকে আনা হইবে।"

"এত পরিশ্রম বৃথা হইল!"

"সবই ভগবানের হাত।"

"গুরুদেবের জন্য দুঃখ হয়।"

"কি করিবে বল—চেষ্টা ত যথেষ্টই করা গেল।"

"গুরুদেব এত খুনী ধরিয়া নিজের ছেলের মামলায় হারিলেন—এবার আর অধিক দিন বাঁচিবেন না।"

"চুপ্—আসামী আসিতেছে।"

প্রকৃতই সম্মুখে প্রহরীবেষ্টিত হইয়া সুরেন্দ্রনাথ ফাঁসী-কাষ্ঠের নিকটে নীত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবার জন্য চারিদিক্ হইতে অসংখ্য লোক পরস্পর ঠেলাঠেলি করিতে লাগিল।

আর পাঁচ মিনিট—আর পাঁচ মিনিট পরে সুরেন্দ্রনাথ ইহ-জীবনের মত এ সংসার পরিত্যাগ করিবেন। পাঁচ মিনিট অতীত হইয়া গেল—সুরেন্দ্রনাথের ফাঁসী হইল না। সহসা সকলে দেখিল, সুরেন্দ্রনাথ প্রহরী-বেষ্টিত হইয়া যেরূপভাবে আসিয়াছিলেন, আবার সেইরূপ প্রহরীবেষ্টিত হইয়া জেলের দিকে প্রস্থান করিলেন।

সহসা এই ব্যাপার দেখিয়া সকলে নানারূপ আলোচনা করিতে লাগিল; ইহাতে একটা মহা গোল উঠিল। তখন পুলিস-প্রহরিগণ সকলকে জেল হইতে বাহির করিয়া দিতে লাগিল; ফাঁসীর কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা উত্তর করিল, ফাঁসী হইবে না—ফাঁসী স্থগিত হইয়াছে।" কেহই কিছু বুঝিতে না পারিয়া যে যাহার গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিতে লাগিল।

রামকান্ত বলিল, "ব্যাপার কি! তবে কি গুরুদেব কার্য্যোদ্ধার করিয়াছেন?"

শ্যামকান্ত বলিল, "আগেই ত বলিয়াছিলাম—চল গুরুদেবের সঙ্গে দেখা হইলেই সকল জানিতে পারিব।"

৫০

প্রকৃতই, সুরেন্দ্রনাথের ফাঁসী হইল না। এদিকে গোবিন্দরাম ট্রেণ না পাইয়া বিশেষ চেষ্টায় তৎক্ষণাৎ একখানি গাড়ী সংগ্রহ করিয়া তীরবেগে কলিকাতার দিকে ছুটিলেন।

ভোর হইবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, সঙ্গে হাবা ও সেই ব্রাহ্মণ।

তিনি তৎক্ষণাৎ পুলিসের বড় সাহেবের সহিত দেখা করিলেন। সাহেবকে অধিক কিছু বলিতে হইল না। সাহেব হাবাকে দেখিয়াই সকল ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন; অধিকন্তু বিনোদিনীর দাসীর সেই আত্ম-কাহিনীতে প্রায় সকল তথ্যই আবিষ্কৃত হইয়া পড়িল; তখন সাহেব ঝটিতি গোবিন্দরাম হাবা ও ব্রাহ্মণকে লইয়া উচ্চ কর্ম্মচারিগণের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; তৎপরে ফাঁসী হইবার একটু আগেই জেলে আসিয়া ফাঁসী স্থগিত করিলেন।

ফাঁসী হইল না বটে, তবে সুরেন্দ্রনাথকে আরও কয়েকদিন জেলে থাকিতে হইয়াছিল।

কৃতান্ত সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। মাতাল শ্যামসুন্দরকে হাত করিয়া কৃতান্ত নরেন্দ্রভূষণের সমস্ত অর্থ যে একা আত্মসাৎ করিবার চেষ্টায় ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গেল।

নরেন্দ্রভূষণ বাবুর চারি ভগিনীর চারি ওয়ারিসান্ ছিল, প্রথম শ্যামসুন্দর—দ্বিতীয় সুহাসিনী—তৃতীয় লীলা—চতুর্থ বিনোদিনী।

শেষের তিনজনকে সরাইতে পারিলেই সমস্ত টাকা শ্যামসুন্দর পায়—শ্যামসুন্দর পাইলেই কৃতান্তের হইবে; মাতালের নিকট

হইতে আত্মসাৎ করিতে কতক্ষণ। একটা নাম সহি করিয়া লইতে পারিলেই হইল।

বিনোদিনী খুন হইয়াছিল, কৃতান্ত যে তাহাকে খুন করিয়াছিল, তাহ হাবাও স্বীকার করিল। হাবা এখন ইঙ্গিতে মনোভাব প্রকাশ করিবার ক্ষমতা লাভ করিয়াছে।

কৃতান্তই যে হাবাকে রামকান্ত ও শ্যামকান্তের চক্ষে ধূলা দিয়া লইয়া গিয়াছিল, তাহাও হাবা স্বীকার করিল। সুহাসিনী ও লীলাকে হত্যা করিবার জন্য সে যাহা যাহা করিয়াছিল, তাহারও সমস্ত প্রমাণ পরে পাওয়া গেল।

তাহারা সকলে একসঙ্গে অগ্নিতে পুড়িয়া না মরিলে কৃতান্তের যে ফাঁসী হইত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যাহা হউক, ভগবান্ স্বয়ং তাহাদের দণ্ড দিয়াছিল, তাহাদের আর মাননীয় বিচারালয়ে নীত হইতে হয় নাই।

যথাসময়ে সুরেন্দ্রনাথ জেল হইতে খালাস হইয়া পিতৃচরণে প্রণাম করিলেন। বৃদ্ধ গোবিন্দরামের দুই চক্ষু আনন্দাশ্রুতে পূর্ণ হইয়া গেল।

আমাদের কি বলিতে হইবে যে, নরেন্দ্রভূষণের সমস্ত টাকা—প্রায় আট লক্ষ টাকা দুই সমভাগে বিভক্ত হইল, এবং একাংশ সুহাসিনী পাইল—অপরাংশ লীলা পাইল?

গোপাল কন্যাকে লইয়া কলিকাতায় আসিয়া বড়লোকের মত বাস করিতে লাগিল। সে যথাসময়ে বড় ঘরে সুপাত্র দেখিয়া তাহার বিবাহ দিল।

সুহাসিনীর সহিত যে সুরেন্দ্রনাথের বিবাহ হইল, একথা বলা বাহুল্য মাত্র। সুরেন্দ্রনাথের ওকালতীতে এখন খুব পশার হইয়াছে।

গোবিন্দরাম যথাসময়ে পৌত্রপৌত্রীর মুখ দেখিয়া, তাহাদের ঘাড়ে-পিঠে করিয়া সুখী হইলেন।

শ্যামকান্ত ও রামকান্ত চিরকাল তাঁহার অনুগত থাকিল। উভয়েই চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া গোবিন্দরামের কৃপায় সুখে স্বচ্ছন্দে দিনযাপন করিতে লাগিল।

এ সংসারে পাপীর প্রাবল্য ও সাফল্য প্রথমে দেখিতে পাইলেও কখনও চিরকাল থাকে না; অবশেষে ধর্ম্মেরই জয় হয়।

কে খুন করিল, আর কে সেইজন্য কত সহ্য করিল! কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ এত কষ্ট না পাইলে অবশেষে এত সুখী হইতে পারিতেন না। দুঃখ ব্যতীত সুখাস্বাদ হয় না।

সুখস্যানন্তরং দুঃখং দুঃখস্যানন্তরং সুখং।
চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ॥

সমাপ্ত।